सत्यमेव जयते
ভারত সরকার

পশ্চিমবঙ্গে নারীশক্তির ক্ষমতায়ন

প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার আওতায় ১৬ লক্ষ মহিলাকে প্রায় ৭৪০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

প্রায় ১ কোটি নলবাহিত জলের সংযোগ এবং ১.২ কোটিরও বেশি উজ্জ্বলা গ্যাসের সংযোগ মর্যাদা, স্বাস্থ্য এবং ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘরের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের রূপান্ত ঘটাচ্ছে

৮৫ লক্ষ শৌচাগার নির্মাণের মাধ্যমে মর্যাদা নিশ্চিত হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে ৫২ লক্ষ বাড়ি নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৭০% বাড়ির মালিকানা মহিলাদের

প্রায় ১২ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রায় ১.২৫ কোটি পরিবার ক্ষমতায়িত হয়েছে, ১১.৫ লক্ষ মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছেন

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার আওতায় ২২.৫ লক্ষেরও বেশি কন্যার ভবিষ্যত সুরক্ষিত হয়েছে

প্রায় ২৭.৫ লক্ষ মহিলা পরিচালিক ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যকর রয়েছে, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে

৩,৫৫০টিরও বেশি মহিলা নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপ উদ্ভাবন এবং নতুন সুযোগের সৃষ্টি করছে

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্কল্প

''ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করছে এবং রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করেছে।''

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

CBC 46101/13/0031/2526

সময়ের আগেই রাজস্থানে দাবদাহের ইঙ্গিত, ৯-১০ মার্চ বারমেরে তাপপ্রবাহের হলুদ সতর্কতা

জয়পুর(সংবাদ সংস্থা), ৭ মার্চঃমার্চ মাসের শুরুতেই রাজস্থানের আবহাওয়ায় অস্বাভাবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলতে শুরু করেছে। সাধারণত এই সময়টায় শীতের শেষ পরশ মিলেলেও এ বছর তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। রাজ্যের একাধিক জেলায় ইতিমধ্যেই তাপমাত্রা দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে এবং দিনের বেলায় গরমের তীব্রতা স্পষ্টভাবে অনুভূত হচ্ছে। আবহাওয়া দফতরের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ বলছে, রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই বেশি রেকর্ড করা হয়েছে, যা সময়ের তুলনায় উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।শুক্রবার রাজ্যের মরুপ্রধান অঞ্চলগুলিতে তাপমাত্রা দ্রুত ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। জয়সালমের ও চিত্তোরগড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মার্চের প্রথম সপ্তাহেই এই তাপমাত্রা সাধারণ মানুষের কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুপুরের সময় বাইরে বের হওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মরুভূমির রাজ্যে গ্রীষ্মকাল সাধারণত তীব্র হলেও এত তাড়াতাড়ি তাপমাত্রার এই ঊর্ধ্বগতি অনেকের কাছেই অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৮ থেকে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেশি রেকর্ড করা হয়েছে। এই অস্বাভাবিক উষ্ণতা রাজ্যের আবহাওয়ার স্বাভাবিক ছন্দে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, পশ্চিম দিক থেকে আসা শুষ্ক ও উষ্ণ বাতাসের প্রভাবেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে আকাশ পরিষ্কার থাকায় সূর্যের তাপ সরাসরি ভূমিতে পড়ছে, যার ফলে দিনের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে।শনিবার জয়পুরের আবহাওয়া কেন্দ্র জানায়, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই পশ্চিম রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এই আশঙ্কার ভিত্তিতেই বারমের জেলায় আগামী ৯ ও ১০ মার্চের জন্য হিটওয়েভ বা তাপপ্রবাহের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের ভাষায়, হলুদ সতর্কতা মানে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা এবং সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া। বিশেষ করে দুপুরের সময় অপ্রয়োজনে বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।শুধু বারমেরেই নয়, জয়সালমের, বালোত্রা এবং আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও গরম হাওয়ার প্রভাব পড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। মরুপ্রধান এই এলাকাগুলিতে গরম হাওয়া বা লু বইতে শুরু করলে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে। দিনের বেলায় তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ার পাশাপাশি রাতের তাপমাত্রাও ধীরে ধীরে বাড়ছে, ফলে রাতেও গরমের অস্বস্তি অনুভূত হচ্ছে। রাজস্থানের গ্রামীণ এলাকাগুলিতে এই সময় কৃষিকাজের ব্যস্ততা থাকে। কিন্তু অস্বাভাবিক গরমের কারণে কৃষকদের কাজের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনতে হচ্ছে। অনেকেই ভোরবেলা কিংবা বিকেলের দিকে মাঠে কাজ করছেন, যাতে দুপুরের তীব্র গরম এ।য়ে যাওয়া যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গত কয়েক বছরে আবহাওয়ার এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবেও এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এবং তার প্রভাব ভারতীয় উপমহাদেশের আব হাওয়াতেও পড়ছে। রাজস্থানের মতো মরুপ্রধান অঞ্চলে এই পরিবর্তনের প্রভাব আরও দ্রুত অনুভূত হয়। তাই মার্চ মাসের শুরুতেই তাপমাত্রার এই বৃদ্ধি ভবিষ্যতের জন্য সতর্কবার্তা বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। রাজ্যের প্রশাসনও পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। তাপপ্রবাহের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে স্বাস্থ্য দফতর ও জেলা প্রশাসনকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে বৃদ্ধ, শিশু ও অসুস্থ মানুষদের জন্য সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত জল পান করা, রোদে বের হলে মাথা ঢেকে রাখা এবং দুপুরের সময় দীর্ঘ সময় বাইরে না থাকার মতো সাধারণ সতর্কতা মেনে চলার কথা বলা হয়েছে।এদিকে শহরাঞ্চলেও গরমের প্রভাব ধীরে ধীরে বা।তে শুরু করেছে। জয়পুর, জোধপুরের মতো বড় শহরগুলিতে দুপুরের সময় রাস্তাঘাট তুলনামূলকভাবে ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। অনেকেই দিনের কাজের সময়সূচি বদলে ফেলছেন। দোকানপাটের ব্যবসায়ীরাও জানিয়েছেন, দুপুরের সময় ক্রেতার সংখ্যা কমে যাচ্ছে, কারণ মানুষ গরম এড়িয়ে ঘরের মধ্যেই থাকতে চাইছেন।বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী কয়েক দিনে আবহাওয়ার পরিস্থিতি কীভাবে পরিবর্তিত হয় তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করছে রাজ্যের গরমের তীব্রতা। যদি পশ্চিম দিক থেকে শুষ্ক গরম বাতাসের প্রবাহ অব্যাহত থাকে, তবে তাপমাত্রা আরও বা।তে পারে। সে ক্ষেত্রে মার্চের মাঝামাঝি সময়েই রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে তীব্র গরম অনুভূত হতে পারে।সব মিলিয়ে মার্চের শুরুতেই রাজস্থানে যে আবহাওয়া পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা সাধারণ মানুষের কাছে এক ধরনের অস্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। এখনও গ্রীষ্মকাল পুরোপুরি শুরু হয়নি, অথচ তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই গরমের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আবহাওয়া দফতরের সতর্কবার্তা অনুযায়ী আগামী কয়েক দিন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

আদিবাসী সমাজ শতাব্দী ধরে নিজস্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে আসছেঃরাষ্ট্রপতি

দার্জিলিং, ৭ মার্চ ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার দার্জিলিংয়ে নবম আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনে যোগ দেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জন্য গর্বের বিষয় যে তিলকা মাঝি প্রায় ২৪০ বছর আগে শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। তার বিদ্রোহের প্রায় ৬০ বছর পর, সাহসী ভাই সিদো-কানহু এবং চাঁদ-ভৈরব, সাহসী বোন ফুলো-ঝানোর সঙ্গে ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল হুলের নেতৃত্ব দেন।তিনি জোর দিয়ে বলেন, আদিবাসী সমাজ শতাব্দী ধরে তাদের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে আসছে। তিনি তাদের আধুনিক উন্নয়নকে আলিঙ্গন করার এবং লোক ঐতিহ্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে অগ্রগতির যাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি তাদের নিজস্ব ভাষার সঙ্গে সংযুক্ত থাকার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা এবং লিপি পড়ারও আহ্বান জানান।

রবিবার কালো শাড়ি পরে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৭ মার্চঃ রবিবার আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে বিশেষ প্রতিবাদ কর্মসূচির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। হাঁড়ি, কড়া নিয়ে প্রতিবাদের ডাক। গ্যাসের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে মেয়েদের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে প্রতিবাদের ডাক। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘ মেয়েদের বিয়ের পর পদবি পরিবর্তনের জন্য নাম কেটে দিয়েছে। আরে মেয়েদের ইচ্ছে তারা কার পদবি রাখবে। সে নিজের পদবি রাখতে পারে কিংবা স্বামীর পদবি রাখতে পারে। সেটা তাঁর ইচ্ছে। কমিশন ঠিক করার কে? কাল প্রতিবাদ হবে। গ্যাস নাই, খাবার নাই। রবিবার মা-বোনেরা হাঁড়ি, কড়া, বাটি, ঘটি, গ্যাস ওভেন নিয়ে রাস্তায় প্রতিবাদে নামুন। আমি সাদা শাড়ি পরব। আপনারা কালো পরে আসবেন। কোনও অশান্তির জন্য জন্য এই মিছিল নয়। শুধু মাত্র প্রতিবাদের জন্য।’ধর্নামঞ্চে হাজির ছিলেন ‘ডিলিটেড’ ভোটার। সেই ভোটারদের পাশে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,‘ ওরা সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারের অবমাননা করছে। কেন আপনারা বৈধ ভোটারদের নাম কাটছেন। এদের সকলের আধার কার্ড আছে। আপনাদের মানুষের কাছে জবাব দিতে হবে। পক্ষপাতদুষ্ট কমিশন। পক্ষপাতদুষ্ট জ্ঞানেশ কুমার। এরা আমার ভোটার। এদের নাম কেটে জিতবে ভাবছেন। এত মানুষের মৃত্যু। একটু মায়া -মমতা নেই।’

মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজস্থানের সিকার, তীব্রতা মাত্র ৩.৫

সিকার, ৭ মার্চ ঃ মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজস্থানের সিকার। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল মাত্র ৩.৫। শনিবার সকাল ৬.৩২ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয় বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল সেংটার ফর সিসমোলজি। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল, ফলে স্বাভাবিকেই ক্ষয়ক্ষতির কোনও ঘটনা ঘটেনি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, শনিবার সকাল ৬.৩২ মিনিট নাগাদ ৩.৫ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় রাজস্থানের সিকারে। জেলার মানুষজন মৃদু টের পান ভূমিকম্পের। এই কম্পন খুব বেশি সময় দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি। ভূমিকম্পের উসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরে, জয়পুর থেকে ৬৯ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দুই দিনের সফরে ত্রিপুরায় উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন

আগরতলা, ৭ মার্চ ঃ দুই দিনের সফরে শনিবার ত্রিপুরায় পৌঁছালেন দেশের উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন। বিকেলে ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে তিনি আগরতলায় মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা এবং প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। উপরাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব জে. কে. সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহা-নির্দেশক অনুরাগ ধ্যানকর সহ প্রশাসনের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক।বিমানবন্দর থেকে উপরাষ্ট্রপতি সোজা লোকভবনে যান। লোকভবনে উপরাষ্ট্রপতিকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে।তাঁর সফরকে ঘিরে রাজধানী আগরতলা শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।দুই দিনের এই সফরকালে উপরাষ্ট্রপতি ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও সামাজিক কর্মসূচিতেও তাঁর যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।এছাড়া রবিবার তিনি উদয়পুরে অবস্থিত মাতাবাড়ি তথা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়ার কর্মসূচিও রয়েছে। সফরসূচি শেষে রবিবার বিকেলে দিল্লির উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা ত্যাগ করবেন উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন।

জন ঔষধি দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব

ভোপাল, ৭ মার্চ ঃ শনিবার ‘জন ঔষধি দিবস ’ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে জেনেরিক ওষুধের ব্যবহার বাড়ানো এবং এই প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ৭ মার্চ দিনটি জন ঔষধি দিবস হিসেবে পালন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক বার্তায় বলেন, জন ঔষধি দিবস উপলক্ষে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। নিরোগ জীবন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে স্থাপিত জন ঔষধি কেন্দ্রগুলি মানুষের জন্য আশীর্বাদের মতো। তিনি বলেন, এই

কেন্দ্রগুলিতে কম দামে ওষুধ পাওয়া যায়, ফলে বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা অনেক বেশি সহজলভ্য হয়ে উঠেছে।

মার্চ থেকেই মিলবে ‘ যুব সাথী’ ভাতা, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৭ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গের বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য বড়সড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তিনি জানান, রাজ্য সরকারের নবঘোষিত ‘ যুব সাথী’ প্রকল্পের ভাতা পাওয়ার জন্য উপভোক্তাদের আর এপ্রিল মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না বরং চলতি মাস অর্থা মার্চ থেকেই এই অর্থ সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো শুরু হবে। শনিবার থেকেই উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পা।র প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে আয়োজিত একটি সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রথমে এই প্রকল্পের টাকা ১ এপ্রিল থেকে দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ) উপলক্ষে তিনি এই প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যাঁরা ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের অন্য কোনো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন, তাঁরা এই ‘ যুব সাথী’ ভাতার যোগ্য হবেন না। তবে পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী, ঐক্যশ্রী বা রূপশ্রীর মতো স্কলারশিপ যাঁরা পাচ্ছেন, তাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন কারণ ওই প্রকল্পগুলি পড়াশোনার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। সরাসরি ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার বা ডিবিটি মোডের মাধ্যমে এই টাকা উপভোক্তাদের আধার লিঙ্কড অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে।

মহিলা ক্ষমতায়নের জন্য ৫,৭০০ কোটি তহবিল, আশ্বাস বিজেপি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৭ মার্চ ঃপশ্চিমবঙ্গের নারীদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিজেপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এজন্য ₹৫,৭০০ কোটির একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা হবে। শুক্রবার, নারী দিবসে রাজ্য বিজেপি-র তরফে প্রেস বিবৃতিতে এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, এই তহবিলের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচি, দক্ষতা বিকাশ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সহায়তা, শিক্ষাগত সহায়তা এবং নারীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে।অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে সম্পূর্ণ সীমান্ত সুরক্ষিত করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে বিবৃতিতে। লেখা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ জাতীয় নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক সুরক্ষা এবং সাধারণ মানুষের জীবিকার উপর গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করছে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে সীমান্তের সব ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় শক্তিশালী বেড়া নির্মাণ করা হবে, যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণভাবে রোধ করা যায়।রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন, তবে পশ্চিমবঙ্গে ভোটের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। ইতিমধ্যেই তুঙ্গে নির্বাচনের প্রস্তুতি। এসআইআর নিয়েও ক্রমে চড়ছে রাজনীতির পারদ।

কেরল স্টৌরি-২ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা রাহুলের, প্রতিক্রিয়া বিনোদ বনশলের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৭ মার্চ ঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী শুক্রবার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কেরল স্টোরি-২ ছবিটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ছবিটি খুব বেশি দেখা যাচ্ছে না, যা ভালো খবর। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী কুট্টিকনমের মারিয়ান কলেজে শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপচারিতা করেন। একজন শিক্ষার্থী চলচ্চিত্রের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। জবাবে রাহুল গান্ধী কেরল স্টৌরি-২ নিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সুখবর হল কেরল স্টৌরি-২ শূন্য মনে হচ্ছে এবং কেউ এটি দেখছে না। এটি দেখায় যে, এমন কিছু মানুষ আছে, যাদের বেশিরভাগই কেরল কী, এর ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি বোঝে না।রাহুল গান্ধী বলেন, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন এবং গণমাধ্যম ক্রমবর্ধমানভাবে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি বলেন, এগুলিকে ঠিক এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হচ্ছেঃমানুষকে অপমান করা, ধ্বংস করা এবং সমাজে বিভাজন তৈরি করা, যাতে কেউ লাভবান হয় এবং অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারত এখন অনেকটা এরকম হয়ে গেছে। তিনি বলেন, এমন ধরন দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এই উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।রাহুলের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জাতীয় মুখপাত্র বিনোদ বনশল এক্স মাধ্যমে জানান, দেখুন, যারা আগে দ্য কেরল স্টৌরি ২-তে ক্ষুব্ধ ছিলেন, তাঁরা হঠা করে এর দর্শক সংখ্যা নিয়ে চিন্তিত! রাহুল গান্ধীকে ট্যাগ করে তিনি লেখেন, রাহুল গান্ধী দর্শক সংখ্যা নিয়ে চিন্তা করা বন্ধ করে প্রিয়াঙ্কার পরিবারের সঙ্গে ছবিটি দেখতে যান, যাতে আপনি দেশের অন্যান্য মেয়েদের জিহাদিদের নৃশংস থাবা থেকে বাঁচাতে পারেন এবং লাভ জিহাদের ভয়াবহতা বুঝতে পারেন।রাহুল নিজের শখ সম্পর্কে বলেননিজের ব্যক্তিগত আগ্রহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, তিনি যেসব বিষয় সম্পর্কে জানতে চান সেগুলি নিয়ে তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেন, কিন্তু খুব বেশি সিনেমা দেখেন না। তিনি বলেন, শখ হিসেবে, আমি দাবা এবং মার্শাল আর্ট উপভোগ করি। আমি ফিট থাকার জন্য সাঁতার কাটি, দৌড়াই এবং ব্যায়াম করি। রাহুল বলেন, তিনি পাঁচ বছর ধরে সংসদে কেরলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, কিন্তু রাজ্যটিকে পুরোপুরি বুঝতে পারেননি, তবুও তিনি ওয়ানাডের মানুষের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন।রাহুল গান্ধী বলেন, আমি যখন প্রথম সেখানে পৌঁছই, তখন আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। সেখানে একটি বড় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল, কিন্তু মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। এত বড় দুর্ঘটনার পরেও, তারা একে অপরকে সাহায্য করছিল। এতে সম্প্রদায় বা অর্থনৈতিক পটভূমির কোনও গুরুত্ব ছিল না। তিনি বলেন, কেরলের অনেক পুরনো এবং মূল্যবান ঐতিহ্য রয়েছে। তিনি শিক্ষার্থীদের রাজ্যের সংস্কৃতিতে প্রোথিত থাকার পরামর্শ দেন।

ধর্মতলায় মমতার ধর্নার দ্বিতীয় দিন, এসআইআর-এর প্রতিবাদে অবস্থানে তৃণমূল নেত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৭ মার্চ ঃ ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধর্না দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর-এ অনিয়মের অভিযোগ তুলে ও প্রতিবাদে শুক্রবার থেকে ধর্না দিচ্ছেন তিনি। শনিবার দ্বিতীয় দিনে পড়ল তাঁর ধর্না।এদিন ধর্না মঞ্চ থেকে ডঃ সি ভি আনন্দ বোসের রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন মমতা।তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী বলেন, ‘ রাজ্যপালকে কেন সরানো হয়েছে, সব জানি। এখন যাঁকে এনেছে, বিজেপির প্যারেড করা ক্যাডার। বাংলা অন্য। তামিলনাড়ুতে প্রতিদিন বেচারারা ফেস করেছে। বাংলায় ভোটের একমাস আগে কেন রাজ্যপাল বদলে দিলেন। কাউকে কমপ্লিট করতে দিচ্ছেন না। ধনখড়কেও করতে দেননি। ধনখড় কী করেননি? এখান থেকে নিয়ে গেলেন উপরাষ্ট্রপতি করে। তার পরে নজরবন্দি। ভোটবন্দির মতো।’’মমতা আরও বলেন যে, ‘‘ এখানে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল। কারণটা যদিও আমি জানি। কিন্তু আমি বলব না। তাঁকে থ্রেট করা হয়েছে, এটুকু আমি বলব। অনেকে চায় না, রাজভবন বিজেপির পার্টি অফিস হোক। ওখানে বিজেপির টাকা বিলি হোক। সবই করে। এরা কি নৈতিকতা মানে!’’

হিন্দু উৎসবে হামলাকারীদের দমন করা জরুরিঃবিনোদ বনশল

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৭ মার্চ ঃ হিন্দু উৎসবে হামলাকারীদের দমন করা অত্যন্ত জরুরি বলেন মন্তব্য করলেন বিনোদ বনশল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জাতীয় মুখপাত্র বিনোদ বনশল এক্স মাধ্যমে জানান, হিন্দুদের কোনও উৎসব, আর জিহাদিরা তাতে প্রাণ নেবে না, সেটা কী করে সম্ভব? দেশের রাজধানী দিল্লির উত্তম নগরে, কোনও রঙ ছিল না, কোনও আবির ছিল না, কোনও জলের বেলুন ছিল না, এমনকি পিচকারিও ছিল না! একটি ছোট্ট মেয়ের হাত থেকে বেলুন পড়ে যাওয়ার কারণে, তার পরিবারের একজন সদস্য প্রাণ হারান! সেই নিষ্পাপ শিশুটি জানত না যে মাটিতে পড়ে যাওয়া বেলুনের দু’টি ছিটাও কারও জীবন কেড়ে নিতে পারে।বিনোদ বনশল প্রশ্ন তোলেন, হিন্দু সমাজ আর কতদিন সহ্য করবে? বিনোদ সামাজিক মাধ্যমে জানান, আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যদি রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের হিন্দু সম্প্রদায় এই জিহাদিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না হয় এবং আগের মতোই দিল্লি পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ না নেয় এবং খুনি ও ষড়যন্ত্রকারীদের দ্রুত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে না দেওয়া হয়, তাহলে তাদের মনোবল আরও বাড়তে থাকবে! বিনোদ জানান, এখন সময় এসেছে হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার।

নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে কোচিতে নির্বাচন কমিশন, ভোটারদের সঙ্গে কথা বললেন জ্ঞানেশ

কোচি, ৭ মার্চ ঃ কেরলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এখন সে রাজ্যে রয়েছে নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ। শনিবার সকালে কোচিতে সাধারণ মানুষ ও ভোটারদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। জ্ঞানেশকে কাছে নিজেদের নানা মতামত তুলে ধরেন সাধারণ মানুষজন।কেরলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে সে রাজ্যের নির্বাচনী প্রস্তুতি পর্যালোচনা পরিদর্শনের সময়, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার কোচির চেরাই সমুদ্র সৈকতে ভোটারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। কথা বলেন সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে।

এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতের প্রস্তুতি পর্যালোচনা মনসুখ মান্ডভিয়ার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৭ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া গত বৃহস্পতিবার ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেছেন। এই বছরের গেমস জাপানের আইচি-নাগোয়ায় ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।নয়াদিল্লিতে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সভাপতিত্ব করে ডঃ মান্ডভিয়া জানান, এই বছরের গেমসে চল্লিশটিরও বেশি ক্রীড়া বিভাগে ৭০০ জনেরও বেশি ভারতীয় ক্রীড়াবিদ প্রতিযোগিতা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ক্রীড়াবিদদের কল্যাণ এবং পারফরম্যান্সের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী।তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়া বিজ্ঞান থেকে শুরু করে রসদ, কিট সহায়তা, খাদ্য সহায়তা এবং চিকিৎসা সেবা পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদান করা হবে যাতে ক্রীড়াবিদরা কোনও বিঘ্ন ছাড়াই প্রস্তুতি নিতে পারেন এবং গেমসে তাদের সেরাটা দিতে পারেন। মন্ত্রী সকল অংশীদারদের মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দিয়ে বলেন যে কাঠামোগত প্রস্তুতি, শক্তিশালী সহায়তা ব্যবস্থা এবং সময়োপযোগী পরিকল্পনা জাতিকে গেমসে নতুন মাইলফলক অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হয়েছে আজ।

পুরনো বাস সংস্কারের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতাঃযাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে রাজ্য সরকার তাদের হাতে থাকা পুরনো বাস সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্য সরকারের সংস্থা দ্য শালিমার ওয়ার্কস লিমিটেড হাওড়ায় তাদের কর্মশালায় বাসগুলির পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করবে। অনেক বাস এখনও যান্ত্রিকভাবে সচল থাকলেও বডি ও অভ্যন্তরীণ অংশে বড় মেরামতির প্রয়োজন রয়েছে। সেই বাসগুলিকেই নতুন করে সংস্কার করে আবার পরিষেবায় ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দশ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের বাস সংস্কারে শ্রম ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। দশ মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের বাসের ক্ষেত্রে সেই খরচ প্রায় ৮ লক্ষ ১২ হাজার টাকা হতে পারে। প্রতিটি বাস সংস্কারে প্রায় চল্লিশ দিন সময় লাগতে পারে সংস্কারের কাজ শেষ হলে বাসগুলিকে পরীক্ষা করে তবেই আবার রাস্তায় নামানো হবে। শুক্রবার নবান্ন সূত্র এই খবর জানা গিয়েছে বলে মনে করে হয়।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, তাই আপনার অন্তর্দৃষ্টির উপর আস্থা রাখুন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং যোগাযোগের প্রচারে মনোনিবেশ করুন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, কিছুটা বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। শুভ দিন

বৃষঃ এই দিন বৃষ রাশির জাতক জাতিকারা কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার ফল দেখতে পাবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে, তবে সংযম বজায় রাখা প্রয়োজন।

মিথুনঃ আপনার স্ত্রীর মনোরম মেজাজ আপনার দিনকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। আজ আপনি সহজেই মূলধন- অনাদায়ী ঋণ জোগাড় করতে পারবেন- বা নতুন প্রকল্পে কাজ করার জন্য পুঁজির অনুরোধ করতে পারেন। অর্থ ব্যয়।

কর্কট রাশি ঃ আপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমেই আপনি আপনার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। আজ আপনার মা বা বাবার স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের সঙ্গ আপনাকে খুশি করবে। এটি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে কিছু মানসম্পন্ন সময় কাটানোর এবং আপনার অনুভূতি ভাগ করে নেওয়ার সময়। বিবাহের যোগ হবে।

কন্যাঃ এই দিন কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের চারপাশের মানুষেরা আপনার সৃজনশীলতার প্রশংসা করবেন এবং এতে আপনাকে সমর্থন করবেন। সন্তান হতে পারে।

তুলাঃ অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী

বৃশ্চিকঃ কোন সাধুসন্তের কাছ থেকে কোন স্বর্গীয় জ্ঞান আপনাকে শান্তি এবং স্বস্তি দেবে। বাজি বা জুয়া খেলায় যারা তাদের অর্থ ব্যয় করেছিল তারা আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। আর্থিক উন্নতি

ধনুঃজাতক জাতিকাদের সামাজিক জীবনও উজ্জ্বল হবে। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে খুশি করবে। আপনি কোনও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হতে পারেন, যা আপনাকে নতুন শক্তি দেবে।

মকরঃজাতক জাতিকাদের ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর এটি একটি ভাল সুযোগ। তাদের সঙ্গে ছোট ছোট বিষয়গুলি ভাগ করে নিন সম্পর্ককে শক্তিশালী করার চেষ্টা করুন।

কুম্ভঃআজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

মীনঃ আপনি আজ আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখবেন যা আপনাকে সাফল্য এনে দিতে পারে। জমি এবং আর্থিক লেনদেনের জন্য ভালো দিন। বিবাহের যোগ হতে পারে। সন্তান হতে পারে আজকে। অর্থের উন্নতি

আবহাওয়া

আগামী ৯-১০ মার্চ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় হতে পারে হালকা বৃষ্টি। কয়েক জেলায় আবার বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বৃষ্টির জন্য তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না রাজ্যে। তাপমাত্রার পারদ ওঠানামা করবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়ায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।এরপর মঙ্গলবারও দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে কমবে বৃষ্টি। ওই দিন দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুরে হালকা বৃষ্টি সম্ভাবনা রয়েছে রবিবার। বৃষ্টি হলেও, আপাতত রাজ্যের কোনও জেলাতেই তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৯ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪শত করা এবং সর্বনিম্ন ৪২ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং ০৮ রাত ৫৫টা । **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪২মিনিটে হতে পারে।

পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 96 Sunday, 8 March, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৯৬ সংখ্যা ❋ ২৩ ফাল্গুন ১৪৩২, রবিবার, ৮ মার্চ ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বিহার ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা নিয়ে নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হবে?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ মার্চঃ বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি বদল করা হয়েছে রাজ্যপাল। এরই মাঝে জল্পনা তৈরি হয়েছে, বিহার এবং বাংলার একাংশ ভেঙে একটি নয়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। এরই মাঝে আবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি বিহারের সীমাঞ্চল সফরে গিয়েছিলেন। এই সময় তিনি বিহারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে কয়েকদফা বৈঠক করেন। এরই সঙ্গে রাজ্যপাল বদল মিলিয়ে নয়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জল্পনা তুঙ্গে ওঠে। এই নিয়ে এবার মুখ খুলল কেন্দ্রীয় সরকার। দাবি করা হচ্ছিল, বিহারের কয়েকটি জেলা ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের জেলাগুলিকে একত্রিত করে নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের প্রস্তুতি চলছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই জল্পনাকে আরও উস্কে দিয়েছিলেন। তিনি সম্প্রতি বলেছিলেন, কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বাংলাকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই জল্পনা সম্পর্কে অবস্থান স্পষ্ট করেছে। পিআইবি ফ্যাক্ট চেক এই জল্পনাকে পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছে। এটিকে নিছক গুজব বলে অভিহিত করেছেন। বিহারের সীমাঞ্চল অঞ্চল (পূর্ণিয়া, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, আরারিয়া) এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলিকে (মালদহ, উত্তর দিনাজপুর এবং শিলিগুড়ি করিডোর) সংযুক্ত করে একটি নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করা হবে বলে জল্পনা চলছে। পিআইবি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের কোনও প্রস্তাব ভারত সরকারের বিবেচনাধীন নেই। এটা একেবারেই গুজব। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা কোনও সরকারী সংস্থা এই ধরনের কোনও পরিকল্পনার বিষয়ে নিশ্চিত করেনি। সরকার নাগরিকদের পরামর্শ দিয়েছে যে তারা যেন যাচাই না করে এই সব দাবিতে বিশ্বাস না করে। এছাড়া স্পর্শকাতর সংবাদ অন্য কাউকে জানানোর আগে যাতে তারা তা যাচাই করে নেন। তা না হলে আঞ্চলিক অনুভূতি বা রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়তে পারে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি বিহারের সীমাঞ্চল ও উত্তরবঙ্গ সফর করলে এই গুজব আরও জোরদার হয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অনুপ্রবেশ ও মাদক চোরাচালান রুখতে সীমান্তবর্তী জেলাগুলির জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। একই সঙ্গে শিলিগুড়ি করিডোর রক্ষার জন্য সম্প্রতি কিষাণগঞ্জ ও পশ্চিমবঙ্গে নতুন পোস্ট স্থাপন করেছে ভারতীয় সেনা। এদিকে উত্তরবঙ্গকে আলাদা একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার দাবি বহুদিনের। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ ভোটের আগে জল্পনা তৈরি হয় নয়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে।

ওম বিড়লার অপসারণের প্রস্তাবে সই করবে তৃণমূল

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ মার্চঃ বাজেট অধিবেশনের শুরু থেকেই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগে সরব হয়েছে কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের একাংশ। তাঁর বিরুদ্ধে অপসারণ প্রস্তাবের নোটিসও পেশ করেছে বিরোধী শিবির। সূত্রের খবর, এ বার দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই নোটিসে স্বাক্ষর করবেন তৃণমূল সাংসদরাও। আগামী সোমবার এই নিয়ে ভোটাভুটি হওয়ার সম্ভাবনা। সোমবার থেকে শুরু হতে চলেছে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব। ইতিমধ্যেই অধিবেশনের প্রথম তিন দিন দলীয় সাংসদদের উপস্থিত থাকতে হুইপ জারি করেছে বিজেপি এবং কংগ্রেস। রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, দ্বিতীয় পর্বের শুরুতেই ওম বিড়লার অপসারণ নিয়ে আলোচনা এবং ভোটাভুটির আয়োজন করতে পারে সরকার পক্ষ। উল্লেখ্য, বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্বেই ওম বিড়লার অপসারণের দাবিতে নোটিস জমা দিয়েছিল বিরোধীরা। তবে সেই সময়ে অপসারণ প্রস্তাবে সই করেনি তৃণমূল। এই প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তৃণমূল সুযোগ দেওয়ায় বিশ্বাসী। অভিষেকের কথায়, ''আপনি ভুল করলে, আপনাকে তো সুযোগ দিতে হবে। না হলে বিজেপি আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য কী থাকল? উপরাষ্ট্রপতি কথা শুনছেন না বলে এক ঝটকায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা ওদের মতো নই।''

‘বোসকে কেন সরানো হয়েছে আমি সব জানি’

ধরনা মঞ্চ থেকেই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মার্চঃ ‘সিভি আনন্দ বোসকে কেন সরানো হয়েছে আমি সব জানি।’ মেট্রো চ্যানেলের ধরনা মঞ্চ থেকে রাজ্যপাল বদল নিয়ে ফের একবার কেন্দ্রের তুলোধনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে আক্রমণ শানালেন নয়া রাজ্যপালের বিরুদ্ধেও। খানিক হুঙ্কারের সুরেই স্পষ্ট বললেন, ''তামিলনাড়ুতে যা করেছেন করেছেন, বাংলা কিন্তু অন্য।'' একযোগে করলেন বেশ কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য। তা নিয়েই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন চাপানউতোর। রাজ্যপাল বদল নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপের পর তোপ দাগতে গিয়ে মনে করালেন ধনখড় পর্বের কথাও। টেনে আনেন একেবারে মহম্মদ বিন তুঘলককেও। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ''কাউকে মেয়াদ শেষ করতে দিচ্ছে না। ধনখড়কে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি করা হল। তারপর নজরবন্দি। অজিত পাওয়ারের কেসে বলেছিলাম ভাল করে তদন্ত করা উচিত। দিল্লিতে এখন যাঁরা বসে আছে তাঁরা তো মহম্মদ বিন তুঘলকের জ্যাঠার জ্যাঠামশাই।'' এরপরই নতুন রাজ্যপালের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, ''সিভি আনন্দ বোসকে কেন সরানো হয়েছে আমি সব জানি। কিন্তু বলব না। ভয় দেখানো হয়েছে, থ্রেট করা হয়েছে। একটু আমি বলতে পারি। অনেকে তো চায় না রাজভবনটা বিজেপির পার্টি অফিস। ওখান থেকে টাকা বিলি হোক। আর যাঁকে নিয়ে এসেছেন তাঁর বিরুদ্ধে আমি যেটা শুনেছি যে তাঁকে সুপ্রিম কোর্টে অনেক কমেন্ট শুনতে হয়েছে যখন তামিলনাড়ুতে ছিলেন। কোনও কাজ করেন না বিজেপি ছাড়া। বিজেপির প্যারেড করা ক্যাডার। তামিলনাড়ুতে যা করেছেন করেছেন, বাংলা কিন্তু অন্য।'' অন্যদিকে মমতার দাবি, বঙ্গভঙ্গের চেষ্টা করছে বিজেপি। কিন্তু তৃণমূল যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বাংলার গায়ে কেউ একটাও আছড় কাটতে পারবে না। এদিন ধরনা মঞ্চ থেকে বলেন, ''কালকে আমি

একটা টুইট দেখলাম। কেউ বলছে বাংলা, বিহার ভাগ করে নাকি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করবে! ওদের ধান্দাবাজি হচ্ছে বাংলাকে ভাগ করার। আবার একটা বঙ্গভঙ্গ করার চেষ্টা করছে। বিহারকে একবার ভাগ করেছে। ঝাড়খণ্ড আলাদা করেছে। এবার ফের বিহারকে ভাগ করার চেষ্টা হচ্ছে।'' এদিন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে তোপের পর তোপ দাগতে দেখা গেল মমতাকে। রীতিমতো হুঙ্কারের সুরে বললেন, ''গতকাল ৬০ টাকা গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। তার আগে তিনদিন আগে ৪৯ টাকা গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। বড় সিলিন্ডাররে দাম ২১০০ টাকা হয়ে গিয়েছে। আর ছোট সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার টাকা হয়ে গিয়েছে। বলছে ২১ দিন আগে থেকে বুক করতে হবে।'' এরপরই একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ''যার বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে যাবে সে কী ২১ দিন রান্না না করে থাকবে? এগুলো আপনাদের আগে মাথায় থাকে না? খাবে কী মানুষের?'' দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ফের একবার রাস্তাতেও নামতে চলেছেন মমতা। ধরনা মঞ্চ থেকে সেই ঘোষণাও করেন। মিছিল হবে একেবারে হাতা-খুন্তি নিয়ে। সমাজ সবস্তরের মহিলাদের মিছিলে আহ্বানও জানাতে দেখা তাঁকে। ধরনা মঞ্চ থেকেই মমতা বলেন, ''কালকে মিছিল হবে। গ্যাস নাই, রান্না নাই। গ্যাস নাই, খাবার নেই। সেই জন্য হাঁড়ি, কড়াই, বাটি, ঘটি, হাতা, খুন্তি দিয়ে প্রতিবাদ মিছিল হবে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে। মানবতাকে পালন করার জন্য কাল মা বোনেরা রাস্তায় নামুন, প্রতিবাদ করুন। প্রয়োজনে কালো শাড়ি পরুন। আর হাতে এইসব রাখবেন। গ্যাসের ওভেনও পারলে কেউ নিয়ে আসবেন। পারলে কাঁচা আনাজও ঝুড়িতে আনবেন।'' এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান কেন্দ্র ভবানীপুরে প্রায় ৪৭ হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। মমতা ও তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি ও কমিশন বৈধ ভোটারদের নাম ‘ভ্যানিশ’ করে দিয়েছে। এদিন নাম বাদ যাওয়া এমন কিছু ভোটারদের সামনে আনেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, ''বিজেপি ও কমিশন নাম ভ্যানিশ করেছে। জনগণকে কাগজ দেখান।'' তারপরই বিজেপি ও কমিশনকে বিঁধে বলেন, ''সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট আধার কার্ড যুক্ত করতে বলেছিল। কিছু করেনি। এটা মাত্র কয়টি উদাহরণ। আরও ভোটার রয়েছে। বিজেপির কথায় কমিশন এই কাজ করেছে।'' এরপরই জনতার দরবারে বিচার চেয়ে তিনি কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, ''জনগনের সামনে প্রমাণপত্র নিয়ে এসেছি। ওরা সুপ্রিম কোর্টের রায় অমান্য করছে। সবার আধার কার্ড আছে। বিজেপি বলছে বলে নাম ভ্যানিশ করছে। ওরা বিজ্ঞাপন দেয় ভোটারদের নিয়েই গণতন্ত্র। তাহলে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে কেন? ভারতের জনগণকে জবাব দিতেই হবে।'' এরপরই বিজেপিকে তুলোধোনা করেন তিনি। অভিযোগ তোলেন নোট বন্দির পর ভোট বন্দি করছে বিজেপি। শুধু তাই নয়, বিজেপি সংবিধান, গণতন্ত্রও বন্দি করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আরও অভিযোগ, কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বাংলায় ভোটে জিততে চাইছে, কিন্তু তা সম্ভব হবে না, বাংলার মানুষ জবাব দেবে হুঙ্কার মমতার।

নির্ধারিত সময়ে ডিএ দেওয়া সম্ভব নয়, সময় চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন রাজ্যের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ মার্চঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া ডিএ দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানাল রাজ্য সরকার। এ বিষয়ে নতুন করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়ে আরও সময় চেয়েছে রাজ্য। আগামী ৩১ ডিসেম্বর-এর আগে বকেয়া ডিএ মেটানো সম্ভব নয় বলে জানানো হয়েছে। রাজ্যের আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এই মুহূর্তে প্রথম কিস্তির ২৫ শতাংশ ডিএ এরিয়ার-সহ দেওয়া সম্ভব নয়। একইসঙ্গে নির্ধারণের ক্ষেত্রেও প্রযুক্তিগত সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে। রাজ্য জানিয়েছে, এআইসিপিআই অনুযায়ী ডিএ নির্ধারণ করা হয়। তবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বেতনের নথি কেবল ২০১৬ সাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে। তার আগের সমস্ত তথ্য খুঁজে বের করতে হাতে লেখা সার্ভিস বুক পরীক্ষা করতে হবে, যা সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। রাজ্যের আবেদনে আরও বলা হয়েছে, বকেয়া ডিএ মেটানো অনেকাংশে নির্ভর করছে রাজ্য বাজেট-এ পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের

উপর। পাশাপাশি সামনে বিধানসভা নির্বাচন থাকায় এত কম সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা কার্যত অসম্ভব বলেও আদালতকে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৬ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, রাজ্যকে প্রথমে ২৫ শতাংশ ডিএ এরিয়ার-সহ দিতে হবে এবং বাকি ৭৫ শতাংশ বকেয়া ৩১ মার্চের মধ্যে মেটাতে হবে। এই নির্দেশের পর থেকেই আন্দোলনে থাকা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চর সদস্যরা সংশয়ে ছিলেন, আদৌ রাজ্য সরকার ডিএ দেবে কি না। সেই নিয়ে তারা একটি স্মারকলিপিও জমা দেয়। যদিও সরাসরি নবান্নে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দিতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পুলিশের মাধ্যমে তা পাঠানো হয়। এর মধ্যেই আবার সুপ্রিম কোর্টে সময় চেয়ে নতুন আবেদন করায় ডিএ নিয়ে জল্পনা আরও বাড়ল বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বাকি ৭৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ ৩১ মার্চ-এর মধ্যে মেটানোর বিষয়টিও বাস্তব পরিস্থিতিতে কঠিন বলে জানানো হয়েছে। রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয়েছে, বর্তমানে ২০০৮ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ের বকেয়া ডিএ পাওয়ার দাবিতে মোট ৩,১৭,৯৫৪ জন সরকারি কর্মী রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের হিসাব যাচাই করে বকেয়া নির্ধারণ করতে সময় লাগবে বলেই দাবি রাজ্যের। এছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ক্ষেত্রেও জটিলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্য জানিয়েছে, সব পেনশনভোগী-র পূর্ণাঙ্গ তথ্য তাদের কাছে নেই। এই ডেটাবেস মূলত কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা সিএজি-র দফতরে সংরক্ষিত রয়েছে। ফলে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতেও অতিরিক্ত সময় লাগবে। হিসাব

রাশিয়ার থেকে তেল আমদানিতে কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই, বার্তা কেন্দ্রের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ মার্চঃ রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য কোনও দেশের অনুমতির প্রয়োজন নেই। জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি, রাশিয়ার থেকে তেল কেনায় ভারতকে সাময়িক ছাড় দিয়েছে আমেরিকা। ৩০ দিনের ছাড় দেওয়া হয়েছে। এরপর থেকেই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে, আমেরিকা কীভাবে ভারতকে তেল কেনায় অনুমতি দিতে পারে? এবার তারই জবাব দিল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও ভারতের জ্বালানি সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে। ভারত তার অপরিশোধিত তেলের উৎসকে ২৭টি থেকে ৪০টি দেশে নিয়ে গিয়েছে। জ্বালানী সরবরাহে একাধিক বিকল্প রুটও নিশ্চিত করা হয়েছে। জাতীয় স্বার্থে, ভারত সবথেকে প্রতিযোগিতামূলক এবং সাশ্রয় হবে এমন যে কোনও জায়গা থেকে তেল কেনে। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, আমেরিকার ৩০ দিনের ছাড়ের ঘোষণার পরই রাশিয়ার থেকে তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে ভারত। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে এই বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে আমেরিকার তরফে। যদিও কেন্দ্র জানিয়েছে, রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য ভারত কোনও দেশের উপর নির্ভর করে না। কোনও দেশের অনুমতির প্রয়োজন নেই। কেন্দ্র একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতেও ভারত রাশিয়ার তেল আমদানি করছে । আর রাশিয়া এখনও ভারতের বৃহত্তম অপরিশোধিত তেল সরবরাহকারী। কেন্দ্র আগেই জানিয়েছে, ভারতের ভান্ডারে ২৫ কোটি ব্যারেলেরও বেশি অপরিশোধিত তেল এবং পেট্রোলিয়াম পণ্য রয়েছে। এখনও সাত বা আট সপ্তাহ পর্যন্ত তা ব্যবহার করতে পারবে ভারত।

‘বিভেদের রাজনীতি করছে’

অভিযোগ তুলে ভোটের আগে তৃণমূলে এলেন বিজেপিকে ‘দ্বিতীয়’ করা মতিউর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মার্চঃ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে আবারও ভাঙন। এবার তৃণমূলে যোগ দিলেন মতিউর রহমান। মালদহের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তথা সমাজসেবী তিনি। তবে রাজনৈতিকভাবে তাঁর গুরুত্ব রয়েছে বৈকি। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে নিজের আসনে বিজেপিকে ভোটের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন মতিউর। শনিবার তৃণমূল ভবনে ব্রাত্য বসু এবং নাদিমুল হকের উপস্থিতিতে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন মতিউর রহমান। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে বিজেপির টিকিটে ভোটে লড়েছিলেন তিনি। কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটিতে বিজেপিকে ভোটের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এদিন শাসক দলে যোগ দিয়েই বিজেপিকে নিশানা করেন মতিউর। বলেন, ''ওরা বিভেদের রাজনীতি করছে। তাই বাধ্য হয়ে দল ছাড়লাম।'' একই সঙ্গে এও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাজ করছেন, সেই একই কাজ

তিনিও করতে চান - গরিবের সেবা। তাই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে এসেছেন। চলতি বছরের রাজ্য বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেস কদিন আগে কার্শিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা যোগ দিয়েছেন। আর তারপর দলের পতাকা ধরেন এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মন। এবার মালদহে ভাঙন ধরল বিজেপিতে। উত্তরবঙ্গ থেকে কার্শিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মাকে দলে টেনেছে তৃণমূল। গত ১৯ তারিখ তৃণমূল ভবনে রাজ্যের দুই মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও শশী পাঁজার উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শাসক দলে নাম লেখান তিনি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কার্শিয়াং কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়ে জয়ী হয়েছিলেন বিষ্ণুপ্রসাদ। সেই বার তিনি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (তামাং)-এর প্রার্থী শেরিং লামা দহলকে ১৫,৫১৫ ভোটে পরাজিত করেন। পরে বিজেপিতে যোগ দেন এবং বিধানসভায় গেরুয়া শিবিরের সদস্য হিসেবেই ছিলেন এতদিন। অন্যদিকে, স্বপ্নার তৃণমূলে যোগ দেওয়ার কারণ নিজেই স্পষ্ট করেন তিনি। বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল স্তর থেকে উঠে এসে আজ বাংলাকে যে জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন তা অন্য রাজ্যের পক্ষে অসম্ভব।'' স্বপ্নার কথায়, বাংলার জন্য যে সমস্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তা দেখেই তিনি তৃণমূলে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। স্বপ্না এও বলেন, তিনি মনে করেন তাঁর জন্য এটা একটা বড় প্ল্যাটফর্ম হবে যাতে তিনি মানুষের জন্য, তাঁদের সেবায় কাজ করতে পারেন।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের জের! একধাক্কায় অনেকটা বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম, বুকিংয়েও বদল

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ মার্চঃ মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আঁচ এবার সরাসরি এসে লাগল আমজনতার রান্নাঘরে। হরমুজ প্রণালী বন্ধ হওয়ার পর থেকেই যে জল্পনা চলছিল, অবশেষে তাতেই সিলমোহর পড়ল। দেশের গ্যাস ও জ্বালানি বাজারে এই যুদ্ধের কোনও প্রভাব পড়বে না বলে মোদি সরকারের তরফে বারবার দাবি করা হলেও, শনিবারের ছবিটা অন্য কথা বলছে। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির সিদ্ধান্তে শনিবার থেকেই সারা দেশে কার্যকর হল রান্নার গ্যাসের নতুন এবং বর্ধিত দর। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন সূত্রে খবর, এক ধাক্কায় ১৪.২ কেজির গার্হস্থ্য এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ানো হয়েছে ৬০ টাকা। পিছিয়ে নেই বাণিজ্যিক গ্যাসও। হোটেল বা রেস্তরাঁয় ব্যবহৃত ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম একলাফে বেড়েছে ১১৫ টাকা। এই জোড়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে শনিবার থেকে কলকাতায় গার্হস্থ্য সিলিন্ডার কিনতে গ্রাহকদের গুনতে হবে ৯৩৯ টাকা। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের জন্য খরচ পড়বে ১,৯৯০ টাকা। মাসের শুরুতেই এই মূল্যবৃদ্ধিতে স্বাভাবিকভাবেই মাথায় হাত মধ্যবিত্তের। রান্নার গ্যাসের দাম বাড়তেই এবার পেট্রল ও ডিজেলের দাম নিয়েও নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। যদিও ভূ-রাজনৈতিক এই অস্থিরতার মাঝেই কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী আগেই আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, দেশের কাছে বর্তমানে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল মজুত রয়েছে। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহলের মতে, যুদ্ধ পরিস্থিতি যদি দ্রুত স্বাভাবিক না হয়, তবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই পেট্রল-ডিজেলের দামেও বড়সড় রদবদল দেখা যেতে পারে। যদিও কেন্দ্র এখনও পর্যন্ত এই আশঙ্কায় সরকারিভাবে কোনও সিলমোহর দেয়নি।

ভারত মহাসাগর কি যুদ্ধজাহাজের কবরস্থান?

আমেরিকার আচরণে ক্ষুব্ধ প্রাক্তন বিদেশ সচিব নিরূপমা রাও

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভারত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশিতে ইরানের যুদ্ধজাহাজ ‘ডেনা’ ডুবে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই আন্দোলিত আন্তর্জাতিক কূটনীতি। ভারতের ঘরোয়া পরিবেশেও তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়েছে। বিশাখাপত্তনম থেকে সামরিক মহড়া শেষে ফেরার সময়েই মার্কিন সাবমেরিন থেকে ছোড়া টর্পেডোর আঘাতে জাহাজের সলিল সমাধি ঘটে। তা নিয়েই এবার গভীর উদ্বেগ করলেন প্রাক্তন বিদেশ সচিব নিরূপমা রাও। তাঁর কার্যত সরাসরি প্রশ্ন, এর পর আমেরিকার প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে তো? কূটনৈতিক কেরিয়ারে নিরূপমা ওয়াশিংটনেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি। তার আগে চিনেও ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। পরে বিদেশ মন্ত্রী হন। এহেন নিরূপমা এদিন পরিশীলিত কূটনৈতিক কথায় মার্কিন আচরণ নিয়ে যে প্রশ্ন তুলেছেন, তা নজর করার মতই। তাঁর কথায়, যুক্তরাষ্ট্রকে তার প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি ও আদর্শের জন্য দীর্ঘদিন ধরে বহু মানুষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে। কিন্তু যুদ্ধের মানবিক মূল্য সম্পর্কে এমন নির্লিপ্ততা দেখা গেলে তা গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। শুধু তা নয়, প্রাক্তন বিদেশ সচিব এও বোঝাতে চেয়েছেন, ক্ষমতা আর শক্তির নেশায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন এখন উন্মত্ত। তারা কোনও আত্মসমালোচনাই করছে না। ফলে সংযম হারিয়ে ফেলেছে। প্রাক্তন বিদেশ সচিবের কথায়, যুদ্ধের এমন কিছু মুহূর্ত থাকে যা কৌশল, শক্তি বা ভূরাজনীতির হিসেবকে ভেদ করে সরাসরি মানবিক দুঃখ-বেদনার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাঁর মতে, ভারত মহাসাগরের গভীরে ইরানের যুদ্ধজাহাজ ডেনা ডুবে যাওয়ার ঘটনাটি তেমনই এক মুহূর্ত-যেখানে যুদ্ধের বাস্তবতা কেবল সামরিক পরিভাষায় আর সীমাবদ্ধ নেই, বরং বহু সংখ্যক মানুষের প্রাণহানির সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। নিরূপমা রাও মনে করিয়ে দিয়েছেন, একটি যুদ্ধজাহাজ মানে শুধু

সামরিক শক্তির প্রতীক নয়। সেখানে থাকে বহু তরুণ নাবিক-যাঁরা নিজেদের দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে, পরিবার থেকে বহু দূরে দায়িত্ব পালন করেন। সেই জাহাজ হঠাৎ করেই গভীর সমুদ্রের অন্ধকারে তলিয়ে গেলে, তা শুধু একটি সামরিক ঘটনা নয়-এ এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিও। প্রাক্তন বিদেশ সচিব লিখেছেন, যুদ্ধের আইনি যুক্তি থাকতে পারে, কৌশলগত ব্যাখ্যাও থাকতে পারে। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে পড়ে যায়-সমুদ্র তো ভূরাজনীতি বোঝে না। সে জানে শুধু নীরবতা। নিরূপমার মতে, ভারত মহাসাগর বরাবরই ইতিহাসে ছিল বাণিজ্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত ও মানুষের আদানপ্রদানের এক উন্মুক্ত পথ। সেই সমুদ্রকে যদি যুদ্ধজাহাজের কবরস্থানে পরিণত হতে দেখা যায়, তা গভীরভাবে ব্যথিত করে। তাঁর কথায়, ''ইরানের একটি যুদ্ধজাহাজ নৌ-মহড়া শেষ করে ফিরছিল, অথচ নিজের উপকূল থেকে এত দূরে এসে এমন পরিণতি-এ যেন অন্য কোনও যুগের যুদ্ধের দৃশ্য।'' নিরূপমা রাও আরও লিখেছেন, ''এই ঘটনার কথা ভাবলে বারবার মনে পড়ে যায় সেই সব পরিবারের কথা, যারা হয়তো প্রিয়জনের ফেরার অপেক্ষায় ছিল। এমন অনেক চিঠি হয়তো আর লেখা হবে না, অনেক গল্প অসম্পূর্ণই থেকে যাবে-সমুদ্রের ঠান্ডা জলের নীচে হারিয়ে যাবে বহু জীবনের স্বপ্ন।'' তাঁর প্রশ্ন, ''এত দূরের সমুদ্রে এত মানুষের প্রাণহানি-তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?'' সেই সঙ্গে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেছেন, ''শক্তি যদি আত্মসমালোচনা ছাড়া প্রয়োগ করা হয়, তবে তা একসময় নৈতিক সংযম হারিয়ে ফেলে। আর তখন যুদ্ধ শুধু কৌশলগত সংঘাত নয়-মানবিক শোকের ইতিহাস হয়ে ওঠে।''

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৯৬ সংখ্যা, রবিবার, ২৩ ফাল্গুন, ১৪৩২

লেখক শংকর

শঙ্কর তার যখনই অনুবাদের কথা বলার জন্য ফোন করতেন, তখনই তিনি নিজেকে মণি শঙ্কর বলে পরিচয় দিতেন, দ্রুত কথোপকথন পরিচালনা করতেন এবং আলোচনা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ফোন কেটে দিতেন। ব্যবসা শেষ হয়ে গেলে ধীরে ধীরে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জন্য ছিল না। ২০শে ফেব্রুয়ারী, ৯২ বছর বয়সে কলকাতায় তাঁর মৃত্যুও একই নিয়ম অনুযায়ী হয়েছিল। বাংলা ভাষা সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক - তাঁর ১৯৬২ সালের উপন্যাস চৌরঙ্গী - ৬০ বছরেরও বেশি সময় পরেও আজ নিয়মিত নতুন সংস্করণ পাওয়া যায় - শঙ্কর বলেছিলেন যে কোনও ঝামেলা বা বিলম্ব ছাড়াই তাঁকে দাহ করা উচিত। সকলকে বলা উচিত ছিল, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। সেই ৯২ বছরের বেশিরভাগ সময়ই শঙ্কর দীর্ঘ গল্প বলতে ভালোবাসতেন। এবং প্রচুর জনপ্রিয় উপন্যাস লেখা সত্ত্বেও যা সমালোচকদের প্রশংসাও পেয়েছে, তিনি কখনও সেগুলির একটিও রচনা করেননি। পিতার অকাল মৃত্যুতে আনুষ্ঠানিক, আশ্রয়হীন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন এবং কিশোর বয়সে পরিবারকে সাহায্য করার জন্য জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, শঙ্কর কাজের সন্ধানে কলকাতার রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছেন, অসংখ্য ব্যক্তির সাথে দেখা করেছেন, কথা বলেছেন এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তিনি যা শুনেছেন তা গল্পে রূপান্তরিত করেছেন যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম পাঠকদের মুগ্ধ করেছে। তাঁর প্রতিটি উপন্যাসই বাস্তব জীবন থেকে এসেছে, এবং তিনি এটি প্রকাশ করতে কোনও দ্বিধা করেননি। উদাহরণস্বরূপ, জনা অরণ্য (দ্য মিডলম্যান) এবং সীমাবদ্ধ (লিমিটেড) এর সাথে লেখা নোটগুলিতে, তিনি স্পষ্টভাবে সেই সূত্রগুলি উল্লেখ করেছেন যারা তাকে এই উপন্যাসগুলির কেন্দ্রবিন্দু ছিল এমন ঘটনাগুলি সম্পর্কে বলেছিলেন। লেখালেখির জীবনের শেষের দিকে, যখন তিনি সেইসব মানুষের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেন যারা তাঁর উপন্যাসে গল্প গেঁথে নিয়ে এসেছিলেন, তখন শঙ্কর স্বামী বিবেকানন্দ থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংসের স্ত্রী (পরবর্তীটির উপর লেখা বইটির নাম ছিল মিস্টার অ্যান্ড মিসেস চ্যাটার্জি) পর্যন্ত বাস্তব জীবনের মানুষদের নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন। কিন্তু এগুলো তাদের আধ্যাত্মিক শক্তির বিবরণ ছিল না - বিপরীতে, তারা তাদের মর্যাদা হ্রাস না করেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বদের রক্তমাংসের মানুষে পরিণত করেছিলেন। চৌরঙ্গীর বাংলা, ইংরেজি এবং ফরাসি সংস্করণ। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬২ সালে। গল্প বলার লোভ সামলাতে না পেরে, শঙ্কর তার বিশ্ব ভ্রমণের কথা ব্যাপকভাবে লিখেছেন, সর্বদা উপাখ্যান এবং অনুনাদী প্রকৃতির জন্য এটি সংগীতপ্রেমীদের কাছে অপরিসীম আলোকিত করেছেন। তার আরেকটি আগ্রহ ছিল খাবার, যার ইতিহাস তিনি তার বইগুলিতে দৃশ্যমান আনন্দের সাথে বর্ণনা করেছেন, বাঙালি জীবনের এমন একটি দিক উপস্থাপন করেছেন যা প্রায়শই সাহিত্যে স্থান পায়নি, এমনকি সাধারণ অস্তিত্বের সুস্বাদু আধিপত্য সত্ত্বেও। সম্ভবত নিজের সংগ্রামের কারণে, শঙ্কর সহজাতভাবেই জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য দরিদ্রদের যাত্রার পক্ষে ছিলেন। নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে, তার নায়করা স্ব-নির্মিত, তাদের কোনও উত্তরাধিকার বা পৃষ্ঠপোষকতা নেই। শঙ্করের সমসাময়িক অনেকেই সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা, শ্রেণী সংগ্রাম এবং ব্যক্তির অস্তিত্ববাদী উদ্বেগ পরীক্ষা করেছিলেন, তার জন্য, জীবন ছিল ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থের জোয়ারের বিরুদ্ধে উজানে ভ্রমণ করা, প্রথমে বেঁচে থাকার দ্বারা সংজ্ঞায়িত সাফল্য অর্জন এবং পরে জয়লাভ করা।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত

শাস্ত্রীয় সংগীতের অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সরোদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় যন্ত্র। এই তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রটি শাস্ত্রীয় সংগীতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেতারের পরেই এর স্থান। সরোদের সুর, গভীরতা, মিষ্টতা এবং অনুনাদী প্রকৃতির জন্য এটি সংগীতপ্রেমীদের কাছে অপরিসীম জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর সুরের ভাঁজ, মীড়ের সুচারু ব্যবহার এবং শাস্ত্রীয় রাগ পরিবেশনে এর অদ্বিতীয় ভূমিকা সরোদের স্থানকে অটুট করে রেখেছে। সরোদের ইতিহাস, এর উৎকৃষ্টতা, এবং এর সংস্কৃতির মধ্যে যেমন একটি দীর্ঘ এবং মর্মস্পর্শী যাত্রা রয়েছে, তেমনি এটি এক চিরন্তন বাদ্যযন্ত্র হিসেবে আজও আধুনিক শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্তর্গত। এর প্রকৃত উৎপত্তি মধ্য এশিয়া এবং আফগানিস্তানের 'রুবাব' নামক বাদ্যযন্ত্র থেকে, তবে এটি ভারতবর্ষের মাটিতে এসে সুশৃঙ্খল রূপে বিকশিত হয়েছে। সরোদ এবং রুবাবের মধ্যে অনেক মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও, ভারতীয় সংস্কৃতিতে সরোদের যে বিশেষত্ব রয়েছে, তা এটিকে একটি আলাদা পরিচিতি এনে দিয়েছে। ১৮ শতকের মাঝামাঝি, মোহাম্মদ হাশমী খান বাঙ্গাস, একজন আফগান সঙ্গীতজ্ঞ, ভারতে এসে রুবাব বাজাতে শুরু করেন। তাঁর নাতি গুলাম আলী খান, গোয়ালিয়রের রাজসভার বাদক, রুবাবের গঠন এবং সুরের পরিবর্তন করে এটি সরোদে রূপান্তরিত করেন। তবে সরোদের আধুনিক রূপ গড়ে ওঠে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-এর হাতে। তিনি এই বাদ্যযন্ত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এর সুর এবং গঠনকে পূর্ণাঙ্গভাবে পরিণত করেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র পর, তাঁর ছেলে আলী আকবর খাঁ, সরোদ বাজানোর দক্ষতা এবং তার নতুন নতুন রূপে এই যন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করেন। তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরী, আমজাদ আলী খান, সরোদের আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমানে, আমজাদ আলী খান এবং তাঁর পরিবার সরোদে যে অবদান রেখেছে, তা সংগীত মহলে একটি স্বর্ণালী অধ্যায় হিসেবে গণ্য হয়। সরোদ একটি তার যুক্ত যন্ত্র, যার স্ট্রিং সংখ্যা ২০ থেকে ২৫ পর্যন্ত হতে পারে। এটি একটি লিউট-সদৃশ যন্ত্র।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

মনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আত্মচিন্তা করতে হবে। আত্ম বিশ্লেষণ করতে হবে। তবেই সঠিক পথের সন্ধান করা সম্ভব হবে। যিনি আত্মবিশ্লেষণ করতে পারেনি তিনি সঠিক পথের সন্ধান পান। সোজা পথ ধরে চলাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। যিনি সোজা পথ ধরে চলেন তিনি কোনও সময়ে বিপদে পড়েন না। তিনি শুদ্ধ আত্মার অধিকারী। আসলে বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। দেশের উন্নতির স্বার্থে এবং নিজের উন্নতির স্বার্থে বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। নিজের স্বার্তে বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে উন্নতি করতে পারলে সমাজ এবং দেশ উন্নতি লাভ করতে পারে এক সঙ্গে

বিবেকানন্দ দর্শন

গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই।

১০২ তম প্রয়াণ দিবস স্মরণে বাংলার তরুণ শহিদ বিপ্লবী সমিতির সদস্য গোপী নাথ সাহা

রবীন্দ্র কুমার শীল

একটি ছেলে প্রায় সময়ে ধূমকেতু অফিসে এসে চুপ করে বসে থাকতেন। প্রথবার যখন ধূমকেতু পত্রিকা অফিসে এসেছিলেন সেই সময়ে এই তরুণ বিপ্লবী বালকটি কবি নজরুল ইসলামকে দেখে নমস্কার করেছিলেন। নজরুল তাঁর নমস্কার গ্রহণ করেন। তিনি কিন্তু তখন বুঝতে পারেনি কী কারণে এই তরুণ বালকটি তাঁকে নমস্কার করে গেলেন। একটু আসছি বলে রাস্তায় বের হয়ে যেতেন। তারপরে আর ফিরতেন না। আবার তার পরদিন ধূমকেতু অফিসে এসে চুপ করে একটি চেয়াবে বসে থাকতেন। নজরুল এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তিনি একবার জানতে পারেননি কী কারণে এই তরুণ বালকটি বারবার ধুমকেতু অফিসে আসছে। চুপ করে বসে থাকছে। আবার বের হয়ে যাচ্ছে। এই রকম প্রায় বেশ ক.কেদিন ধূমকেতু অফিসে এসে বসে ছিলেন। প্রথমবার নজরুল তাকে যে রকম দেখে ছিলেন তারপরে তাঁর চেহারার পরিবর্তন হতে শুরু করলো। কোমল চোখ মুখ ক্রমশ ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হতে শুরু করে দিয়েছে তরুণ বালকটির। নজরুল এই তরুণ বালকটি নিয়ে সেই সময়ে বেশি মাথা ঘামাননি। কত ছেলে তো বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশ উদ্ধার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। তরুণ বয়সে উচ্ছ্বাস বলে ধরে নিয়েছিলেন নজরুল। প্রায় দিন পরে একটি খবর পেয়ে কবি খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি খবর পেলেন যে কলকাতা পুলিশের কমিশনার টার্লস টেগার্টকে মারতে গিয়ে ভুল করে একজন নিরীহ সাবেহকে মেরে ফেলেছে। তাঁকে অনেকটা পুলিশ কর্তা চার্লস টেগার্টের মতো দেখতে ছিল। তার নাম ছিল আর্নেস্ট ডে। একজন ব্যবসায়ী। কলকাতার চৌরঙ্গী ব্যস্ততম স্থান। সেখানে গিয়ে গুলি করে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এই তরুণ বিপ্লবী বালকটি। মাত্র ১৮ বছর বয়স। ১৯২০ দশকে বাংলার বিপ্লবীদের গুপ্ত হত্যার তালিকার শীর্ষে ছিলেন চার্লস টেগার্ট। ১৯০৬ সাল থেকে তিনি নবগঠিত গোয়েন্দা দফতরের প্রধান হিসাবে কাজ শুরু করেন। তবে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড সাহসী। নির্ভীক পুলিশ অফিসার। ১৯২০ সালে তিনি আয়ারল্যাণ্ডেও কাজ করেছেন।

১৯২৬ সালে নাইট উপাধি লাভ করেন। প্রায় তিরিশ বছর ধরে কাজ করেছিলেন। চার্লস টেগার্টকে মারতে আরও বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছিল বিপ্লবীরা। ১৯৩০ সালে তাঁর গাড়ির ওপরে বোমা মেরেছিল। চার্লস টেগার্ট খুবই সতর্ক হয়ে পা ফেলতেন। তিনি যখন কোন পথ ধরে যাবেন তা আগাম কেউ জানতে পারতো না। তিনি যদি বলতেন দক্ষিণে যাব তাহলে তিনি পূর্ব দিকের পথ ধরে যেতেন। তার ফলে তাঁকে বিপ্লবীদের ধরা খুবই মুশকিল ছিল। ১৯১৫ সালে বালেশ্বরে বিপ্লবী বাঘা যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সংঘর্ষ করে হত্যা করেছিলেন চার্লস টেগার্ট। বালেশ্বর যুদ্ধে চারজন বালক প্রাণপণ লড়াই করেছিলেন ইংরেজ সেনাদের বিরুদ্ধে। চৌরঙ্গীতে চার্লস টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা করাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অহিংসা মতবাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিতে শুরু করে। সেই সময়ে কংগ্রেস দলের বহু অহিংসা পুজারিরা এই তরুণ বালককে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাদের মধ্যে একজন ছিলেন। কংগ্রেসে থেকে বিপ্লবীদের সমর্থন করা নিয়ে নেহরু এবং গান্ধির সঙ্গে মতপার্ক্য দেখা দিতে শুরু করে চিত্তরঞ্জন দাসের। মহাত্মা গান্ধি এই হত্যাকাণ্ডের চরম নিন্দা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বোস এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলার কংগ্রেস সদস্যরা কিন্তু গোপীনাথ সাহার পক্ষ অবলম্বন করেন। তার ফলে কংগ্রেসের নমরপন্থীদের দ্বারা চরমপন্থীরা নিন্দিত হতে থাকেন।

১৯০৫ সালে ৭ অক্টোবর গোপীনাথ সাহা জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল বিজয়কৃষ্ণ সাহা। মাতার নাম ছিল সুরবালা সাহা। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু হলে নাবালক গোপীনাথকে বিজয়কৃষ্ণ সাহার পৈতৃত বাড়ি শ্রীরামপুরের অক্সফোর্ড স্ট্রীটে (আধুনা ক্ষেত্রমোহন সাহা স্ট্রিট) চলে আসেন। পোপীনাথ সাহারা ছিলেন চার ভাই। বড়জন শ্যামসুন্দর, মেজ মদনমোহন, গোপীনাথ এবং বিশ্বনাথ। গোপীনাথকে ইউনিয়ন ইন্সটিটিউশনে ভর্তি করে দেওয়া হল। কিন্তু স্কুলে ভর্তি করলে কী হবে তিনি বিপ্লবী কাজে অংশ গ্রহণ করতে এই ধরনীতে উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং তাঁর স্কুলে পড়াশনা আর বেশি দিন হয়নি। স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তিনি দেশের কাজ করতে শুরু করলেন। গুপ্ত সমিতির হয়ে কাজ করতে শুরু করলেন। তাঁকে বিপ্লবী মন্ত্রের দীক্ষিত করেছিলেন তাঁর স্কুলের শিক্ষক দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনি অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষের (মাস্টার মশাই) কাছে গোপীনাথকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন বাংলার বিপ্লবী সমিতির সব সদস্যরাই জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে খুবই শ্রদ্ধা এবং সম্মান দিতে। গোপীনাথ সাহা আবার কলকাতার আর্তত্রাণ সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি আবার বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর যুগান্তর দলের সদস্য ছিলেন। পরিচয় ছিল ভগৎ সিং, শচীন্দ্রনাথ স্যানাল সহ বিপ্লবীদের সঙ্গেও। তখন বাংলার জুড়ে অংশ গুপ্ত সমিতির গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছে। বরাহনগর গোষ্ঠী, মধ্য কলিকাতা গোষ্ঠী, চাঁপাতলা গোষ্ঠী, মলঙ্গা লেন গোষ্ঠী, শিবপুর গোষ্ঠী, চন্দননগর গোষ্ঠী,হাওড়া গোষ্ঠী, মেদিনীপুর গোষ্ঠী। এত গোষ্ঠী তৈরি হলেও কিন্তু সবার মধ্যে মিলমিশ ছিল। প্রয়োজন হলে সবাই সবার কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল না। বাংলা থেকে যখন অরবিন্দ ঘোষ বিপ্লবী আন্দোলন ত্যাগ করে পণ্ডিচেরী চলে গেলেন তখন সেই শূন্য স্থান পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন রাসবিহারী বোস ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)। বাঘা যতীনের কাজ ছিল বাংলা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ইংবেজের সঙ্গে লড়াই করা। কারণ বাংলা তখন ইংরেজদের মূল ঘাঁটি ছিল। আর বাংলার বাইরে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন রাসবিহারী বোস। তবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি রডা কোম্পানি অস্ত্র সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেন বাঘা যতীন। তার থেকে প্রমানিত হয় তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর কাজ ছিল ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সেনাদের কাছ থেকে অস্ত্র এবং ভারতীয় সেনাদের বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা এবং রাস বিহারী বোসের কাজ ছিল বাংলার বাইরে ভারতীয় সেনাদের নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিস্থিতি তৈরি করা। বাংলার এবং বাংলার বাইরে ইংরেজ বিরোধী যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করা একেবারে অসম্ভব ছিল সেটা কিন্তু যতীন্দ্রনাথ এবং রাসবিহারী বোস বুঝতে পারেনি। তার ফলে ওড়িশায় বালেশ্বর যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি। বালাসোরের লোকেরা বিপ্লবীদের ডাকাত বলে মনে করতে শুরু করলো। তারা ইংরেজ সেনাদের সহযোগিতা করতে থাকে। বালেশ্বর যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথ গুরুতর আহত হয়েছিলেন। নরেন ও মনোরঞ্জন আত্মসমপর্ণ করেন। আর জ্যোতিষ পালের দ্বীপান্তর হয়েছিল। পরে বহরপুর জেলে ১৯২৪ সালে ৪ ডিসেম্বর তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। বালেশ্বর যুদ্ধে ইংরেজ সরকারের হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চার্লস টেগার্ট। চার্লস টগার্টকে এবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। গোপীনাথ সাহা যে চার্লস টেগার্টকে মারার জন্য নিয়োজিত হয়েছেন এই খবরটা গুপ্তচর মারফৎ লালবাজারের কাছে আগাম ছিল। তাঁকে প্রশিক্ষণ দেওয়া থেকে শুরু করে সব কিছুই গোপনে তোড়জোড় করতে শুরু করে দিয়েছে সেই খবর রাখতেন চার্লস। শুধু গোপীনাথ সাহাকে গ্রেফতার করার জন্য খবর রোজ লালবাজারে পাঠিয়ে দেওয়া।

বালেশ্বর যুদ্ধে শহিদ যতীন্দ্রনাথের হত্যাকারী চার্লস টেগার্টকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। দায়িত্ব পড়ল গোপীনাথ সাহার ওপরে। তখন পুলিশ কমিশনারের বাড়ি ছিল ২ নম্বর কিড স্ট্রিট। ভোর বেলায় প্রাতঃভ্রমণ করতেন টেগার্ট। ১৯২৪ সালের ১২ জানুয়ারি ভোর বেলায় চৌরঙ্গী এলাকায় টার্লস টেগার্টকে ভেবে গোপীনাথ সাহা ভুল করে আর্নেস্ট ডে'কে হত্যা করে বসলেন। গ্রেফতার হলেন গোপীনাথ। ১৪ জানুয়ারি আদালতে বিচার শুরু হল। আনন্দবাজারে 'চৌরঙ্গী হত্যাকাণ্ড' শিরোনামে মামলার পূর্ব বিররণ প্রকাশিত হল। ১৯২৪ সালের ১ মার্চ গোপীনাথের ফাঁসি দিন ধার্য করা হল। সুভাষচন্দ্র বোস তখন সেখানে উপস্থিত।

ইসরায়েলের গোপন শক্তিশালী ক্ষেপনাস্ত্রে খামেনেই নিহত

দেবেন্দ্র নাথ সরকার

মহাকাশ থেকে 'নীল চড়ুই'য়ের ঠোকরে ভবলীলা সাঙ্গ খামেনেইয়ের! কী এই যমদণ্ড? সাধারণত যুদ্ধবিমান থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় মিসাইলটি। এরপর ব্যালেস্টিক প্রযুক্তিতে উপরে উঠতে থাকে, নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে উচ্চগতিতে ছুটে আসে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে।

মহাকাশ থেকে 'নীল চড়ুই'য়ের ঠোকরে ভবলীলা সাঙ্গ খামে নেইয়ের! কী এই যমদণ্ড? খামেনেইকে চিরঘুমে পাঠায় ইজরায়েলের মারণাস্ত্র 'ব্লু স্প্যারো'। নাম 'ব্লু স্প্যারো', বাংলায় যার তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'নীল চড়ুই'। ইজরায়েলের ভয়ংকর এই ক্ষেপণাস্ত্রই মহাকাশ থেকে মৃত্যুদূত হয়ে নেমে এসেছিল ইরানের ৩৭ বছরের শাসক খামেনেইয়ের উপর। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মৃত্যু এসে ছোবল মারে আয়াতোল্লা খামেনেইকে। ইরানের মাটিতে ভয়ংকর এই হামলার নেপথ্যে ছিল ইজরা য়েলের সবচেয়ে বিধ্বংসী অস্ত্র 'ব্লু স্প্যারো' বা নীল চড়ুই। 'নীল চড়ুই'য়ের বিশেষত্ব হল, এই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের পর সেটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শেষপ্রান্তে পৌঁছে যায়। এরপর অভিকর্ষের টান ও নিজস্ব জ্বালানির শক্তিতে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সেটি নেমে আসে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। এর গতি এতটাই বেশি যে একে রোখা কার্যত অসম্ভব। যার জেরে এই ক্ষেপ ণাস্ত্রকে বলা হয়ে থাকে 'মিসাইল ফ্রম স্পেস'। ইরানে এই মিসাইল ছোড়াও হয়েছিল একেবারে সময় মেপে, যখন সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করছিলেন খামেনেই। 'ব্লু স্প্যারো' হল অ্যাডভান্স এয়ার টু ল্যান্ড ব্যালেস্টিক মিসাইল। যার পাল্লা ১, ২৪০ মাইল বা প্রায় ২০০০ কিলোমিটার। ক্ষেপণাস্ত্রটি প্রায় ৬.৫ মিটার লম্বা ও প্রায় ১.৯ টন ওজনের।

রিপোর্ট অনুযায়ী, 'ব্লু স্প্যারো' হল অ্যাডভান্স এয়ার টু ল্যান্ড ব্যালেস্টিক মিসাইল। যার পাল্লা ১, ২৪০ মাইল বা প্রায় ২০০০ কিলোমিটার। ক্ষেপণাস্ত্রটি প্রায় ৬.৫ মিটার লম্বা ও প্রায় ১.৯ টন ওজনের। সাধারণত যুদ্ধবিমান থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় মিসাইলটি। এরপর ব্যালেস্টিক প্রযুক্তিতে উপরে উঠতে থাকে, নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে উচ্চগতিতে ছুটে আসে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মিসাইলের বিভিন্ন ধরনের ভাগ রয়েছে ইজরায়েলের হাতে। যার পাল্লা আলাদা আলাদা। যেখানে শত্রুর আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত জোরালো সেখানেও নিরাপদ দূরত্ব থেকে উৎক্ষেপণ করা যায় মিসাইলটি। যার জেরে শত্রু ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণকারী বিমানকে ছুঁতেও পারে না।

পুরাণ অনুযায়ী যমের হাতে থাকে বিধ্বংসী এক দণ্ড। যা তছনছ করে দিতে সক্ষম যে কোনও শত্রুকে। এই অস্ত্রও অনেক যজদণ্ডের মতোই। ইজরায়েল যেমন নির্ভুলভাবে এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল তা প্রমাণ করে তাদের গোয়েন্দা তথ্য, নজরদারি কতখানি নিখুঁত। ২৮শে ফেব্রুয়ারি সকাল ৭.৩০ টার দিকে ইজরায়েলি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান এবং অন্যান্য বিমানকে মিশনে পাঠানো হয়েছিল। প্রায় দুই ঘন্টা পর, এই বিমানগুলি খামেনেই যেখানে মিটিং করছিল সেখানে ব্লু স্প্যারো-সহ প্রায় ৩০টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। যার জেরে একাধিক শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে মৃত্যু হয় ইরানের সুপ্রিম লিডার খামে নেইয়ের।

এদিক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে ইরানকে। তার পরেই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল এবং আমেরিকার সংঘাতে ইতি পড়বে না! সমঝোতার পথ কি খুলবে না! কারণ, ভারত-সহ বেশ কয়েকটি দেশ কূটনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে সংঘাতে ইতি টানার কথা বলেছিল। ইরানের প্রেসিডেন্টও শুক্রবার জানান, কয়েকটি দেশ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিচ্ছে। যদিও সে সব দেশের নাম প্রকাশ করেনি। তার পরেই জল্পনা শুরু হয়েছিল যে, এ বার হয়তো সংঘাতে ইতি পড়তে পারে। কিন্তু তার কয়েক ঘণ্টা পরে ট্রাম্পের মন্তব্যে সেই জল্পনায় জল পড়ল। ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'নিঃশর্ত সমর্পণ না করলে ইরানের সঙ্গে কোনও চুক্তি নয়।' সেখানেই থামেননি ট্রাম্প। তিনি লেখেন, 'তার পরে এবং এক জন মহান গ্রহণযোগ্য নেতা বাছাইয়ের পরে আমরা ও আমাদের দারুণ সাহসী অংশীদার এবং জোটসঙ্গীরা ইরানকে ধ্বংসের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করব। অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী করব, যা আগে কখনও ছিল না।'

ট্রাম্পের এই পোস্টের পরে অনেকেই মনে করছেন, ইরানের সঙ্গে সংঘাত থামাতে এখনই তৎপর নয় আমেরিকা। উল্টে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজগেশকিয়ান সমঝোতার যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তা-ও আপাতত বিশ বাঁও জলে।

ইসরায়েলর, আমেরিকার ইরান যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্ব জড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। ফ্রান্স ইতিমধ্যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। ব্রিটেন যদিও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছে না তবুও তারা কিন্তু আমেরিকাকে সমর্থন করতে শুরু করেছে। রাশিয়া এবং চিন চুপ করে বসে রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নোবেল পাননি বলেই কী ইরান আক্রমণ?

মহেশ মল্লিক

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দিলে কি সত্যিই বিশ্বে শান্তির পথ খুলবে?

বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সব সময়ই বিতর্ক, কূটনীতি এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার এক জটিল সমীকরণের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। নোবেল শান্তি পুরস্কার সেই প্রচেষ্টারই এক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, যা বিশ্বের সামনে এমন ব্যক্তিত্ব বা উদ্যোগকে তুলে ধরে, যাদের কাজ মানবসভ্যতার সংঘাত কমিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কখনও কখনও এমন ধারণাও সামনে আসে যে বিতর্কিত বা শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের এই সম্মান দেওয়া হলে হয়তো তা নতুন এক রাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি করতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে যে আলোচনা শুরু হয়েছে, তা সেই ধরনেরই এক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে;এই ধরনের একটি পদক্ষেপ কি সত্যিই বিশ্ব রাজনীতিতে শান্তির নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে, নাকি তা আরও বড় বিতর্কের কারণ হয়ে উঠবে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যার নাম উচ্চারণ করলেই বিশ্ব রাজনীতিতে তীব্র মতবিরোধের ছবি সামনে আসে। তিনি এমন একজন নেতা, যিনি একই সঙ্গে সমর্থকদের কাছে শক্তিশালী ও স্পষ্টভাষী নেতা হিসেবে পরিচিত, আবার সমালোচকদের কাছে তিনি বিতর্ক ও বিভাজনের প্রতীক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর সময়কাল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নানা ধরনের আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তাঁর নীতিগুলি অনেক সময় প্রচলিত কূটনৈতিক ধারা থেকে আলাদা ছিল এবং সেই কারণেই তাঁর পদক্ষেপগুলি বিশ্বমঞ্চে এক বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল।

এই প্রেক্ষাপটে যখন নোবেল শান্তি পুরস্কারের প্রসঙ্গ ওঠে, তখন তা শুধু ব্যক্তিগত সম্মানের বিষয় থাকে না; বরং তা একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক বার্তাও বহন করে। নোবেল শান্তি পুরস্কার অনেক সময় এমন নেতাদের দেওয়া হয়েছে, যারা দীর্ঘদিনের সংঘাতের মধ্যে শান্তির উদ্যোগ নিয়েছেন অথবা কূটনৈতিকভাবে নতুন পথ তৈরি করেছেন। আবার কখনও কখনও এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এমন ব্যক্তিদের, যাদের প্রচেষ্টা তখনও সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হয়নি, কিন্তু ভবিষ্যতে শান্তির সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে বলে মনে করা হয়েছে।

এই কারণেই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার ধারণাটি অনেকের কাছে কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হতে পারে। বিশ্ব রাজনীতিতে অনেক সময় সম্মান বা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি কোনও নেতার আচরণ বা নীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে। যদি কোনও শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে শান্তির প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়, তাহলে তার ওপর আন্তর্জাতিক প্রত্যাশাও বাড়ে। সেই প্রত্যাশা কখনও কখনও বাস্তব রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকেও প্রভাবিত করতে পারে।

তবে এই যুক্তির বিপরীতে আরেকটি বাস্তবতা রয়েছে। নোবেল শান্তি পুরস্কারের মর্যাদা শুধু রাজনৈতিক কৌশলের ওপর নির্ভর করে না; এটি মূলত একটি নৈতিক স্বীকৃতি। বিশ্বের বহু মানুষ এই পুরস্কারকে এমন একটি সম্মান হিসেবে দেখেন, যা মানবিক মূল্যবোধ, সংলাপ এবং সংঘাত নিরসনের প্রতি প্রকৃত প্রতিশ্রুতির প্রতীক। তাই যদি এই পুরস্কার এমন কোনও ব্যক্তিত্বকে দেওয়া হয়, যার ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে, তাহলে সেই সিদ্ধান্ত নিজেই নতুন বিতর্কের জন্ম দিতে পারে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক জীবনে এমন বহু মুহূর্ত রয়েছে, যা তাঁর সমর্থকদের কাছে শক্তিশালী নেতৃত্বের উদাহরণ, কিন্তু সমালোচকদের কাছে তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কঠোর বা অপ্রচলিত পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়। তাঁর কূটনৈতিক নীতিতে অনেক সময় সরাসরি আলোচনা এবং চাপের কৌশল একসঙ্গে দেখা গেছে। এই পদ্ধতি কখনও কখনও ফলও দিয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রেই তা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

বিশ্ব রাজনীতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা একটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়া। এটি কেবল একটি সিদ্ধান্ত বা একটি সম্মানের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, কূটনৈতিক দক্ষতা, পারস্পরিক আস্থা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। কোনও নেতাকে সম্মান দেওয়া সেই প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে পারে, কিন্তু সেটি নিজে থেকেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

তবুও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রতীকী পদক্ষেপের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কখনও কখনও একটি প্রতীকী স্বীকৃতি রাজনৈতিক আলোচনার নতুন দরজা খুলে দিতে পারে। যদি কোনও বিতর্কিত কিন্তু প্রভাবশালী নেতাকে শান্তির প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়, তাহলে হয়তো তাঁর ওপর আন্তর্জাতিক চাপও বাড়তে পারে যাতে তিনি সেই প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেন।

কিন্তু এই ধরনের কৌশলের একটি বড় ঝুঁকিও রয়েছে। যদি সেই প্রত্যাশা পূরণ না হয়, তাহলে তা কেবল একটি ব্যক্তির নয়, বরং সেই সম্মানের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপরও প্রশ্ন তুলে দিতে পারে। নোবেল শান্তি পুরস্কার বহু দশক ধরে আন্তর্জাতিক নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। সেই প্রতীকের মর্যাদা রক্ষা করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

আরেকটি বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শান্তি কেবল বড় শক্তিধর দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্ন নয়; এটি মানবিক নিরাপত্তা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং বৈশ্বিক সহযোগিতার সঙ্গেও জড়িত। কোনও নেতার ভূমিকা যদি সত্যিই বিশ্বে শান্তির সম্ভাবনা তৈরি করে, তাহলে সেই স্বীকৃতি অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু সেই স্বীকৃতি যদি কেবল রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তার ফলাফল অনিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে।বিশ্ব ইতিহাসে এমন বহু উদাহরণ রয়েছে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্তে বিতর্ক।

আচার্য হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরীর ৭৯ তম জন্মদিবস পালনে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর

বুদ্ধদেব মিশ্র

১লা মার্চ, (রবিবার),২০২৬ আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী'র ৭৯ তম জন্মবার্ষিকী, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া যথাযথ মর্যাদায় পালন করে। মঙ্গলা চরণের মাধ্যমে এবং ধর্মাঙ্কুর মহাবিহারের উপাসিকাবৃন্দ (পরিচালনায় শ্রীমতি সুষমা বড়ুয়া) দ্বারা পরিবেশিত উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

'আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী ৪র্থ স্মৃতি স্মারক স্বর্ণপদক-২০২৬', প্রাদান করা হয় ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র উপসংঘরাজ তথা দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্থিত বেনুবন বৌদ্ধ বিহার অধ্যক্ষ ড. রতনশ্রী মহাথের মহোদয় কে 'আচার্য হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী ৩য় স্মৃতি স্মারক বক্তৃতা-২০২৬', বক্তা ড. তাপস কুমার বড়ুয়া, বিশিষ্ট বিদর্শন শিক্ষক তথা দেশবিদেশের বিভিন্ন সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতার কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি, তাঁর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক তথা জগজ্জ্যোতি'র সম্পাদক ড. সুমনপাল ভিক্ষু।

সভাপতির আসন অলংকৃত করেন, ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা মহামান্য সঙ্ঘরাজ তথা বিদর্শনাচার্য ভদন্ত দিকপাল মহাস্থবির। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সভার সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু চৌধুরী বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেনঃ ড. সত্যব্রত চক্রবর্তী, দি এশিয়াটিক সোসাইটি'র অবসরপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. ঈশ্বর্য বিশ্বাস, ড.বন্দনা মুখার্জি, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, অবসরপ্রাপ্ত গবেষক, শ্রীমতি নন্দিতা মিশ্র চক্রবর্তী, বিশিষ্ট বৌদ্ধ গবেষক এবং লেখিকা, শ্রী জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়,ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পঞ্চম প্রজন্ম এবং বিশিষ্ট কবি। গত বছরগুলির ন্যায় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশশ্রেণী SClass VI to Class XIIV বাঙালি বৌদ্ধ সমাজের আর্থিক রূপে পিছিয়ে অথচ মেধাবী ৫১ জন ছাত্রছাত্রীকে ৭৪,৫০০ টাকা আচার্য এইচ বি চৌধুরী স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু রূপে সঞ্চালনা করেন সহ সম্পাদক ড. সুমিত বড়ুয়া, ধন্যবাদ প্রদান করেন সহ সম্পাদক শ্রীমৎ ভিক্ষু বিশ্বজিৎ।

পরিপূর্ণ কৃপাশরণ হলে সুধী জনের উপস্থিতি সভার কার্যকর্তাদের উৎসাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে নিশ্চিত করে বলাই যায়। গৌতম বুদ্ধের শান্তির বাণী ছড়িয়ে চেষ্টায় রত।

(ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র)

‘মমতাদি আমার ছোটবোন! জানি না, আমার উপর কী রাগ’

বাংলায় এসে আক্ষেপ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ মার্চঃ উত্তরবঙ্গ সফরে এসে রাজ্য প্রশাসন তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কনফারেন্সে যোগ দিয়ে দেশের প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি আক্ষেপের সুরে বলেন, “আমিও বাংলার মেয়ে, অথচ আমাকে বাংলায় আসতেই দেওয়া হয় না। জানি না মমতাদির আমার উপর কেন এত রাগ!” এদিন বাগডোগরা এয়ারপোর্ট অথরিটির মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভিড় ছিল অত্যন্ত কম। অধিকাংশ চেয়ার খালি পড়ে থাকতে দেখে দৃশ্যতই ক্ষুব্ধ হন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, “এটা যে একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, দেখে তো মনেই হচ্ছে না! প্রশাসনের মনে কী চলছিল জানি না। ওরা বলেছিল পর্যাপ্ত জায়গা নেই, কিন্তু এখানে তো ৫ লক্ষ লোক অনায়াসেই ধরে যেত।” এরপরই সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ‘ছোট বোন’ সম্বোধন করে তিনি প্রশ্ন তোলেন তাঁর ‘রাগ’ নিয়ে। যদিও রাষ্ট্রপতি যোগ করেন, তাঁর কোনও ব্যক্তিগত অভিযোগ নেই। অনুষ্ঠানের মঞ্চ

থেকেই এ রাজ্যের আদিবাসী ও সাঁওতাল সমাজের অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেন, “আমার দেখে মনে হচ্ছে না যে আদিবাসী সমাজের মানুষ সরকারি কোনও সুযোগ-সুবিধা ঠিকমতো পান। আদৌ তাঁরা সব সুবিধা পাচ্ছেন কি না, তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।” নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগরে আগে যেখানে অনুষ্ঠানের কথা ছিল, সেখানে অনুমতি দেয়নি রাজ্য প্রশাসন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এদিন সোজাসুজি সেই ফাঁসিদেওয়াতেই পৌঁছে যান। সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তিনি ফের রাজ্যকে নিশানা করে বলেন, “এখানে কয়েক লক্ষ মানুষ শামিল হতে পারতেন। কেন অনুমতি দেওয়া হল না জানি না।” রাষ্ট্রপতির এই সফরকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতর। তাঁর সঙ্গে থাকা দার্জিলিঙের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা সরাসরি রাজ্যে ‘রাষ্ট্রপতি শাসন’ জারির দাবি তোলেন। তিনি অভিযোগ করেন, দেশের রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের কোনও সঠিক ব্যবস্থাপনাই নেই। অন্যদিকে, তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধিকে মঞ্চে দেখা যায়নি। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহ-সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা পাল্টা দাবি করেন, “সঠিক যোগাযোগের অভাব ছিল। আমাদের আগে থেকে কিছুই জানানো হয়নি। মঞ্চ তো কেবল বিজেপির সাংসদ-বিধায়কেরাই আলো করে রইলেন।” যদিও শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, “রাজ্যের তরফে আমি রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাই। ডিএম এবং পুলিশ কমিশনার ছিলেন। এর আগেও প্রণব মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন তাঁকে স্বাগত জানাই। কিন্তু তখন আমি মন্ত্রী ছিলাম নাকি মেয়র খেয়াল নেই। রাজ্যের এই তালিকা রাষ্ট্রপতি ভবন অনুমোদন দিয়েছিল।” অন্যদিকে সভাস্থল নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, “নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণেই সভাস্থল নিয়ে কিছু সমস্যা ছিল।”

শুভেন্দুর সভায় ‘অনুমতি’ দিল না রাজ্য সরকার, পাল্টা আক্রমণ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৭ মার্চঃ ফের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সভা ঘিরে জটিলতা। অভিযোগ, মেখলিগঞ্জে নিয়ম মেনে সভা করার আবেদন জানানো হলেও অনুমতি মেলেনি। তবে, বিজেপির তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনুমতি না মিললেও সভা হবে নির্দিষ্ট স্থানেই। প্রসঙ্গত, শনিবারই রাষ্ট্রপতির সভাস্থল নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। রাজ্য সরকারের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অভিযোগ, রাজ্য সরকার রাষ্ট্রপতির সভাতেই অনুমতি দেয়নি। ইতিমধ্যেই এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে শুভেন্দুর সভাতেও অনুমতি না দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এর আগেও একবার মেখলিগঞ্জের সভাকে কেন্দ্র করে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। আগামী ৯ মার্চ মেখলিগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় বিজেপির

পরিবর্তন যাত্রা। ওইদিন দুপুরেই মেখলিগঞ্জ বিধানসভার হলদিবাড়ি পৌর এলাকার ৩ নং ওয়ার্ডের টমেটো মার্কেট এলাকায় জনসভা করার কথা রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর। নিয়ম মেনে সভা করার অনুমতি চেয়ে ইতিমধ্যে হলদিবাড়ি পৌরসভায় আবেদন করছে বিজেপি। কিন্তু অভিযোগ, পৌরসভার তরফে আবেদনপত্র গ্রহন করা হলেও, সভার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এদিকে, বিজেপির হুঁশিয়ারি, সভা হবেই। ক্ষমতা থাকলে পুলিশ আটকে দেখাক। ইতিমধ্যেই সভার জন্য প্যান্ডেল বাঁধার কাজ শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। সভাকে কেন্দ্র করে শনিবার হলদিবাড়িতে বিশাল বাইক মিছিল করে বিজেপির যুব মোর্চা। মেখলিগঞ্জ থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত বাইক র‍্যালি করা হয়। এদিকে, শুভেন্দুর সভাকে কেন্দ্র করে একটা জটিলতা তৈরি হয়েছে। সেই ইস্যুতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এই বিষয়ে হলদিবাড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌরভ রায় বলেন, হলদিবাড়ি যেহেতু কৃষি প্রধান এলাকা, তাই ওই মার্কেটে প্রচুর কৃষক ফসল বিক্রি করতে আসেন। যদি সভা হয় তাহলে কৃষকদের অসুবিধা হবে। সেই কথা মাথায় রেখে সভার অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিজেপি যুব মোর্চার জেলা সহ সভাপতি জ্যোতি বিকাশ রায় বলেন, “আমরা সভা করব বলে অনুমতি চেয়েছি। সভা হবেই। ক্ষমতা থাকলে পুলিশ আমাদের সভা আটকে দেখাক।” প্রসঙ্গত, এর আগেও মেখলিগঞ্জ বিধানসভার চ্যাংরাবান্ধায় শুভেন্দু অধিকারীর পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা ছিল। ওই সভার অনুমতি না দেওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ থেকে অনুমতি নিয়ে সভা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

প্রোমোটিংয়ের চেষ্টা হচ্ছিল! জমি নিয়ে শরিকি গোলমালের জেরেই কি পাইকপাড়ায় বিস্ফোরণ?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মার্চঃ বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য জুড়ে যখন একের পর এক বিস্ফোরণের ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে, ঠিক সেই সময় শনিবার ভোরে পাইকপাড়ায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। এলাকার একটি ক্লাবঘরে হঠাৎ বিস্ফোরণের পর ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাড়ির একাংশ। বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল যে ক্লাবঘরের টিনের ছাদ উড়ে গিয়ে পাশের একটি ছয়তলা বাড়ির ছাদে গিয়ে পড়ে। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের এলাকায়। ভোরের দিকে আচমকাই প্রবল শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থানীয়রা দেখতে পান ক্লাবঘরের ভেতরে আগুন জ্বলছে এবং ভবনের একটি অংশ ভেঙে পড়েছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকল বাহিনী। দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। কী কারণে এই বিস্ফোরণ ঘটল তা নিয়ে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছেন না তদন্তকারীরা। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, ক্লাবঘরের ভেতরে আগেই বিস্ফোরক মজুত করে রাখা ছিল। বিস্ফোরণের পর সেখানে তল্লাশি চালিয়ে ছয়টি বোমা উদ্ধার করেছে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে দুটি বোতলে তরল পদার্থও উদ্ধার হয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় শুধু ক্লাবঘরই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, আশপাশের বাড়িগুলিতেও তার প্রভাব পড়ে। সামনের একটি বাড়ির জানলার কাচ ভেঙে যায়। এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয়দের মতে, ক্লাবঘরের পিছনের দেওয়ালটি বেশ দুর্বল ছিল। সেই অংশ ভেঙে কেউ ভিতরে ঢুকে বিস্ফোরক রেখে গিয়েছে বলে তাঁদের সন্দেহ। এলাকার অনেকেরই দাবি, ওই ক্লাবের জমি ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই শরিকি বিবাদ রয়েছে। পাশাপাশি সেখানে নির্মাণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা নিয়েও টানাপড়েন চলছে বলে জানা যাচ্ছে। ব্যক্তিগত স্বার্থের জেরে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়ে থাকতে পারে বলেও অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনও নির্দিষ্ট মন্তব্য করেনি পুলিশ। বিস্ফোরণের খবর পাওয়ার প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পরে সেখানে আসে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলও। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, ভোর প্রায় ছটা পনেরো নাগাদ আচমকা প্রবল শব্দে তাঁদের ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে বেরিয়ে এসে তাঁরা দেখতে পান পাশের বাড়ির দিকে আগুনের শিখা উঠছে। প্রথমে এলাকার মানুষই জল ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন।

রঙিন ছবির রহস্য! ফাইনাল লিস্টের ২ লক্ষ নাম দেখে হতবাক সবাই, চিঠি দিল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ৭ মার্চঃ সদ্য প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ভোটারদের রঙিন ছবি! একজন-দু'জনের নয়, দু'লক্ষ ভোটারের রঙিন ছবি দেখা যাচ্ছে চূড়ান্ত তালিকায়। তা দেখে হতবাক বিজেপি নেতৃত্ব। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদহের গাজোলে। এসআইআরের কাজে নিযুক্ত জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এই নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। অনলাইনে আপলোড করা চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় কেন ঢালাও রঙিন ছবি, সেটা বুঝে উঠতে পারছে না গেরুয়া শিবিরের নেতারা। বিষয়টি গোচরে আসতেই সরব হয়েছেন বিজেপি নেতারা। রঙিন ছবির রহস্য জানতে চেয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দফতরে চিঠি পাঠানো হয়েছে বিজেপির তরফে। সেই চিঠিতে মালদহের জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসকের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনের কাছেও একই অভিযোগ জানানো হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের গাজোল বিধানসভা এলাকায়। ২০৬টি বুথেই সমস্ত ভোটারের রঙিন ছবি আপলোড করা হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মণের

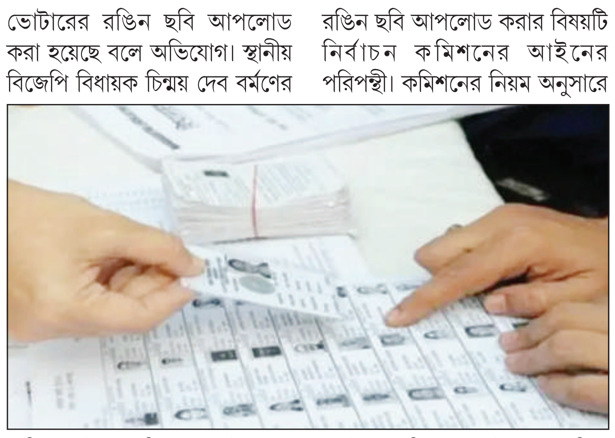

দাবি, ভোটার তালিকায় ভোটারদের রঙিন ছবি থাকা বেআইনি। নির্বাচন কমিশনের আইনের পরিপন্থী। এদিন মালদহের গাজোলের বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মণ জানান, বিষয়টি নিয়ে দলেরই এক নেতা মধুসূদন কুণ্ডু জাতীয় ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনে নালিশ করেছেন। বিধায়ক জানান, গাজোল বিধানসভা এলাকায় মোট ২৭৩টি বুথ রয়েছে। তার মধ্যে ২০৬টি বুথেই অনলাইনে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ভোটারদের রঙিন ছবি রয়েছে। তিনি বলেন, “তালিকায় রঙিন ছবি আপলোড করার বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের আইনের পরিপন্থী। কমিশনের নিয়ম অনুসারে ভোটার তালিকায় ভোটারদের রঙিন ছবি প্রকাশ করা যায় না। তবু কেন গাজোলে ঘটেছে এই ঘটনা? নেপথ্যে রহস্যই বা কী রয়েছে?” এ নিয়ে গাজোলের বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মণ স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব হন। বিধায়কের সন্দেহ, কোনও রাজনৈতিক স্বার্থেই স্থানীয় প্রশাসন এই নিয়মবহির্ভূত কাজটি করেছে। রঙিন ছবির রহস্য নিয়ে গাজোলে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপান উতোর। তৃণমূল পরিচালিত গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেনের কটাক্ষ, নির্বাচন কমিশন তো বিজেপির সদর কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে। তবু কেন ওই দলের বিধায়ক নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন? বিহারে যেভাবে কারসাজি করে ভোটে জিতেছে বিজেপি, পশ্চিমবঙ্গেও তাঁরা সেটা করার চেষ্টা করছেন। ইআরও, এআরও'দের পরিচালনা করছে নির্বাচন কমিশন। এই নির্বাচন কমিশন বিজেপির সঙ্গে পুরোপুরি ভাবে যুক্ত রয়েছে। রঙিন ছবির রহস্যটা কি, সেটা বিজেপিই বলতে পারবে।

হঠাৎ অনুব্রতর কণ্ঠে আক্ষেপের সুর!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ৭ মার্চঃ তিনি বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা। তাঁকে ‘বীরভূমের বাঘ’ বলে অভিহিত করেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেই অনুব্রত মণ্ডলের কণ্ঠে আক্ষেপের সুর। তা-ও আবার তৃণমূলের সভায়। দুয়ারে বিধানসভা নির্বাচন। তার

আগে কী হল অনুব্রতর? কী নিয়ে আক্ষেপ করলেন কেষ্ট? গতকাল বোলপুর শহরে তৃণমূলের একটি কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, দুটো কথা বলব। যা বলছেন, তাই করছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যা বলছেন, তিনি তাই করছেন। ভোটটা কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিচ্ছেন না? খারাপ লাগে না? যা বলবেন, তাই করব। তারপরও ভোটের সময় যদি ভোট না দেন, দুঃখ লাগে না? এখানেই না থেমে তিনি বলেন, “আজকে এসআইআর চলছে। কোন দল আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছে? কোন মানুষ আপনাদের কাছে আছে? তৃণমূল সরকার ছাড়া কেউ নেই। এরপর এনআরসি হবে। তখনও আমরা থাকব। তাহলে আমাদের কী অপরাধ? আমরা কী এমন অপরাধ করেছি? ৯৬টা প্রকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালু করেছেন। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, বেকার ভাতা, সবই তো করেছেন। তারপরও ভোট এলে মুখ ফিরিয়ে নেন। কোনও অন্যায় করেছি? আমরা কি কোনও ভুল করেছি? যদি আপনারা বলে দেন, শুধরে নেব। আপনাদের বলে যাচ্ছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে এই পশ্চিমবঙ্গে অন্ধকার নেমে আসবে। ভয়ঙ্কর অন্ধকার। আমি এমএলএ নই, মন্ত্রী নই। আপনাদের মতো একজন কর্মী। আপনাদের কাছে জোড়হাত করে বলছি, এই ভোটে আপনারা আমাদের ভোট দেবেন। যা বলবেন, তাই করব।” কেষ্টর এই আক্ষেপের কারণ বোলপুর শহরে তৃণমূলের ভোটপ্রাপ্তি। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বোলপুরে জয়ী হন তৃণমূলের চন্দ্রনাথ সিনহা। তিনি পেয়েছিলেন ১ লক্ষ ১৬ হাজারের বেশি ভোট। আর দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিজেপির অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় পেয়েছিলেন ৯৪ হাজারের বেশি ভোট। কিন্তু, বোলপুর পৌরসভায় এগিয়ে ছিল বিজেপি। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনেও বোলপুর আসনে জিতেছে তৃণমূল। কিন্তু, লোকসভা নির্বাচনেও বোলপুর শহরে পিছিয়ে থেকে ঘাসফুল শিবির। অনুব্রতর আগে এই নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাও। কেষ্টর এই আক্ষেপ নিয়ে কটাক্ষ করে বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, “ভোটের সময় আপনি চড়াম চড়াম শব্দ শুনিয়েছিলেন ভোটারদের। তাঁদের বাড়ির সামনে উন্নয়নকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। আপনি ভোটারদের নকুলদানা খাইয়ে ভোট দিতে দেননি। তাই, যখনই তাঁরা ভোট দেওয়ার সুযোগ পান, আপনাকে আপনার বুথেই হারান। এবার শুধু আপনার নিজের বুথে নয়, বীরভূমেও হারবেন। বীরভূমের ১৯০০ বুথে তৃণমূল হারবে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। তাই, কাকুতি-মিনতি করছেন।” তৃণমূলকে কটাক্ষ করছে সিপিএম-ও। তাদের বক্তব্য, “মানুষের তৃণমূলের ভাঁওতা ধরে ফেলেছে। তাই এখন তাদের নেতারা কাকুতি-মিনতি করছেন।”

TENDER NOTICE

Tender has been floated for 05 (Five) nos. work under Rajnagar Gram Panchayat under Kaliachak-II Dev. Block, Malda

1. e-NIT: 06(e)/RGP/2025-26
Memo No: 10/RGP/25,
Dated: 06/03/2026

Bonafied Contractor are requested to contract Office Notice Board for details.

Sd/- **Pradhan**
Rajnagar Gram Panchayat, Malda

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **(ক) টেন্ডার নং.ঃ ইএল/১৬০৭এ। (খ) কাজের নামঃ** অ্যাডমিন বিল্ডিং, কেজিএইচ, ওয়ার্কস্ অফিস এবং অন্যান্য বিল্ডিংয়ে এয়ার কন্ডিশনিং মেশিন/রেফ্রিজারেটরের জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। (বছর–২০২৬-২৮)। **(গ) চুক্তির প্রকারঃ** কাজ। **(ঘ) টেন্ডার মূল্য (জিএসটি সহ) (টাকা)ঃ ৬৯,০৩,৬২৭.৩৩ টাকা** (উনসত্তর লক্ষ তিন হাজার ছয়শো সাতাশ টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা মাত্র)। **(ঙ) টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টাকা)ঃ** প্রযোজ্য নয়। **(চ) বায়নামূল্য (টাকা)ঃ ১,৩৮,১০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার একশো টাকা মাত্র)। **(ছ) সম্পূর্ণ করার সময়সীমা (মাসে)ঃ** ৩৬ (ছত্রিশ মাস)। **(জ) বন্ধের তারিখঃ ২৩/০৩/২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। দ্রষ্টব্যঃ** রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-তে সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।

PR3/307 এসইই/এম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন

আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

এসএন্ডটি সংশ্লিষ্ট কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/৬০, তারিখঃ ০৩-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র.নং. ১। ই-টেন্ডার নং.ঃ এপি-এসটি-৬০-২০২৫-২৬; কাজের নামঃ** রাণী নগর জলপাইগুড়ি-চৌতারা- ১০টি স্টেশন-এর জন্য ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এর ব্যবস্থা (এসএন্ডটি সংশ্লিষ্ট কাজ)। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ৫৯,২৮,৫২৫/- টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ১,১৮,৬০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ৩০-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ৩০-০৩-২০২৬ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

eTender Notice No.: SGP/09/15th CFC/2025-26, ID No.: 2026_ZPHD_1017442_1 Dated: 07/03/2026
eTender Notice No.: SGP/09/15th CFC/2025-26, ID No.: 2026_ZPHD_1017442_2 Dated: 07/03/2026

e-Tender is hereby invited by the Prodhan, Sribati Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the e-Tender **from 07/03/2026 to 14/03/2026,** For further details visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Prodhan**
Sribati Gram Panchayat

বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/১৩_২০২৬/কে/১৭৪৪, তারিখ: ২৭-০২-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং. ঃ ১৩_২০২৬; কাজের নাম ঃ** (ক) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ “(i) শিলিগুড়ি শহরে:- সার্কুলেটিং এরিয়া, পিএফ সারফেস, পিপি শেড ইত্যাদির উন্নয়ন সহ পুরাতন স্টেশন ভবনের সংস্কার। (ii) শিলিগুড়ি শহরে:- এনজি এবং বিজি সাইড সহ ১৪৫০ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। (iii) ২০০০০ লিটার ধারণক্ষমতার ওভারহেড ট্যাঙ্ক সহ জল সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্কার। (iv) শিলিগুড়ি শহরে:- পুরাতন স্টেশন ভবনের কাছে ৩০০/২০০ মিমি ব্যাস এবং আইআরপি সহ গভীর নলকূপের ব্যবস্থা।” (খ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ “ঠাকুরগঞ্জ থেকে নকশালবাড়িতে-এসএসই/ডব্লিউ/ঠাকুরগঞ্জ-এর এখতিয়ারের অধীনে ২০০/৩০০ মিমি ব্যাস এবং ১০০০০০ লিটার ক্ষমতার ওভারহেড ওয়াটার স্টোরেজ ট্যাঙ্কের ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা”। (গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ “এ অ্যান্ড বি ক্যাটাগরি স্টেশনের (জোগবানি, আরারিয়া কোর্ট, ফোর্বসগঞ্জ এবং ডালখোলা) মেইনলাইন পয়েন্ট এবং ক্রসিংগুলিতে ইয়ার্ডে সিসিটিভি কভারেজের ব্যবস্থা”। **টেন্ডার মূল্য:** ৫৩,৫৫,০৫৩/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,০৭,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ এবং সময় **২৪-০৩-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **টেন্ডার খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নোটিশ

আমি অক্ষয় ইঞ্জিনিয়ারিং এর পক্ষে প্রোপাইটর শিবশঙ্কর শিকদার, পিতা স্বর্গীয় বিনোদ রঞ্জন শিকদার, নিবাস ১৭/বি, বোস পাড়া রোড, কলকাতা-৭০০০০৮। I-050105159 (DSR-1 হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) নং দলিল দ্বারা বাইগাছি মৌজায় J.L NO - 12, L.R-50 ও 51 নং দাগে এবং ১৬২ ও ১৬৩ নং খতিয়ানে মোট ১০.২৭ শতক সম্পত্তি আমি অনিমা চৌধুরী (স্বামী-তপন চৌধুরী) এর পক্ষে আমমোক্তার (পাওয়ার নং ৩৬৬৮/২৪, ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) ও লীলা সীট (স্বামী-রতিকান্ত সীট) এর পক্ষে আমমোক্তার (পাওয়ার নং ৩৬৬৫, ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) শ্যামসুন্দর গোলুই (পিতা স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ গোলুই) এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া ভোগদখল করিতেছি। উক্ত সম্পত্তির নাম পত্তনের জন্য B.L & L.R.O-ডোমজুড় অফিসে আবেদন করিয়াছি। তাহা সকলকে অবগত করাইলাম।

নোটিশ

আমার মক্কেল রামবতী দেবী, পিতা-চন্দ্রমা রায় গত ১৬.০৭.২০২২ তারিখে হাওড়া A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-10672 (বুক নং) নম্বর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নী বা আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী তপন মন্ডল, পিতা-নরেন্দ্রনাথ মন্ডল-এর নিকট হইতে বালী মৌজায় হাল 19901 নম্বর দাগে হাল 8390, 20349 নম্বর খতিয়ানে 33 শতক পরিমিত জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারো যদি কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা B.L. & L.R.O অফিসে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

আইনি নোটিশ

এটি জানানো যাচ্ছে যে অ্যাক্সিস ব্যাংক লিমিটেড (“ব্যাংক”) কর্তৃক শ্রী (অভিজিৎ বিশ্বাস ইএমপি আইডি ৩৯০৭৬)-কে জারি করা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (“পিওএ”) তারিখ (১৩ মে, ২০২৫) তারিখে (কলকাতা - পশ্চিমবঙ্গ) হারিয়ে গেছে। এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে (১৩ মে, ২০২৫) থেকে কার্যকরভাবে উল্লিখিত পিওএ-এর যেকোনো অপব্যবহার ব্যাঙ্কের উপর বাধ্যতামূলক হবে না এবং যাদের কাছে পিওএ আছে তাদের এটি অ্যাক্সিস ব্যাংক, কর্পোরেট অফিসঃ ৭ম তল, বিবিও বিভাগ, অ্যাক্সিস হাউস, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পি.বি. মার্গ, ওরলি, মুম্বাই-৪০০০২৫-এ ফেরত দিতে হবে।

১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ভারতীয় সেনা অগ্নিপথ প্রকল্প এবং নিয়মিত ক্যাডার নিবন্ধন

১. ভারতীয় সেনা অগ্নিপথ প্রকল্প এবং নিয়মিত ক্যাডারের জন্য ২০২৬-২৭ সালের নিয়োগ বছরের জন্য অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার (CEE) জন্য নিবন্ধন **১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০১ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত** শুরু হয়েছে। যোগ্য প্রার্থীরা **www.joinindianarmy.nic.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। নিবন্ধন এবং আবেদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার ভিডিও ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

২. প্রার্থীদের প্রথমে একটি অনলাইন সিইই -তে অংশগ্রহণ করতে হবে, যা একটি কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে। অনলাইন সিইই- তে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রার্থীকে ২৫০ /- টাকা পরীক্ষার ফি দিতে হবে। অনলাইন সিইই ২০২৬ সালের জুন মাসে নির্ধারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অনলাইন সিইই-এর জন্য নির্ধারিত তারিখগুলি পরে ঘোষণা করা হবে। অনুগ্রহ করে **www.joinindianarmy.nic.in** দেখুন।

৩. কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, হাওড়া, কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং সিকিমের অগ্নিবীর জিডি (মহিলা সামরিক পুলিশ) জেলার প্রার্থীরা কলকাতার রিক্রুটিং অফিস (সদর দপ্তর) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। **যোগাযোগ নম্বর ০৩৩২২২৩৬৮৮১।**

Office of The Prodhan
BAHUTALI GRAM PANCHAYAT
P.O-Bahutali, Block-Suti-I, Dist-Murshidabad, West Bengal
E-N.I.T.NO: 15/BGP/2025-2026. Memo No: 318/BGP, DATE-06.03.2026, 1. Start date of downloading of documents (Online) - **06.03.2026 up to 6.00 pm**. 2. Last date of dropping of tender paper:- **12.03.2026 up to 6:00 pm.** 3. Date of Technical opening online tender paper:- **14.03.2026 upto 6.00 pm.**
Sd/- Prodhan
Bahutali Gram Panchayat

CHANDITALA-I PANCHAYAT SAMITY
MASHAT, HOOGHLY
Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website.
NIT No: 29-PS/Ch-I/2025-26
Date: 05.03.2026
E-Tender ID: 2026_ZPHD_1018767_1
NIT No: 30-PS/Ch-I/2025-26
Date: 05.03.2026
E-Tender ID: 2026_ZPHD_1018408_1 to 2026_ZPHD_1018408_2
For details Pl. contact Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Ex. Engr. (Civil), Br-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work :-
NIT No. : KMC/XV/139/145/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of work **: Construction of new covered surface drain with concrete passage near Premises No.V-249, V-251 etc. Kankhuly Road,Ward-139, Br-XV, under KMC Uttaran Services.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs. 4,98,118.32.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 90 Days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online) **: 10.03.2026 - 12 noon.** Documents download/sell start date (online) **: 10.03.2026 - 4 p.m.** Documents download/sell end date (online) **: 21.03.2026 - 4 p.m.** Bid submission start date (online) **: 10.03.2026 - 4 p.m.** Bid submission closing (online) **: 21.03.2026 - 4 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (online) **: 23.03.2026 - 4 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Ex. Engr. (Civil), Br-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/086/25-26 (4th Call)
Name of work **: Maintenance of road by laying of Hot Mix on existing B/Top Road inside the New Garia HSG. Co-Op. area in Ward-109, Br-XII, KMC.** Estimated Cost **: Rs.2,10,561.42.** Earnest Money **: Rs.4,500.00.** Period of Completion **: 135 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 16.03.2026 - 1 p.m.** Date and Time of Opening of Bid **: 18.03.2026 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.03.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Ex. Engineer (Civil), Br-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/48/2025-2026/2nd Call
Name of work **: Restoration of road to be disturbed by KMC W/S Dept. at Crouch Lane, Golap Shastry Lane and different places in Ward No.50.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.1,51,290.51.** Earnest Money **: Rs.3,500.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 16.03.2026 - 11 a.m.** Date and Time of opening of Tender **: 18.03.2026 - 11 a.m.**
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/049/02/CK/2026-2027 (3rd Call)
Name of work **: Emergency removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.049, Br-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.1,50,000.00.** Earnest Money **: Rs.3,000.00.** Period of Completion **: 365 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 19.03.2026 - 11 a.m.** Date and Time of opening of Tender **: 23.03.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.03.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1) and 10.03.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in favour of D.G./Civil in two bid system for the following works :-
1. NIT No. : EEC/092/069/25-26/APAS/2ND
Name of work **: Levelling of road surface near Premise No. 63A, 63Z, 63L, 25/3D Selimpur Lane etc. in Ward No.092, Br-X. (Scheme ID - APAS/01/149/211/0003).** Estimated Value (Including GST & CESS) **: Rs.1,75,814.80.** Earnest Money **: Rs.3,600.00.** Time of Completion **: 50 Days.**
2. NIT No. : X/092/101/25-26/APAS/3RD
Name of work **: Levelling of road surface near Premise No. 72/1A, Bank Colony, 3B A.T. Chatterjee Road etc. in Ward No.092, Br-X. (Scheme ID - APAS/01/149/191/0002).** Estimated Value (Including GST & CESS) **: Rs.2,17,182.20.** Earnest Money **: Rs.4,400.00.** Time of Completion **: 50 Days.**
3. NIT No. : X/093/217/25-26/APAS/2ND
Name of work **: Mending of Uttaran Sanitary Latrine near 23, 43, 38, 32, 34, 38/1A, 21, 29 etc. Gobindapur Road in Ward No.093, Br-X (Scheme ID - APAS/160/01/217/0002).** Estimated Value (Including GST & CESS) **: Rs.2,75,956.05.** Earnest Money **: Rs.5,600.00.** Time of Completion **: 45 Days.**
4. NIT No. : X/093/255/25-26/APAS/2ND
Name of work **: Improvement of Asphaltum Road & C.C passages near Prem Nos.5/6, 5/13, 6/1, 7/10 Poddar Nagar etc. in Part No.255, Wd No.093, Br-X. (Scheme ID - APAS/01/160/255/0003).** Estimated Value (Including GST & CESS) **: Rs.3,33,117.58.** Earnest Money **: Rs.6,800.00.** Time of Completion **: 45 Days.**
5. NIT No. : X/093/266/25-26/C/APAS/4TH
Name of work **: Mending of passage near Prem. No.A/1, B/12, A/17, A/6 etc. Katiu Nagar in Ward No.093, Br-X (Scheme ID - APAS/01/160/266/0002).** Estimated Value (Including GST & CESS) **: Rs.1,95,939.62.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Time of Completion **: 45 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid **: 12.03.2026 - 3 p.m. (for Sl.No.1 to 5).** Date and Time of Opening of Bid **: 14.03.2026 - 3 p.m. (for Sl.No. 1 to 5).** The Bid forms and other details are available on and from **07.03.2026 from 3 p.m. (for Sl.No.1 to 5)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 5).**

2370 / 25-26

মহিলাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নের পথে ভারতের যাত্রা

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চঃ নারীর ক্ষমতাযন মানেই মজবুত পরিবার, সমৃদ্ধ সমাজ এবং উন্নত জাতি। এই উপলব্ধি থেকেই গত এক দশকে ভারতে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পরিসর উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত হযেছে। নারী-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে সরকার দক্ষতা, ঋণ, বাজার এবং জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, বিশেষ করে, গ্রামীণ ও বঞ্চিত নারীদের জন্য। লক্ষ্য, ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত, যেখানে প্রতিটি নারী উন্নয়নের সমান অংশীদার। কন্যাদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, কন্যাদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা মানে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সুযোগে যথাযথ বিনিয়োগ। এতে তারা স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এতে শুধু ব্যক্তিগত ভবিষ্য নয়, পরিবার, সমাজ এবং দেশও শক্তিশালী হয়। এই লক্ষ্য পূরণে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উচ্চ সুদ, কর সুবিধা এবং পরিবারের জন্য নির্ভরযোগ্য সঞ্চয়ের সুযোগ প্রদান করে এই প্রকল্প। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা-২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির আওতায় চালু হয়। এটি কন্যা সন্তানের ভবিষ্য সুরক্ষার জন্য একটি সরকারি সঞ্চয় প্রকল্প। অভিভাবকেরা কন্যার শিক্ষা ও বিবাহের জন্য সঞ্চয় করতে পারেন। ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত মোট আমানতের পরিমান ৩.৩৩ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। প্রযুক্তিনির্ভর গ্রামীণ জীবিকার রূপান্তর- গ্রামীণ ভারতে সম্প্রদায়ভিত্তিক শক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সম্পদে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হযেছে। প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবার, বিশেষ করে নারীরা, উদ্যোক্তা ও উৎপাদক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছেন। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা - জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন- গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রধান কর্মসূচি। এই মিশনের সাহায্যে গ্রামীণ নারীদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে সংগঠিত করা হয়। মূল বৈশিষ্ট্য- ব্যাংক সখীঃ ব্যাংক শাখায় প্রশিক্ষিত নারী কর্মী স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সঞ্চয়, লেনদেন ও ঋণ পরিষেবায় সহায়তা করেন। কৃষি সখী ও পশু সখী ঃ কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে নিয়মিত পরামর্শ দেন। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ ও স্যানিটেশন বা স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালিত হয়। নমো ড্রোন দিদি যোজনা- গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতাযনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রের প্রকল্প। নির্বাচিত নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ড্রোন সরবরাহ করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে তরল সার ও কীটনাশক ছিটানোর জন্য ভাড়াভিত্তিক পরিষেবা দেওয়া হয়। এতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং নারীদের জন্য স্থায়ী আয়ের সুযোগ তৈরি হয়। নারী উদ্যোগপতি গড়ে তোলা- নারীরা উদ্যোগপতি হলে পরিবার ও সমাজে স্থিতি ও সুযোগ বাড়ে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে সরকার একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। লাখপতি দিদি প্রকল্প- দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল। এর লক্ষ্য গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। শি-মার্ট- কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ শি-মার্ট উদ্যোগ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় সম্প্রদায়ভিত্তিক খুচরো বিপণন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নারীদের তৈরি পণ্যের বিপণনের জন্য বিশেষ মাধ্যম তৈরি হবে। উওম্যানিয়া উদ্যোগ- বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেসের প্রধান কর্মসূচি। ২০১৯-এর ১৪ জানুয়ারি সালে চালু হয়। নারী পরিচালিত ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সরকারি ক্রয়ে অংশগ্রহণ বাড়ানোই লক্ষ্য। ২০২৬-এর ১৪-১৫ জানুয়ারি জিইএম নারী সমবায় ফোরামের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। সরকারি ক্রয়ে অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রশিক্ষণ, পণ্য তালিকাভুক্তি ও প্রক্রিয়া সহজীকরণে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত দুই লক্ষের বেশি নারী পরিচালিত ক্ষুদ্র উদ্যোগ নিবন্ধিত হয়েছে। মোট ৮০,০০০ কোটির বেশি মূল্যের সরকারি অর্ডার পেয়েছে। মোট অর্ডারের প্রায় ৪.৭ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা-২০১৫-র ৮ এপ্রিল চালু হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা-২০১৪ সালের ২৮ আগস্ট আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জাতীয় মিশন হিসেবে চালু হয়। ব্যাংকবিহীন জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্প-২০২০ সালের জুনে চালু, কোভিড-১৯ মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত পথবিক্রেতাদের জামানতবিহীন কার্যকরী মূলধন ঋণ প্রদান করা হয়।

স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া প্রকল্প- তফসিলি জাতি, তফসিলি জনজাতি ও নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরু করতে সহায়তা প্রদান করে। নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। উপসংহার- ভারতে নারীর উন্নযনের গল্প সঞ্চয় থেকে উদ্যোক্তা হওয়ার পথে এগিয়েছে। ক্ষেত থেকে বাজারে, উপকারভোগী থেকে নেতৃত্বের ভূমিকায় নারীরা এগিয়ে এসেছে। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, নমো ড্রোন দিদি, দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা এবং উওম্যানিয়া উদ্যোগ নারীদের অর্থনৈতিক সুযোগ বিস্তৃত করেছে। ঋণ, প্রযুক্তি, দক্ষতা ও বাজারে প্রবেশাধিকার সহজ হয়েছে। আজ অসংখ্য নারী শুধু উপার্জনকারী নন, তারা উদ্যোগ ও ভবিষ্যতের মালিক। তারা ড্রোন পরিচালনা করছেন, সরকারি সংস্থায় সরবরাহ করছেন, সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং পরিবারের সমৃদ্ধি গড়ে তুলছেন। বিকশিত ভারতের ভিত্তি এখানেই, যেখানে প্রতিটি নারী নিজের সমৃদ্ধির নির্মাতা। নারীর আর্থিক স্বাধীনতা মানেই ভারতের ভবিষ্যৎ শক্তিশালী করা।

এইমস থেকে আইজিএইচ-তরুণ ফার্মাসিস্টদের উদ্যোগে প্রেসক্রিপশন থেকে সম্ভাবনার পথতরুণদের পরিচালনায় জনঔষধি কেন্দ্র -সহমর্মিতার স্বাস্থ্য সেবা

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ ঃ দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এর ব্যস্ত প্রাঙ্গণে স্থিত প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রের অন্দরে নীরবে ঘটে চলেছে রূপান্তরের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দীর্ঘ হাসপাতাল করিডর ও উদ্বিগ্ন রোগীর ভিড়ের মধ্যে তরুণ ফার্মাসিস্টরা ভরসায় পরিণত হয়েছেন। প্রেসক্রিপশনকে তাঁরা পরিবর্তিত করছেন স্বস্তিতে আর চিকিৎসা ব্যয়কে পরিণত করছেন সাশ্রয়ে।এই কেন্দ্র প্রতিদিন প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ জন গ্রাহককে পরিষেবা দেয়। সকালবেলা ভিড় সবচেয়ে বেশি। দীর্ঘ সারি তৈরি হয় ভোর থেকেই। সংগীতা এবং অন্যান্য কর্মীরা, যাদের অধিকাংশই তরুণ, অবিরাম পরিশ্রম করে পরিষেবা নির্বিঘ্ন রাখেন। প্রেসক্রিপশন যাচাই, ওষুধের মজুত ব্যবস্থাপনা, বিল প্রস্তুত করা এবং রোগীদের ধৈর্য ধরে পরামর্শ দেওয়া, সব কাজই দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। কাজের গতি দ্রুত, কিন্তু লক্ষ্য একটাই, সবার জন্য সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা।একই সেবার মনোভাব দেখা যায. তরুণ ফার্মাসিস্ট বরুণ আগরওয়ালের মধ্যেও। সম্প্রতি তিনি ফার্মেসি শিক্ষাক্রম সম্পন্ন করেছেন। অধ্যয়নের সময়ই তিনি জনঔষধি উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন। বর্তমানে তিনি গর্বের সঙ্গে জনঔষধি কেন্দ্রে কাজ করছেন।ইন্দিরা গান্ধী হাসপাতালে অবস্থিত জনঔষধি কেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট পিযূষও এই উদ্যোগের অংশ হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন।

প্রতিদিন এই কেন্দ্রেও প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ জন গ্রাহক পরিষেবা গ্রহণ করেন, যা সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবার প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধমান আস্থার প্রতিফলন। তাঁর কথায়,জনঔষধির অংশ হওয়া মানে শুধু ওষুধ বিতরণ নয়। যে মানুষটি এখানে প্রবেশ করেন তিনি উদ্বেগ নিয়ে আসেন, আর বেরিয়ে যান স্বস্তি নিয়ে। সেই পরিবর্তনই এই কাজকে সত্যিই অর্থবহ করে তোলে। দিল্লিতে প্রায় ৬০০টি জনঔষধি কেন্দ্রের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ কর্মীই তরুণ। এতে স্পষ্ট হয় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে তরুণ প্রজন্ম কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই কেন্দ্রগুলি এমন জায়গা, যেখানে উদ্বেগের জায়গায় আসে আশ্বাস, সাশ্রয়ী চিকিৎসা ফিরিয়ে আনে মর্যাদা, আর তরুণ পেশাজীবীরা তাঁদের কর্মজীবনকে রূপ দেন অর্থবহ জনসেবায়।একজন রোগীর স্বস্তির হাসি এবং এক তরুণ ফার্মাসিস্টের আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে সজীব হয়ে ওঠে জনঔষধি উদ্যোগের প্রকৃত চেতনা, স্বাস্থ্যপরিষেবা, যা আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে আশাও সঞ্চার করে।

বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং রাশমিকা মন্দান্না'র উপস্থিতিতে প্রচার কমিউনিকেশনস-এর মণীভার মোহে'র ভাইরাল ক্যাম্পেইন

মুম্বাই, ৭ মার্চ ঃ বিজয় দেবেরকোন্ডা এবং রশ্মিকা মান্দান্নার ভূমিকায় মাত্র ৭২ ঘন্টার মধ্যে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ৩০০ মিলিযন ভিউ অতিক্রম করেছে.প্রচারণাটি ধারণা করা হয়েছে এবং তিন দিনেরও কম সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে সেলিব্রিটি পোস্ট ৮ মিলিয়ন লাইক এবং ১০০ মিলিয়ন ইনস্টাগ্রাম ভিউ অতিক্রম করেছে। ভারতের বৃহত্তম সেলিব্রিটি-নেতৃত্বাধীন মুহূর্ত বিপণন সক্রিয়করণগুলির মধ্যে একটি মুম্বাই । ৪ মার্চ, ২০২৬ ভারতের একটি শীর্ষস্থানীয় স্বাধীন বিজ্ঞাপন এবং মিডিয়া এজেন্সি প্রচার কমিউনিকেশনস, বিজয় দেবেরকোন্ডা এবং রশ্মিকা মান্দান্নার ভূমিকায় জাতিগত পোশাক ব্র্যান্ড মান্যবর এবং মোহে-এর জন্য একটি সেলিব্রিটি-নেতৃত্বাধীন প্রচারণা পরিচালনা করেছে।

এই প্রচারণাটি ইতিমধ্যেই ৮ মিলিয়নেরও বেশি জৈব লাইক তৈরি করেছে এবং ৭২ ঘন্টার মধ্যে সেলিব্রিটি সহযোগিতা পোস্টে ইনস্টাগ্রামে ১০ কোটি সঞ্চিত ভিউ অতিক্রম করেছে, যা ভারতের বৃহত্তম সেলিব্রিটি-নেতৃত্বাধীন মুহূর্ত বিপণন সক্রিয়করণগুলির মধ্যে একটি। সামগ্রিকভাবে, প্রচারণাটি এখন প্ল্যাটফর্ম জুড়ে ৩০ কোটি ভিউ ছাড়িয়ে গেছে, যা প্রচারের সমন্বিত প্রচারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট স্কেল, পৌঁছনো এবং ভাইরালিটির প্রতিফলন। প্রচারণাটি তিন দিনেরও কম সময়ের মধ্যে কল্পনা করা হয়েছিল এবং চালু করা হয়েছিল, কঠোর গোপনীয়তা বজায় রেখে দ্রুত, আত্মবিশ্বাসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মান্যবরের সাথে প্রচারের দশকব্যাপী অংশীদারিত্বকে কাজে লাগিয়ে। সক্রিয়করণটি ডিজিটাল এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম জুড়ে ৩৬০-ডিগ্রি সমন্বিত রোলআউট বিস্তৃত করেছিল, সিনেমা, প্রিন্ট এবং আউটডোর পরিবর্ধন অনুসরণ করার জন্য সেট করা হয়েছিল, গল্প বলা, তারকা শক্তি এবং ভারতের শীর্ষ বিবাহের মরসুমে প্রভাব সর্বাধিক করার জন্য অত্যন্ত লক্ষ্যবস্তু দর্শকদের অংশগ্রহণকে একত্রিত করে। প্রাথমিক তথ্য নির্দেশ করে যে ২৫ কোটিরও বেশি ব্যবহারকারীর সংখ্যা, প্ল্যাটফর্ম জুড়ে ৭-৮ অংশগ্রহণের হার, যা সেলিব্রিটি-চালিত ব্র্যান্ডেড সহযোগিতার জন্য একটি বিরল মানদণ্ড। প্রচারণাটি ইতিমধ্যে ৮ মিলিয়নেরও বেশি লাইক, ৪ লক্ষেরও বেশি শেয়ার, প্রায় ৬৫,০০০ রিপোস্ট এবং ২৯,৫০০ এরও বেশি মন্তব্য তৈরি করেছে, দৃঢ় দর্শক অংশগ্রহণ এবং ভাইরালিটি প্রদর্শন করে। মুহূর্ত বিপণন সক্রিযকরণ হিসেবে তৈরি এই প্রচারণাটি দর্শকদের প্রত্যাশাকে কাজে লাগিযেছে

দেভেরাকোন্ডা এবং মানন্দান্নার জুটি তৈরি করেছে এবং ভারতের শীর্ষ বিবাহের মরশুমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি সাংস্কৃতিকভাবে অনুরণিত ডিজিটাল পুশ তৈরি করেছে। এই পোস্টটি এখন ভারতে সর্বাধিক পছন্দ করা জৈব ব্র্যান্ডেড সহযোগিতামূলক পোস্টে পরিণত হয়েছে, ৮ মিলিয়ন লাইক অতিক্রম করেছে। প্রচার কমিউনিকেশনসের পরিচালক রক্ষিত জৈন বলেছেন, মাত্র তিন দিনের মধ্যে এই ধরণের প্রচারণা চালানো একটি উচ্চ-স্তরের পারফরম্যান্স পরিচালনা করার মতো মনে হয়েছিল। মান্যবরের সাথে আমাদের দশকব্যাপী সম্পর্ক আমাদের দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য আস্থা এবং স্পষ্টতা দিয়েছে, এবং বিজয় দেবেরকোন্ডা এবং রশ্মিকা মান্দান্নাকে বোর্ডে রাখা আমাদের কল্পনার চেয়েও বেশি উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ অংশগ্রহণ দেখা প্রমাণ করে যে যখন গভীর সহযোগিতা সাহসী এবং চিন্তাশীল বাস্তবায়নের সাথে মিলিত হয়, তখন আপনি একটি সংকুচিত সময়রেখাকে একটি সাংস্কৃতিক মুহূর্তে রূপান্তর করতে পারেন যা সত্যিই অনুরণিত হয়। প্রচারণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে রশ্মিকা মান্দান্না বলেন, মান্যবর মোহে আবেগ এবং গল্প বলার মাধ্যমে বিবাহ উদযাপনের একটি সুন্দর উপায় রেখেছেন। পোশাকগুলি কেবল মার্জিত এবং ফ্যাশনেবলই নয.বরং অবিশ্বাস্য কারুশিল্প এবং বিস্তারিত মনোযোগও প্রদর্শন করে।

বিজয.দেবেরকোন্ডা আরও বলেন, এই প্রচারণাটি আমার কাছে আলাদা কারণ এটি সম্পর্কের আসল শক্তি এবং গতিশীলতাকে ধারণ করে। ধারণা, সঙ্গীত, পোশাক - সবকিছুই এমনভাবে একত্রিত হযেছিল যা সমসাময়িক মনে হলেও ঐতিহ্যের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। রশ্মিকা এবং দলের সাথে সহযোগিতা উজ্জ্বল ছিল, এবং দর্শকদের এত উৎসাহের সাথে প্রতিক্রিয়া দেখানো কতটা প্রভাবশালী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত গল্প বলা যেতে পারে তা আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।

মান্যভারের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বেদান্ত মোদী বলেন, প্রচারের সাথে অংশীদারিত্ব সর্বদা আমাদেরকে মান্যভারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সত্য থাকার সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সীমানা অতিক্রম করার স্বাধীনতা দিয়েছে। এই প্রচারণার জন্য,আমরা আধুনিক বিবাহের শক্তি, মজা এবং আবেগকে ধারণ করতে চেয়েছিলাম এবং বিজয় এবং রশ্মিকার সাথে এমনভাবে জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছিলাম যা খাঁটি মনে হয়। আমাদের ব্র্যান্ড এবং আমাদের দর্শকদের সম্পর্কে প্রচারের গভীর বোধগম্যতা

আমাদের আত্মবিশ্বাসের সাথে সাহসী, সৃজনশীল সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করেছে। এই ধরণের গভীর এবং বিশ্বস্ত অংশীদারিত্বই এই স্তরের একটি প্রচারণাকে সক্ষম করতে পারে। মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে এটিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য, এটিই ছিল একমাত্র দল যা আমরা এই স্তরে কাজ করার জন্য বিশ্বাস করতে পারি। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখায় যে শক্তিশালী সহযোগিতা, চিন্তাশীল গল্প বলা এবং তারকা শক্তির সমন্বয় এমন কিছু তৈরি করতে পারে যা কেবল একটি প্রচারণার বাইরেও অনেক বেশি অনুরণিত হয়। প্রচার কমিউনিকেশনসের পরিচালক বেদাং জৈন বলেন, এক দশকেরও বেশি সময.ধরে মান্যবর এবং মোহেযের সাথে কাজ করা আমাদের জন্য সর্বদা একটি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। এমন একটি ব্র্যান্ডের সাথে যারা ক্রমাগত বিকশিত হতে চায় এবং নিজেকে বাজারের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, এই ধরণের প্রচারণা আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার এবং ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খল সোশ্যাল মিডিয়ার দৃশ্যপটে আলাদাভাবে কথোপকথন তৈরি করার সুযোগ দেয়। রশ্মিকা মান্দান্না এবং বিজয় দেবেরকোন্ডা যখন এই প্রচারণার জন্য একত্রিত হন, তখন ধারণাটি ছিল তাদের চারপাশের বিশাল কৌতূহলকে ব্র্যান্ডের জন্য একটি সাংস্কৃতিক মুহূর্তে রূপান্তরিত করা। এটিকে ভারতে সর্বাধিক পছন্দ করা জৈব ব্র্যান্ডেড সহযোগিতা পোস্টে রূপান্তরিত হতে দেখা অবিশ্বাস্যভাবে সন্তোষজনক এবং মান্যবরের সাথে দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারিত্ব এবং সঠিক কৌশল কী অর্জন করতে পারে তার প্রমাণ। প্রচার কমিউনিকেশন সম্পর্কে ১৯৯৩ সালে রাজেশ জৈন এবং রাকেশ জৈন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, প্রচার কমিউনিকেশনস, যার সদর দপ্তর মুম্বাইতে অবস্থিত, ভারতের একটি শীর্ষস্থানীয় স্বাধীন বিপণন এবং মিডিয়া সংস্থা। গত তিন দশক ধরে, এজেন্সিটি একটি ঐতিহ্যবাহী টেলিভিশন মিডিয়া-কেন্দ্রিক সংস্থা থেকে একটি ডিজিটালভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, বহু-বিষয়ক পাওয়ারহাউসে পরিণত হয়েছে যা আর্থিক পরিষেবা, ভোক্তা ব্র্যান্ড, খুচরা এবং এফএমসিজি সেক্টরে ক্লায়েন্টদের সেবা প্রদান করে। আজ, প্রচার কমিউনিকেশনস ঐতিহ্যবাহী এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিতে সমন্বিত মিডিয়া প্রচারণা সরবরাহ করে, মিডিয়া পরিকল্পনা, মিডিয়া ক্রয়, ডিজিটাল মার্কেটিং, সিনেমা বিজ্ঞাপন এবং বৃহ আকারের সেলিব্রিটি ব্র্যান্ড ইন্টি গ্রেশনে গভীর দক্ষতার সাথে।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে সিউড়ি স্টেশনের বিকাশ

কলকাতা, ৭ মার্চঃ দেশজুড়ে রেলওয়ে স্টেশনগুলির রূপান্তরের জন্য ভারতীয় রেলের ‘ ভারত স্টেশন প্রকল্প’ একটি ব্যাপক উদ্যোগ। এই কর্মসূচির অধীনে, ১,৩০০-এরও বেশি রেলওয়ে স্টেশনকে আধুনিক প্রযুক্তিতে পুনর্গঠিত করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ডিজাইন করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য কেবল স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নত করা নয, বরং যাত্রীদের বিশ্বমানের ট্রানজিট হাবের মতো অভিজ্ঞতা প্রদান করা। এই প্রকল্পটি একটি রূপান্তরকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যা ভারতীয় রেলকে আধুনিকায়নের এক নতুন যুগে নিয়ে যাচ্ছে। এই সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনকে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সজ্জিত করা হচ্ছে। এই পুনর্গঠন স্থানীয় সংস্কৃতি, আঞ্চলিক পরিচয় এবং সমসাময়িক স্থাপত্যের এক সুষম সমন্বয়কে প্রতিফলিত করে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১০১টি রেলওয়ে স্টেশন পুনর্গঠিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে পানাগড়, কল্যাণী ঘোষপাড়া এবং জয়চণ্ডী পাহাড় অমৃত ভারত স্টেশনগুলি পুনর্গঠন করে উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে, পশ্চিমবঙ্গের সিউড়ি স্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সিউড়ি পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। এই স্টেশনটি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ির পরিষেবা প্রদান করে, যা একটি প্রধান কৃষি বাণিজ্য কেন্দদ্র এবং প্রশাসনিক হাব হিসেবে পরিচিত।

ভারতের ডিজিটাল জন পরিকাঠামো

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ ঃ ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো আজ রাষ্ট্র পরিচালনা, লেনদেন এবং জনসেবা প্রদানের পদ্ধতিকে নতুনভাবে রূপ দিচ্ছে। এই পরিবর্তনের ধারায. ভারত কেবলমাত্র ডিজিটাল ব্যবস্থার বড় ব্যবহারকারী থেকে জনসংখ্যার ব্যাপক পরিসরে প্রযোজ্য ডিজিটাল স্থাপত্য নির্মাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতের এই দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর ব্যাপকতা, উন্মুক্ততা এবং সমন্বিত কাঠামো। পরিচয়, পেমেন্ট এবং তথ্য আদানপ্রদান - এই তিনটি ক্ষেত্রকে আন্ত ঃকার্যক্ষম জনপরিকাঠামোর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে, যা কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদান, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং প্রশাসনিক সক্ষমতাকে শক্তিশালী করছে। ভারত অত্যন্ত কম ব্যযে. ১৪০ কোটিরও বেশি মানুষের জন্য ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো নির্মাণ করেছে। এটি একটি উন্মুক্ত ও সহজলভ্য সংযোগ, যা বিধিনিষেধ-ভিত্তিক কাঠামো এবং বহুবিধ অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অর্থনীতিকে আধুনিকীকরণ, প্রশাসনিক সংস্কার এবং মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে সহায়তা করছে। ভারতের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি, উদ্ভাবন এবং আস্থার নীতিগুলি ডিপিআই ব্যবস্থায় বাস্তব রূপ পেয়েছে। জনসংখ্যার ব্যাপক পরিসরে এবং পরিমাপযোগ্য প্রভাবের মাধ্যমে ভারত দেখিয়েছে যে ডিজিটাল ব্যবস্থা.

NAME CHANGE

I, Aminul Dhabak (Old Name) S/o Afchhar Dhabak Residing at Vill - Bara Chupria, P.o - Chupria, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Aminur Dhabak (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-03-2026. Aminul Dhabak (Old Name) and Aminur Dhabak (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, UDAYA SANKER SAHA S/O - LATE HARIPADA SAHA residing at PRANTAPALLY (STATION ROAD) PO - MALDA, P.S - ENGLISH-BAZAR, DIST - MALDA PIN - 732101, do hereby declare that I have changed my name from UDAYA SANKER SAHA (old name) to (new name) UDAYA SANKAR SAHA and henceforth I, shall be known as UDAYA SANKAR SAHA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court on 07/03/2026. UDAYA SANKAR SAHA (new name) & UDAYA SANKER SAHA (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I. JAMIR SHAIKH S/O - AJMAT SEKH residing at VILL & PO - MAHATPUR P.S - CHAPRA, DIST - NADIA PIN -741164, do hereby declare that I have changed my name from JAMIR SHAIKH (old name) to (new name) JAMIRUDDIN SEKH and henceforth I, shall be known as JAMIRUDDIN SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court on 07/03/2026. JAMIRUDDIN SEKH (new name) & JAMIR SHAIKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I RAOSANARA BIBI MONDAL MY DAUGHTER NARSINA MANDAL HER BIRTH CERTIFICATE MY NAME HAS BEEN RECORDED AS RASENA MANDAL AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 12-2-26 I RAOSANARA BIBI MONDAL AND RASENA MANDAL BOTH ARE SAME PERSON R/O VILL BHATGACHHI P.O RANABAND P. S CHAPRA NADIA MY ACTUAL NAME IS RAOSANARA BIBI MONDAL

NAME CHANGE

I RAOSANARA BIBI MONDAL MY DAUGHTER SABIKUNNAHAR KHATUN HER BIRTH CERTIFICATE MY NAME HAS BEEN RECORDED AS ROUSONARA BIBI HUSBAND NAME AS ROHIM MONDAL AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 12-2-26 I RAOSANARA BIBI MONDAL AND ROUSONARA BIBI AND MY HUSBAND RAHIM MONDAL AND ROHIM MONDAL BOTH ARE SAME PERSON R/O VILL BHATGACHHI P.O RANABAND P. S CHAPRA NADIA MY ACTUAL NAME IS RAOSANARA BIBI MONDAL, HUSBAND ACTUL NAME IS RAHIM MONDAL

NAME CHANGE

I, PRADIP DAS S/0-LATE BIJAY KUMAR DAS residing at VILL & PO - SAHAPUR P.S - MALDA, DIST - MALDA PIN -732142 do hereby declare that I have changed my name from PRADIP DAS (old name) to (new name) PRADIP KUMAR DAS and henceforth I, shall be known as PRADIP KUMAR DAS (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court on 07/03/2026. PRADIP KUMAR DAS (new name) & PRADIP DAS (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md. Idris (Old Name) S/o Md. Ikhlaque Residing at 147/H/17, Keshab Chandra Sen Street, District - Kolkata, Pin - 700009, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md. Idrish (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-03-2026. Md. Idris (Old Name) and Md. Idrish (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,NUR NABI S/O - JABED ALI residing at VILL- KALUARI PO - JATRADANGA, P.S - MALDA, DIST - MALDA PIN -732141 do hereby declare that I have changed my name from NUR NABI (old name) to (new name) MD NUR NOBI and henceforth I, shall be known as MD NUR NOBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court on 07/03/2026. MD NUR NOBI (new name) & NUR NABI (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, DEBOLINA DAS W/0-SOUVIK SAHA residing at VILL & PO - SAHAPUR, P.S - MALDA, DIST - MALDA PIN -732142 do hereby declare that I have changed my name from DEBOLINA DAS (old name) to (new name) DEBOLINA DAS SAHA and henceforth I, shall be known as DEBOLINA DAS SAHA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court on 07/03/2026. DEBOLINA DAS SAHA (new name) & DEBOLINA DAS (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, NUR ALAM MANDAL (old name) S/O -ABDUL GANI MANDAL residing at P.O JAGDALA JAMTALA (PAIKPARA) PS-BAMANGOLA DIST-MALDA PIN-732138. West Bengal, do hereby- declare that I have changed My name from NUR ALAM MANDAL (old name) to MD NUR ALAM MANDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as MD NUR ALAM MANDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 07/03/2026. MD NUR ALAM MANDAL (new name) & NUR ALAM MANDAL (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Renuka Roy, W/o Bikash Kumar Roy residing at Vill Ashoknagar Kalyangarh, P.S. Ashoknagar, Dist North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from Renuka Roy to Renuka Roy Talukdar and henceforth I shall be known as Renuka Roy Talukdar in all purpose vide affidavit No.6603 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 27/2/2026. Renuka Roy Talukdar and Renuka Roy both are one and same identical person.

NAME CHANGE

I, Binay Roy, S/o Bikash Kumar Roy residing at Vill Ashoknagar Kalyangarh, P.S. Ashoknagar, Dist North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from Binay Roy to Souvik Roy and henceforth I shall be known as Souvik Roy in all purpose vide affidavit No.6603 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 27/2/2026. Souvik Roy and Binay Roy both are one and same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, শ্রী কার্তিক ঢালী, প্রয়াত পঞ্চানন ঢালীর পুত্র, ঠিকানা গ্রাম-মতিমালা, পোস্ট - অরফুলি (বাগনান), থানা-বাগনান, জেলা-হাওড়া, পিন - ৭১১৩০৩, বয়স প্রায় ৬৬ বছর, ধর্ম-হিন্দু। ২০০2 সালের ভোটার তালিকায় আমার নাম হারাধন ঢালি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল, যা আমার ডাকনাম। আমি ২রা ফেব্রুয়ারী ২০২৬ তারিখে হাওড়ার প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে শপথপত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করেছি যে, আমি শ্রী কার্তিক ঢালি, পুত্র স্বর্গীয় পঞ্চানন ঢালি এবং হারাধন ঢালি উভয়ই একই ব্যক্তি।

ফেব্রুয়ারি মাসে ১১৯১টি রেক আনলোড করে মালবাহী প্রদর্শন অব্যাহত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৭ মার্চঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ তার শক্তিশালী মালবাহী কর্ম প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে, যার ফলে মাল আনলোডিং উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ধারাবাহিক বৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে। এই মাসে মোট ১,১৯১টি মালবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে, যা আগের বছরের একই মাসে ১১৩৭টি রেকের তুলনায় ৪.৭ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাসজুড়ে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে খাদ্যশস্য, সার, সিমেন্ট , কয়লা এবং অন্যান্য সামগ্রী সহ বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল জিনিসপত্রর সুগম পরিবহন নিশ্চিত করেছে। এই কনসাইনমেন্ট গুলি তার এখতিয়ারের বিভিন্ন গুডস শেডে দক্ষতার সাথে হ্যান্ডেল করা হয়, যার ফলে সময়মত সরবরাহ এবং পরিচালনাগত নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত হয়। এই সময়কালে মালবাহী পরিবহনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে সরবরাহ করা হয়। অসমে ৬৫৫টি রেক আনলোড করা হয়, যার মধ্যে ৩০৮টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল, যা পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এবং দৈনন্দিন ভোক্তাদের চাহিদা পূরণে রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতিফলন।। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৮৫টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৭টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ৯টি রেক, মণিপুরে ১৬টি রেক, মেঘালয়ে ১টি রেক ও মিজোরামে ৭টি করে রেক আনলোড করা হয়।

এছাড়াও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২২২টি পণ্যবাহী রেক ও বিহারে ১৭৯টি অত্যাবশ্যকীয় এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর রেক আনলোড করা হয়, যার মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রী উভয় ধরণের জিনিসপত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আন্ত ঃআঞ্চলিক সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও শক্তিশালী করেছে।

প্রয়োজনীয় পণ্য এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পণ্যের পরিবহন, অঞ্চলজুড়ে জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে সমর্থন করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফিল্ড পর্যায়ের ইউনিটগুলির তিক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পণ্য টার্নঅ্যারাউন্ড সময় এবং আনলোডিং দক্ষতা উন্নত করেছে, যার ফলে নির্ভরযোগ্য মালবাহী পরিবহন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে প্রজেক্টর-টিভির হাহাকার

মিঠুন হালদারঃ রবিবার গুজরাটের আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত এবং নিউজিল্যান্ড। দেশের মাটিতে বসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখার জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্ররা আহমেদাবাদে পৌঁছাতে শুরু করেছেন। বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে ফাইনালের সমস্ত টিকিট 'সোল্ড আউট'। সূত্রের খবর, কালোবাজারে ২-৪ হাজার টাকা দামের টিকিট কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে। তবে যাদের পক্ষে বিপুল টাকা খরচ করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখার জন্য আমেদাবাদ যাওয়া সম্ভব নয় তাদের মধ্যে অনেকেই একসঙ্গে পাড়ায় বা ক্লাবে বসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখার জন্য প্রজেক্টর বা বড় টিভি ভাড়া করা শুরু করে দিয়েছেন।

রবিবার পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে আগে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় প্রজেক্টর মেশিন, স্ক্রিন বা বড় এলইডি টিভির চাহিদা এখন তুঙ্গে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফ থেকেও বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনসংযোগ বাড়ানোর একটি মাধ্যম হিসেবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালকে ব্যবহার করা হচ্ছে। একাধিক রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে তাদের কর্মী সমর্থকদের একসঙ্গে বসিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিভিন্ন ক্লাব, রাজনৈতিক দল এবং পাড়ায় একসঙ্গে সকলে বড় টিভি বা প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখার জন্য প্রজেক্টর এবং টিভি ভাড়া করতে থাকায়, এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের পক্ষে সকলের দাবি মেটানো মুশকিল হয়ে উঠেছে। প্রজেক্টর মেশিন এবং টিভির চাহিদা বাড়ায় কিছু ব্যবসায়ী সুযোগ বুঝে ভাড়াও বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলকে রুদ্ধশ্বাস সেমিফাইনালে ভারত হারানোর পরেই মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় প্রজেক্টর এবং টিভি ব্যবসায়ীদের কাছে রবিবারের ফাইনাল ম্যাচের জন্য বুকিং আসতে শুরু করে। সকলের একটাই দাবি, রবিবার সন্ধ্যায় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচ শুরুর আগে ঠিক সময়ে পাড়ার ক্লাবে বা মোড়ে প্রজেক্টরের মেশিন-স্ক্রিন বা বড় টিভি যেন বসে যায়। সকলের চাহিদা সময়মতো মেটানোর জন্যই ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ীরা নাওয়া খাওয়া ভুলে প্রজেক্টর মেশিনগুলো থেকে ধুলো ঝেড়ে সেগুলো ঠিকমত চলছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিচ্ছেন। রবিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন

পাড়ায় বা ক্লাবে সেগুলো লাগানো শুরু হয়ে যাবে। মুর্শিদাবাদের কান্দি থানা এলাকার প্রজেক্টর এবং টিভি সেট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত পার্থসারথি দে বলেন, আমার চারটে প্রজেক্টর মেশিন রয়েছে। তার মধ্যে তিনটি ইতিমধ্যেই 'বুক' হয়ে গিয়েছে। এর পাশাপাশি একাধিক ৫৬ এবং ৫২ ইঞ্চির টিভি বিভিন্ন ক্লাব এবং কয়েকটি পাড়ার তরফে 'বুক' করেছে। তিনি জানান, যে সমস্ত ডেকোরেটারের সঙ্গে আমরা সারা বছর ব্যবসা করি তাদেরকে প্রজেক্টর মেশিন এবং টিভিও দৈনিক ১ হাজার টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়। তবে যারা খেলা দেখার জন্য মাত্র একদিনের জন্য টিভি বা প্রজেক্টর মেশিন ভাড়া নিচ্ছেন তাদের কাছ থেকে আমরা ২০০০ টাকা করে নিচ্ছি। গুজরাটের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ভারতীয় দল যখন খেলবে তখন সুদূর মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর থেকে 'মেন ইন ব্লু'-এর হয়ে গলা ফাটানোর জন্য তৈরি থাকছেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরাও। রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গৌতম ঘোষের উদ্যোগে অজগরপাড়ার মোড়ে ক্রিকেটপ্রেমী দর্শকদের জন্য দু'টি বড় প্রজেক্টর মেশিনে পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গৌতমবাবু বলেন, রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য ইতিমধ্যেই আমাদের দলের তরফ থেকে দু'টি বড় প্রজেক্টর মেশিন কেনা হয়েছে। সেগুলো ব্যবহার করেই তৃণমূল কর্মী সমর্থক এবং ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে রবিবার সন্ধে থেকে আমরা সকলে একসঙ্গে বসে ভারতের হয়ে গলা ফাটাবো। তিনি বলেন, সারা বছর আমরা রাজনীতি করি। কিন্তু সবার আগে আমাদের দেশ। রবিবার সন্ধে থেকে আমরা কোনও কর্মসূচি রাখছি না। ভারতই ফের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতবে। সেই জয়ের সাক্ষী হওয়ার সুযোগ আমরা কেউ ছাড়তে রাজি নই। বহরমপুর শহরের একাধিক ক্লাব এবং পাড়ায় রবিবার সন্ধে থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিনয় বসু নামে বহরমপুর শহরের খাগড়া এলাকার এক বাসিন্দা জানান, ভারতীয় টিম যেভাবে খেলছে তাতে রবিবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল জেতা কেবল সময়ের অপেক্ষা। আমরা আশাবাদী অভিষেক শর্মা নিজের ফর্ম ফাইনালেই ফিরে পাবেন। পাড়ার সমস্ত বাসিন্দাদের নিয়ে আগামীকাল বড় একটি টিভি ভাড়া করা হয়েছে। রবিবার সন্ধে থেকে পাড়ার মোড়ে বসে চপ-মুড়ি খেতে খেতে আমরা সকলে এক সঙ্গে বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখব। পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখানোর জন্য মুর্শিদাবাদের ডোমকল-এর বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্য তজিমউদ্দিন খান। তিনি বলেন, আমি নিজে একজন ক্রীড়া প্রেমী। ভারত বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার পর থেকেই ডোমকলের বিভিন্ন এলাকায় বড় টিভি বা প্রজেক্টর মেশিন ভাড়া করে স্ক্রিনে বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি নিজেও একজন সাধারণ ক্রীড়া প্রেমী এবং ভারত সমর্থক হিসেবে সকলের সঙ্গে বসে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখব।

নারী উদ্যোক্তপতিদের জন্য নতুন দিগন্তের উন্মোচন

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চঃ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি এক নারীর নিষ্ঠা ধীরে ধীরে বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্বে রূপ নিয়েছে। নীতা, একজন স্নাতক, দিল্লির সেক্টর-২০ এলাকায একটি জনঔষধি কেন্দ্রের মালিক। কেন্দ্রটি গত দুই বছর ধরে পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর যাত্রা গৃহিণী থেকে আত্মবিশ্বাসী ও বিশ্বস্ত জনঔষধি মিত্রে পরিণত হওয়ার কাহিনী। কয়েক বছর আগে নীতার শাশুড়ি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে ওষুধের ব্যয়ও অত্যন্ত বেশি ছিল। মানসিক উদ্বেগের সঙ্গে আর্থিক চাপও বাড়ছিল। সেই সময় তিনি জানতে পারেন একই মানের ওষুধ জনঔষধি কেন্দ্রে ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ কম দামে পাওয়া যায়। এই তথ্য তাঁর স্বস্তি ফিরিয়ে আনে। পরিস্থিতি সামলে ওঠার পর তিনি ভাবতে শুরু করেন নিজের এলাকায় একটি জনঔষধি কেন্দ্র খুললে কেমন হয়, যাতে অন্যরাও প্রয়োজনে উপকৃত হন। গত দুই বছরে এই কেঃেদ্রর মাধ্যমে তিনি এলাকার মানুষের কাছে এক বিশ্বস্ত স্বাস্থ্য মিত্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। একজন যোগ্য ফার্মাসিস্ট কেন্দ্রের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করেন। পরিষেবা সুশৃঙ্খলভাবে প্রদান করা হয়। নিজের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে নীতা বলেন, প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ জন মানুষ এই কেন্দ্রে আসেন। অনেকেই অসুস্থতার উদ্বেগ ও চিকিসা ব্যয়ের চিন্তা নিয়ে প্রবেশ করেন। কিন্তু যখন তারা জানতে পারেন ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ সাশ্রয় হচ্ছে, তখনই তাদের মুখের অভিব্যক্তি বদলে যায়। পরিবারের সদস্যদের সেই স্বস্তির মুখ দেখে আমি সবচেয়ে বেশি আনঃদ পাই। গত দুই বছরে বুঝেছি, এটি শুধু ওষুধ বিক্রির কাজ নয়। প্রয়োজনের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, আশা জাগানো এবং মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়াই আসল উদ্দেশ্য। নীতার সাফল্য প্রমাণ করে যে, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি প্রকল্পের উদ্যোক্তা মডেল কেবল জীবিকা সৃষ্টি করছে না, স্থানীয় স্তরে স্বাস্থ্যসেবা-ও শক্তিশালী করছে। পারিবারিক পরিচর্যা থেকে শুরু করে এলাকার সাশ্রযী স্বাস্থ্যসেবার ভরসা হয়ে ওঠা, নীতার যাত্রা আলোকপাত করে যে, সুযোগ, সচেতনতা ও প্রবেশাধিকার মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে। সারা দেশে ১৮,০০০-র বেশি জনঔষধি কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৪৪ শতাংশ, অর্থাৎ, ৮,০০০-র বেশি কেন্দ্র মহিলারা পরিচালনা করেন। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি প্রকল্প সাশ্রয়ী ও উচ্চমানের ওষুধ সরবরাহের পাশাপাশি, নারীদের ক্ষমতায়ন-ও সুদৃঢ় করছে।

'সাগর সংকল্প' আলাপচারিতায় ভারতের সমুদ্র সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যতে সাগরমালা এবং জাহাজ নির্মাণের ভূমিকার কথা জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

কলকাতা, ৭ মার্চঃ কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শ্রী শান্তনু ঠাকুর কলকাতায় গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এবং 'দ্য উইক' পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ন্যাশনাল ম্যারিটাইম ডিফেন্স ডায়ালগ সাগর সংকল্প - ভারতের সমুদ্র সংক্রান্ত গৌরব পুনরুদ্ধার সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। নীতিনির্ধারক, সমুদ্র বিশেষজ্ঞ এবং শিল্প নেতৃবৃঃেদর উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী ' প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতের সামুদ্রিক খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল, বন্দর-ভিত্তিক উন্নয়নের ভিত শক্ত করা এবং বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। শ্রী ঠাকুর বলেন, ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান সমুদ্র-কেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রসারে অপার সুযোগ তৈরি করেছে। ৭,৫০০ কিলোমিটারের বেশি উপকূলরেখা, ১৪,৫০০ কিলোমিটার জলপথ এবং প্রধান বাণিজ্য পথগুলির সংযোগস্থলে কৌশলগত অবস্থানের কারণে ভারত বন্দর-ভিত্তিক শিল্পায়নের সুবিধা নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মন্ত্রী জানান, সাগরমালা প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, লজিস্টিক খরচ কমানো, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রথাগত পরিকাঠামো-নির্ভর পরিবহন ব্যবস্থার পরিবর্তে উপকূলীয় জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ জলপথ নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বাড়ানো।

সাগরমালা প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল-

১। বন্দর আধুনিকীকরণ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন।

২। বন্দর-ভিত্তিক শিল্প ক্লাস্টার গড়ে তোলা।

৩। উপকূলীয় অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

৪। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন।

মন্ত্রী জোর দিয়ে আর-ও বলেন যে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল, পরিকাঠামো খরচ কমিয়ে অর্থনৈতিক প্রভাবকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং একটি দক্ষ লজিস্টিক ইকোসিস্টেম তৈরি করা যা ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সরকারের দীর্ঘমেয়াদী সামুদ্রিক কৌশলের কথা তুলে ধরে শ্রী ঠাকুর বলেন, জাহাজ নির্মাণ শিল্প হবে ভারতের সামুদ্রিক ভবিষ্যতের অন্যতম স্তম্ভ। ' অমৃত কাল ভিশন ২০৪৭'-এর অধীনে সরকার দেশজুড়ে জাহাজ নির্মাণ ক্লাস্টার তৈরির জন্য ৩ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে। ভারতের লক্ষ্যসমূহ- ২০৩০ সালের মধ্যে জাহাজ নির্মাণে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকায় স্থান পাওয়া। ২০৪৭ সালের মধ্যে জাহাজ নির্মাণে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি দেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া। মন্ত্রী বলেন, অভ্যন্তরীণ জাহাজ নির্মাণ ক্ষমতা ভারতের সমুদ্র-কেন্দ্রিক নিরাপত্তা, বাণিজ্যিক সক্ষমতা এবং শিল্প প্রবৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শ্রী শান্তনু ঠাকুর পুনর্ব্যক্ত করে বলেন যে, সমুদ্র ও জাহাজ নির্মাণ ক্ষেত্রে 'আত্মনির্ভর ভারত' গঠন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। তিনি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং সামুদ্রিক অর্থনীতির ভবিষ্য সুযোগগুলির জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি '১০ ডিগ্রি চ্যানেল'-এর কৌশলগত গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে একে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের নিরাপত্তা ও বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক অলিন্দ হিসাবে বর্ণনা করেন। মন্ত্রী আরও বলেন যে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে ভারতকে অবশ্যই আত্মবিশ্বাস, সক্ষমতা এবং একটি স্পষ্ট কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি উল্লেখ করে বলেন যে, শক্তিশালী বন্দর পরিকাঠামো, আধুনিক জাহাজ নির্মাণ সক্ষমতা এবং প্রাণবন্ত সামুদ্রিক শিল্পের সহায়তায় ভারতের দক্ষিণ এশিয়ায় সমুদ্র-কেন্দ্রিক নেতৃত্বে আসীন হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। বক্তব্যের শেষে শ্রী ঠাকুর বলেন, সমুদ্র-কেন্দ্রিক শিল্প ভারতের অর্থনীতি, নিরাপত্তা এবং ভবিষ্য গঠনে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি দেশের এই উচ্চাভিলাষী সমুদ্র-কেন্দ্রিক স্বপ্ন বাস্তবায়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

'হার্বাল চকলেট' বলে স্কুলছাত্রীকে ভাংয়ের গুলি বিক্রির অভিযোগ, দুর্গাপুরে আটক দোকানদার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দূর্গাপুর, ৭ মার্চ ঃ দুর্গাপুরে এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, হার্বাল চকলেটের নামে এক সপ্তম শ্রেণির স্কুলছাত্রীকে ভাংয়ের গুলি বিক্রি করেছেন এক দোকানদার। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর থানার অধীন ধুনরাপ্লট এলাকায়। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত দোকানদারকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, ধুনরাপ্লট এলাকার বাসিন্দা ওই ছাত্রী দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের এ-জোনে অবস্থিত একটি বেসরকারি স্কুলে পড়াশোনা করে। শুক্রবার স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সে ওই এলাকার একটি দোকান থেকে রঙিন মোড়কে রাখা কিছু চকলেট কিনেছিল। অভিযোগ, চকলেটের মতো দেখতে ওই প্যাকেট দেখে ছাত্রীটি দোকানদারকে জিজ্ঞেস করেছিল ভিতরে কী রয়েছে। তখন দোকানদার সেটিকে 'হার্বাল চকলেট' বলে জানায় বলে অভিযোগ। এরপরই কয়েকটি প্যাকেট কিনে বাড়ি নিয়ে যায় ছাত্রীটি। পরদিন শনিবার সে ওই প্যাকেটগুলি স্কুলে নিয়ে আসে এবং সহপাঠীদেরও দেখায়। বিষয়টি নজরে আসে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দেবযানী বসু-র। তিনি জানান, স্কুলের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। হঠাৎ করেই দেখা যায় কয়েকজন পড়ুয়া একটি রঙিন প্যাকেট নিয়ে আলোচনা করছে। সন্দেহ হওয়ায় তিনি একজন শিক্ষককে ক্লাসে পাঠান এবং নিজেও সেখানে যান। প্যাকেটটি হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকতেই তাঁর সন্দেহ হয়। এরপরই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা শুরু হয় এবং ছাত্রীটির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। শনিবারই প্রধান শিক্ষিকা এবং ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা মিলে ওই দোকানে যান। সেখানে দোকানদারের সঙ্গে কথা বললে তিনি দাবি করেন যে তিনি নাকি ছাত্রীকে আগে থেকেই জানিয়েছিলেন এটি ভাংয়ের গুলি। তবে ছাত্রীটি দাবি করেছে, তাকে 'হার্বাল চকলেট' বলেই প্যাকেটটি দেওয়া হয়েছিল। ঘটনার জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের প্রশ্ন, স্কুল ড্রেস পরা একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের হাতে কীভাবে এমন নেশাজাতীয় বস্তু তুলে দেওয়া হল। পাশাপাশি তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, কীভাবে প্রকাশ্যে এমন সামগ্রী বিক্রি করা হচ্ছে। এরপরই খবর দেওয়া হয় দুর্গাপুর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দোকানের মালিককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। দুর্গাপুরের এসিপি সুবীর রায় জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে দোকানদারকে আটক করা হয়েছে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

এস আই আর এর বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজ

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া,৭ মার্চ ঃ আগে ভোটার পরে ভোট এই দাবিতে হাওড়া জেলা এস আই আর বিরোধী নাগরিক সমাজ এক প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে জানান দিল। শনিবার বিকেলে উলুবেড়িয়ার নিমদিঘীর সোসাইটি আফলিফ্টমেন্ট সেন্টারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে জানানো হয় বিচারাধীন রয়েছে এমন কারনে ভোটারদের মধ্যেও আতংক ছড়িয়ে পড়েছে।এই এস আই আর এর জন্য সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে, নাগরিকদের নাগরিকত্বও হরন করার চেষ্টা চলছে। নাগরিক সমাজের পক্ষ জানানো হযেছে আগে প্রতিটি মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার পর নির্বাচন কমিশন ভোট ঘোষণা করুক এবং সাধারণ মানুষের মনে আস্থা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কৌশিক গৌতম, শিক্ষক জুলফিকার আলী মোল্লা, মহারাজ স্বামী পরমানঃ দ জী, মুফতি মুসা কালিমুল্লাহ, মুফতি ওয়াসিমুল বারি, জনাব নুর আহমদ মোল্লা প্রমুখ।

বর্ধমানে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনি, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ফাঁস নাবালক পাচারচক্রের হদিশ

নিনজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান, ৭ মার্চ ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলায় ছেলেধরা সন্দেহে দুই যুবককে গণপিটুনির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে দুই যুবককে সন্দেহের ভিত্তিতে ধরে মারধর করেন এবং পরে পুলিশকে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানেই জিজ্ঞাসাবাদের সময় উঠে আসে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশের দাবি, ধৃত দুই যুবকের সঙ্গে একটি নাবালক পাচারচক্রের যোগ থাকতে পারে। ইতিমধ্যেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং শনিবার আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। একই সঙ্গে এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা জানার জন্য তদন্ত শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম বাবলু শেখ (৪৪) এবং শেখ মোবারক (৩২)। বাবলু শেখের বাড়ি মালদহ জেলার কালিযাচকের দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর এলাকায়। অন্যদিকে শেখ মোবারকের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি এলাকায়। শুক্রবার রাতে বর্ধমান থানার অন্তর্গত একটি এলাকায় তাদের ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। ছেলেধরা সন্দেহে এলাকার মানুষজন তাদের ধরে ফেলেন। এরপরই দুই যুবককে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের মারধর করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। উত্তেজিত জনতার হাত থেকে দুই যুবককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে বিষয়টিকে সাধারণ সন্দেহজনক ঘটনা হিসেবেই দেখা হচ্ছিল। কিন্তু থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই তদন্তকারীরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পান, যা গোটা ঘটনাকে অন্য মাত্রা দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব বর্ধমান জেলার এক বাসিন্দা শেখ রহিম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন যে তাঁর নাবালক ছেলে শেখ জসিমকে অপহরণ করা হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। এর মধ্যেই কযেকদিন পরে ওই নাবালক কোনওভাবে একটি গোপন আস্তানা থেকে পালিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ি ফিরে সে পরিবারের সদস্যদের জানায় যে তাকে একটি নির্জন জায়গায় আটকে রাখা হয়েছিল। নাবালকটির অভিযোগ, সেখানে তাকে মারধর করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারও করা হয়। আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য হিসেবে সে জানায়, তার মতো আরও অনেক নাবালককে সেখানে আটকে রাখা হয়েছিল। এই তথ্য সামনে আসার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। শুক্রবার রাতে ধৃত দুই যুবককে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, শেখ জসিমকে অপহরণের ঘটনার সঙ্গে এই দুই যুবকের যোগ রয়েছে। পুলিশের দাবি, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করেছে যে জসিমকে অপহরণ করার ঘটনায় তারা জড়িত ছিল। এরপরই পুলিশ তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করে। তদন্তকারীরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন, নাবালকদের বিভিন্নভাবে ভুল বুঝিয়ে বা অপহরণ করে একটি অপরাধচক্র তাদের ব্যবহার করে। এই চক্রের মূল উদ্দেশ্য কী এবং নাবালকদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হত, তা নিয়ে এখনও তদন্ত চলছে। পুলিশ মনে করছে, এর পিছনে একটি বড় নেটওয়ার্ক কাজ করতে পারে। ধৃত দুই যুবককে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করার পরিকল্পনা রয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, ওই গোপন আস্তানা কোথায় ছিল এবং সেখানে সত্যিই আরও নাবালককে আটকে রাখা হয়েছে কি না। যদি এমন কোনও জায়গার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে দ্রুত অভিযান চালিয়ে তাদের উদ্ধার করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে, দু ঃসাধ্য লড়াইয়ে পুষ্পাঞ্জলির আশার আলো

মলয় সুর, হুগলিঃ মেয়েরা স্বনির্ভর, মেয়েরা স্বাবলম্বী তবু তাদের নিরাপত্তার এখনও যথেষ্ট অভাব। সে আর্থিক অনটনের সংকটে পড়ে একটি মাত্র সাইকেলকে সঙ্গী করে বিভিন্ন এলাকার বাড়ি বাড়ি ফেরিওয়ালার মতো পুজোর সামগ্রী বিক্রি করেন। এই কাজে শ্রেফ সাইকেল নিয়ে মাইলের পর মাইল পাড়ি দিচ্ছেন পায়ে হেঁটে। তাঁর নাম পুষ্পাঞ্জলি নায়েক। বাড়ি ভদ্রেশ্বর এ্যাঙ্গাস জুট মিলের উড়িয়া লাইনে। বাড়িতে তাঁর বাবা-মা রয়েছেন। এক সময় তাঁর বাবা জুট মিলে চাকরি করতেন। পুষ্পাঞ্জলির স্বামী বহু বছর আগে মারা গেছেন। তাঁর তিন মেয়ের উড়িষ্যাতে বিয়ে হয়েছে। তাদের আদি বাড়ি উড়িষ্যার বেরহমপুর। সে রোদ, ঝড়, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে প্রতিদিন এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে রাস্তায় ধরে হেঁটে নানা এলাকায় পৌঁছান। বাড়ি থেকে সকাল১১ টায় বেরিয়ে সন্ধ্যায় ৬টা বা ৭টায় ফেরেন। দিনে মেরে কেটে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা আয় হয়। তাঁর সামগ্রীর মধ্যে থাকে সিঁদুর, সাবান, ধূপকাঠি, আলতা, আয়না প্রভৃতি। এই সামান্য আয়ে পরিবারের সকলের মুখে অন্ন তুলে দিতে হয়। দু'বেলা খাওয়া থেকে মাথা গোঁজার ঠাঁই-সবটাই তাকে করতে হয়। এ প্রসঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি বলেন, যতদিন শরীর চলবে, এই সব জিনিস ফেরি করব। আর থামার প্রশ্নই নেই। কথা শেষ করে আবার নিজের গন্তব্যে গেলেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে সংগ্রামের গল্প মেয়েকে এমবিএ পড়াতে লড়ছেন রানাঘাটের দীপা

নিজস্ব সংবাদ দাতা, নদীয়া, ৭ মার্চ ঃ সংগ্রাম, দায়িত্ব আর স্বপ্ন-এই তিনের গল্প যেন একসঙ্গে লেখা হয়েছে রানাঘাটের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের স্যাকরা পাড়া লেনের বাসিন্দা দীপা হালদারের জীবনে। অসুস্থ স্বামী, সংসারের খরচ আর মেয়ের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন-সবকিছু নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ফুচকার ঠেলাগাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামেন তিনি। প্রতিদিন বিকেল চারটা থেকে এলাকায় ফুচকার দোকান বসান দীপা দেবী। তবে পাশেই একটি বিদ্যালয় থাকায় স্কুল খোলা থাকলে সকালেও দোকান দেন তিনি। একটু বেশি বিক্রি হলেই সংসারের হাল একটু ভালো থাকবে-এই আশাতেই সকাল-বিকেল পরিশ্রম করে চলেছেন তিনি। দীপা দেবীর স্বামী বকুল হালদার দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ। প্রায় দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তার পায়ে গভীর ক্ষত ও সংক্রমণ রয়েছে। একসময় চার চাকার গাড়ি চালিয়ে সংসার চালাতেন তিনি। কিন্তু অসুস্থতার কারণে এখন আর কাজ করতে পারেন না। ফলে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়েছে দীপা দেবীর উপর। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হয় তার ফুচকা বিক্রির পথচলা। মূল লক্ষ্য ছিল একটাই-মেয়ের পড়াশোনা যেন কোনওভাবেই বন্ধ না হয়। বর্তমানে এই ফুচকা বিক্রিই তাদের পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস।

কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন তার মা। ভোর থেকে শুরু হয় দীপা দেবীর দিনের লড়াই। সংসারের সব কাজ সামলে বিকেলে ফুচকার দোকান বসান। পাশাপাশি অসুস্থ স্বামীর দেখভাল এবং মেয়ের পড়াশোনার খরচ-সবকিছুই সামলাচ্ছেন তিনি একাই। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে দীপা দেবীর এই সংগ্রামের গল্প যেন সমাজের সামনে এক বড় বার্তা দেয়। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি আর পরিশ্রম দিয়ে স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার এক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছেন তিনি।

তার দোকানে ১০ টাকায় ছয় পিস ফুচকা পাওয়া যায়। পাশাপাশি দই ফুচকা ছয় পিস ৩০ টাকা এবং চাটনি ফুচকা ছয় পিস ২০ টাকায় বিক্রি করেন তিনি। টক-ঝাল মেশানো তার ফুচকার স্বাদ ইতিমধ্যেই এলাকায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দীপা দেবীর মেয়ে সুষমা হালদার এ বছর কমার্স বিভাগে গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা দিয়েছে। মাত্র ২১ বছর বয়সেই তার বড় স্বপ্ন-ভবিষ্যতে এমবিএ করা। আর সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রতিদিন

মালদহে তৃণমূলের শক্তিবৃদ্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদহ, ৭ মার্চ ঃ রাজ্যে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ হল মালদহ জেলায়। শনিবার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন জেলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী মতিউর রহমান। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তিনি। সেই নির্বাচনে কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটিতে বিজেপিকে ভোটের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে তুলে এনে রাজনৈতিক মহলে আলোচনায় উঠে এসেছিলেন মতিউর। এবার সেই রাজনৈতিক কাণ্ডারি আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে।

আজমেরের ওয়ে হোটেল বৈভব রমজান মাসে অতিথিদের জন্য বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা করেছে

কলকাতা, ৭ মার্চঃ পবিত্র রমজান মাসে সম্প্রদায়ের প্রতি সমর্থন ও সেবা প্রদানের জন্য আন্তরিক নিবেদন হিসেবে, আজমেরের ওয়ে হোটেল বৈভব পবিত্র রমজান পালনকারী অতিথিদের জন্য বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা ঘোষণা করেছে। আজমের শরীফ দরগার কাছে নয়া বাজার এলাকায় অবস্থিত, ওয়ো হোটেল বৈভব রমজান মাসে ভ্রমণকারী এবং ভক্তদের আরাম, এবং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে । অতিথিরা এই বিশেষ রমজান অফারটি উপভোগ করতে পারবেন ওযো অ্যাপ অথবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে রামাদানবৈভব কুপন কোড ব্যবহার করে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে, অথবা আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য সরাসরি হোটেলের রিজার্ভেশন টিমের সাথে যোগাযোগ করে। এই উদ্যোগটি ১৯ মার্চ পর্যন্ত বৈধ, প্রাপ্যতা এবং প্রযোজ্য শর্তাবলী সাপেক্ষে। হোটেলটি সেহেরির সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভোরের ব্যবস্থাও সহজতর করবে এবং রোজা পালনকারী অতিথিদের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করবে। এই প্রকল্প সম্পর্কে হোটেল বৈভবের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আদিত্য গোয়েল বলেন, পবিত্র রমজান মাসে আমাদের অতিথিদের জন্য এই পরিষেবাটি দেওয়া শুরু করার দশ বছর হয়ে গেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে, আমরা আশা করি দর্শনার্থীদের তাদের আধ্যাত্মিক যাত্রায় সহায়তা করব এবং নিশ্চিত করব যে আর্থিক পরিস্থিতি নির্বিশেষে সকলেই এই সময়ের পবিত্রতা আরাম এবং মর্যাদার সাথে অনুভব করতে পারবে। রমজান মাসে আজমের ভক্তদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যস্থল কারণ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীর পবিত্র মাজার রয়েছে, যেখানে তারা আশীর্বাদ পেতে পারেন, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং পবিত্র মাসের আধ্যাত্মিক পরিবেশ অনুভব করতে পারেন। রমজান মাসে, আজমেরের খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীর দরগাহ শরীফে সারা বিশ্ব থেকে ভক্তদের ভিড় দেখা যায়, যারা তাদের প্রার্থনা এবং আশীর্বাদ পেতে আসেন।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক সরকারি অর্থ প্রদানের মাধ্যমে আস্থা নিশ্চিত করেছে

মুম্বাই,৭ মার্চ ঃ আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক চণ্ডীগড়ের একটি শাখায় হরিয়ানা সরকারের কিছু বিভাগের অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত একটি ঘটনার সাম্প্রতিক প্রকাশের কথা উল্লেখ করেছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে শাখার কিছু কর্মচারী জাল কাগজপত্র এবং অর্থপ্রদানের নির্দেশাবলী সাফ করার ক্ষেত্রে জালিয়াতির সাথে কাজ করেছেন, সম্ভবত বহিরাগত পক্ষের সাথে যোগসাজশে। বিষয়টি বর্তমানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদন্তাধীন।

তদন্ত চলমান থাকা সত্ত্বেও, ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে হরিয়ানা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির দাবি করা মূলধন এবং সুদের ১০০, যার পরিমাণ ৫৮৩ কোটি টাকা, পরিশোধ করেছে। পরবর্তী দাবি বা পুনর্মিলনের উপর নির্ভর করে চূড়ান্ত ফাইনাল পেমেন্ট পরিবর্তিত হতে পারে। হরিয়ানা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি বিষয়টি মোকাবেলায় ব্যাংকের নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি, তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ এবং পেশাদার আচরণের জন্য ধন্যবাদ ও প্রশংসা করেছে। হরিয়ানা সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির পূর্ণ সহায়তায় আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক জালিয়াতির অপরাধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং তাদের বিচারের আওতায় আনতে বদ্ধপরিকর। আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক আর্থিকভাবে শক্তিশালী এবং পুঁজিতে সমৃদ্ধ। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৬ তারিখে, ব্যাংকটি ক্রিসিল দ্বারা ফিক্সড ডিপোজি টের জন্য এএএ রেটিং পেয়েছে এবং ক্রিসিল, আইসিআরএ , ইন্ডিয়া রেটিং এবং কেয়ার থেকে এএ দীর্ঘমেয়াদী রেটিং রয়েছে। এর মোট গ্রাহক ব্যবসা (ঋণ এবং আমানত) ₹৫৬২০৯০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে, যা বছরের পর বছর ধরে ২২.৬ বেশি।

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, মেসার্স সি. পি. ইস্পাত (ইউনিট ২) প্রাইভেট লিমিটেডের মূল মালিকানা দলিল, যার নিবন্ধিত অফিস ৩৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, বৌ বাজার কলকাতাঃ ৭০০০১২, যার নম্বর ১৫৭৯২০০৬, ৯৩৩২০০৬, ৯৩৪২০০৬ এবং ১৫৬৪২০০৮, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার ADSRDSR অফিসে নিবন্ধিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত মৌজা-নন্দনপুর, থানা-মেজিয়া, জেলা-বাঁকুড়ায় অবস্থিত সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত, অসাবধানতাবশত হারিয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার মেজিয়া থানায় একটি পুলিশ অভিযোগ সাধারণ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে, জিডি নম্বর E-299 তারিখ ০৭.০৩.২০২৬।

উক্ত সম্পত্তি বা দলিলের উপর বিক্রয়, বিনিময়, বন্ধক, উপহার, ইজারা, উত্তরাধিকার, বা অন্য কোনওভাবে কোন দাবি, অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ তারিখের মধ্যে নীচে উল্লেখিত ঠিকানায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ লিখিতভাবে তা অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সি.পি. ইস্পাত (ইউনিট ২)প্রাইভেট লিমিটেড৩৫,চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, বৌ বাজার, কলকাতা-৭০০০১২ অ্যাডভোকেট . পার্থ সেন গুপ্ত ফোনঃ৮০১৬০৯৯৫১০	অ্যাডভোকেট . বিজয় গুপ্তা বি.পি. গুপ্তা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস (ল ফার্ম) এ-২০৭, কামধেনু কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, পশ্চিমবঙ্গ।

সূচি পরিবর্তন! সূর্যকুমার যাদব কি অবসর নেবেন?

মুম্বাই , ৭ মার্চ ঃ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের অন্যতম প্রভাবশালী খেলোয়াড় সূর্যকুমার যাদব, যিনি ভারতীয় ক্রিকেটের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের প্রতীক, বর্তমানে ক্রিকেট মহলে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। জল্পনা উঠেছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর হয়তো তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে পারেন। সম্প্রতি কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে, যার ফলে পুরো ক্রিকেট বিশ্বে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। সূর্যকুমারের বয়স বর্তমানে ৩৫ বছর। ২০১১ সালের পর থেকে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন এবং তার ব্যাটিং দক্ষতা তরুণদের জন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে। এবার, তার অবসর নেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে যে আলোচনা চলছে, তা ক্রিকেট ভক্তদের বিশ্বকাপের পর সূর্যকুমারের অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত যেন এখন ক্রিকেট মহলে তোলপা। সৃষ্টি করেছে। তিনি ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, বিশেষ করে তার নেতৃত্বে ভারত ২০২৩ সালে এশিয়া কাপ জয়লাভ করেছে। তবে এই সময়ে, ভারতের ক্রিকেট দুনিয়ায় এক নতুন আলোচনা শুরু হয়েছে-সূর্যকুমার যাদব কি বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন? একাধিক সংবাদ সূত্র দাবি করছে যে, আহমেদাবাদের নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচ শেষে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে পারেন। সূর্যকুমারের অবসর নিয়ে গুজবের সূত্রে মূল কারণ হিসেবে তার বয়স এবং ক্রিকেটে তার দীর্ঘ পথ চলার কথা উঠে আসছে। ৩৫ বছর বয়সে, সূর্য তার ক্রিকেট ক্যারিয়ারকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শুরু করেছেন। অনেকেই মনে করছেন যে, বিশ্বকাপ তার জন্য ক্রিকেট জীবনের শেষ অধ্যায় হতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত সূর্যকুমার বা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো অফিসিয়াল ঘোষণা হয়নি, তবুও এই জল্পনা রটেছে। সূর্যকুমার যাদব, যিনি ২০১১ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রেখেছিলেন, তিনি তার ক্যারিয়ারে ১১০ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ, ৩৭ ওয়ানডে এবং একটি টেস্ট খেলেছেন। তবে, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তার দক্ষতা এবং ধারাবাহিকতা তাকে অনেকটাই আলাদা করে দিয়েছে। এই ফরম্যাটে তার ব্যাটিং স্টাইল এবং একাধিক ম্যাচে দ্রুত রান তোলার ক্ষমতা তাকে বিশ্বজুড়ে পরিচিত করেছে। তবে, ওয়ানডে এবং টেস্ট ফরম্যাটে তার ধারাবাহিকতা কম। তার ক্যারিয়ারে খুব কম সংখ্যক ম্যাচ রয়েছে যেখানে তাকে দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকতে দেখা গেছে। তাই, তার ক্যারিয়ারের ভবিষ্যত মূলত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের দিকে নির্ভরশীল।

‘অপয়া স্টেডিয়াম’, ভারতের জন্য আতঙ্ক, ফাইনালে জয়লাভের পথ কী?

মুম্বাই, ৭ মার্চ ঃ ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়িয়েছে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম, যা ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে শুভ ছিল? না, মাঠের দর্শকরা যেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিদের অনুপ্রাণিত করতে ভুলে গিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ জিতে নিয়েছিল, কিন্তু এরপর থেকে একটি শুভ মাঠ। তবে তাদের জন্য সত্যিই মন্দ সময়ে পরিবর্তন আসে। প্রথমবার তাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ নিতে হয়েছিল, কিন্তু এরপরেই সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে ঘটে এক

ভারতের হার এবং আইপিএলের নানা দলের সাফল্যের পর থেকে ‘ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এক সময় এই স্টেডিয়াম ছিল মোতেরা, কিন্তু পরবর্তীতে ২০২০ সালে পুনরায় নির্মিত হয়ে নামকরণ করা হয় নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম। এর সুবিশাল দর্শকাসন, যা বর্তমানে ১ লাখ ৩২ হাজার, ক্রিকেট বিশ্বে এই স্টেডিয়ামকে নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেন। তবে, এখানকার ইতিহাস এবং সাফল্যের শূন্যতা ভারতীয় দলের জন্য এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম হিসেবে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের যে পরিচিতি, তা যেন বিরোধী দলের সঙ্গে নয়, বরং নিজের দলের জন্যই অশুভ হয়ে উঠেছে। ২০২৩ সালে ভারতের ক্রিকেট ভক্তদের কাছে এটি একটি আতঙ্কের স্থান হয়ে দাঁ।য়িছে। বিশ্বকাপ ফাইনালে, যেখানে ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে এক যুগ পর বিশ্বকাপ জয়ের আশা ছিল, সেখানে অস্ট্রেলিয়া ১ লাখ ৩২ হাজার জনের উপস্থিতিতে ভারতীয় দলকে হতাশ করেছিল। সেই ম্যাচে ভারতের জন্য কি মঞ্চটি তাদের পতন শুরু হয়। ২০২৩-এর বিশ্বকাপে, একাধিক ফাইনাল ও সুপার এইটের টিকিটেও তারা উঠতে পারেনি। এই পরাজয়ের পর, নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম সম্পর্কে অদ্ভুত ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। ভারতীয় ক্রিকেটে এই স্টেডিয়াম যেন এক ‘ স্থানে পরিণত হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, যদি ফাইনালটি মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে বা কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত হতো, তাহলে হয়তো ফলাফল ভিন্ন হতে পারত। আইপিএলে স্টেডিয়ামের অশুভ ইতিহাস- নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম শুধু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতীয় দলের জন্যই ‘ হয়ে উঠেনি, বরং আইপিএল দলগুলোর সঙ্গেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। গুজরাট টাইটান্স এবং চেন্নাই সুপার কিংস এখানে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে তাদের আর কোনো ব। সাফল্য দেখতে পায়নি। তবে সবচেয়ে বড় বিপদে পড়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)।আইপিএল-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আরসিবির জন্য আহমেদাবাদ ছিল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বেঙ্গালুরুতে তাদের সেলিব্রেশন চলাকালীন সময়ে পদপিষ্ট হয়ে ১৩ জন মানুষের মৃত্যু হয়। এর পর থেকে আরসিবির সাফল্য চুপ করে গিয়েছে এবং এই মাঠের প্রতি তাদের সমর্থনও অনেকটা কমে গেছে। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের আরেকটি সমস্যা হলো, স্টেডিয়ামের ছাদে আলো বসানো হয়েছে, যা ‘ অফ ফায়ার’ নামে পরিচিত। এর ফলে খেলোয়া।দের ওপর সরাসরি আলো পড়ে এবং এটি ক্যাচ ধরতে অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি করে। ক্রিকেটের মতো খেলা যেখানে প্রতি মুহূর্তে সতর্কতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে এই অস্বাভাবিক আলো ম্যাচের পারফরম্যান্সের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এমনকি, অনেক খেলোয়াড়ই এই কারণে অভিযোগ করেছেন যে তাদের ক্যাচ ধরতে খুব কষ্ট হয় এবং মাঠের সাধারণ অবস্থা অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। এছাড়া, স্টেডিয়ামের ব্যাকগ্রাউন্ডও কিছুটা দৃষ্টিহীন হয়ে দাঁড়ায়। খেলোয়াড়দের জন্য এমন একটি পরিবেশ অত্যন্ত সমস্যাজনক হতে পারে, বিশেষ করে তাদের মানসিক স্থিতিশীলতা এবং খেলার প্রতি মনোযোগ বজায় রাখতে কঠিন হতে পারে। ভারতীয় দলের জন্য ‘বিদপ কাটানোর উপায় কী? ভারতীয় দলের জন্য নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম যেন এক অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, এই ‘ মাঠে ভারত কীভাবে সফল হতে পারে? ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয়লাভের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখতে হবে। ১. মনোবল এবং মনোযোগঃ ভারতের ক্রিকেটারদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানসিক শক্তি এবং মনোযোগ। স্টেডিয়ামের অস্বাভাবিক পরিবেশ এবং আলোর কারণে যে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, তা মোকাবেলা করতে হবে। তারা যদি নিজেদের মনোবল দৃঢ় রাখে, তাহলে মাঠের অশুভ প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।২. প্রস্তুতি এবং কৌশল মাঠের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে ক্রিকেটারদের কৌশলগত প্রস্তুতি নিতেও হবে। আলো এবং পিচের অবস্থা বুঝে তাদের খেলার ধরন পরিবর্তন করতে হবে। এই প্রস্তুতি, বিশেষ করে ক্যাচ ধরতে এবং অ্যালাইনমেন্ট ঠিক রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।৩. অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাঃ ভারতীয় দল যদি আগের হার থেকে শিক্ষা নেয়, তবে তারা ‘ স্টেডিয়ামের অভিশাপ কাটিয়ে উঠে সফল হতে পারে। ফাইনালে ব্যর্থতার পর, তারা কীভাবে নিজেদের কৌশল ও মানসিকতা পুনর্গঠন করবে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ।নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম, যা এক সময় বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম হিসেবে পরিচিত ছিল, বর্তমানে ভারতের ক্রিকেট ভক্তদের কাছে এক ‘ স্থান হয়ে উঠেছে। এর ইতিহাস, বিশেষ করে ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালের পর থেকে, ভারতীয় দলের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, যদি ভারতীয় দল নিজের মনোবল শক্ত রাখে, প্রিপারেশন উন্নত করে এবং অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেয়, তাহলে ‘ স্টেডিয়ামের প্রভাব কাটিয়ে তারা ফাইনাল ম্যাচে সাফল্য অর্জন করতে পারবে।

ক্রিকেটারদের জীবনযুদ্ধের আসল নায়ক তাঁদের নারীরা

মুম্বাই, ৭ মার্চ ঃ প্রত্যেক সফল পুরুষের নেপথ্যে থাকে একজন নারী-এই প্রাচীন সত্যি ক্রিকেটের দুনিয়াতেও পুরোপুরি প্রযোজ্য। ৮ই মার্চ, নারী দিবসের দিনে ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে যখন টিম ইন্ডিয়া ল।বে, তখন দলের প্রতিটি সদস্যের জীবনের নারীরা, তাদের মা, স্ত্রীরা, প্রেমিকারা, বোনেরা তাঁদের কঠিন সংগ্রামের ইতিহাসের অমলিন অংশ হয়ে থাকবেন। এই বিশ্বকাপের যাত্রায় ক্রিকেটারদের সাফল্যের পেছনে যাঁরা প্রতিদিন নিঃশব্দে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আজ তাদের অবদানটুকু স্বীকৃতি পাওয়ার সময়। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে এই বিশ্বকাপ ফাইনালে মাঠে নামবেন না শুধু ভারতের ক্রিকেট তারকারা, তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন মা, স্ত্রী এবং প্রেয়সীদের প্রার্থনা, যারা মাঠের বাইরে অলক্ষ্যে প্রতিটি মুহূর্তে তাদের জন্য লড়াই করে চলেছেন। সূর্যকুমার যাদব, মহম্মদ সিরাজ, হার্দিক পাণ্ডিয়া, বরুণ চক্রবর্তী, শিবম দুবে-যাঁরা আমাদের ক্রিকেট হৃদয় জিতেছেন, তাদের প্রতিটি সাফল্যের পেছনে তাঁদের জীবনসঙ্গিনী এবং পরিবারও অদৃশ্যভাবে তাদের শক্তি যোগাতে একসঙ্গে লড়াই করেছেন।ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সাফল্যের গল্পে একটি বিশেষ নাম রয়েছে-তার স্ত্রী দেবিশা শেট্টি। দেবিশা ছিলেন এক সময়ের প্রখ্যাত ভারতনাট্যম শিল্পী, তবে ২০১৯ থেকে নিজের ক্যারিয়ারকে পিছনে ফেলে, তিনি পুরোদমে সূর্যকুমারের কেরিয়ারের জন্য কাজ করতে শুরু করেন। সূর্যকুমারের ফিটনেস ও ডায়েট পরিকল্পনা তৈরিতে দেবিশার অবদান ছিল অপরিসীম। তাঁর সঠিক পরামর্শ এবং অনুপ্রেরণার ফলেই সূর্যকুমার যাদব নিজেকে উন্নত করে, তাঁর খেলার স্টাইল এবং পারফরম্যান্সে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। এখন, যখন বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে টিম ইন্ডিয়া ল।বে, দেবিশার প্রার্থনাই এক ধরনের অদৃশ্য শক্তি হিসেবে টিম ইন্ডিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই নারী দিবসে, সূর্যকুমারের কৃতিত্ব শুধু তাঁর নিজের নয়, দেবিশা শেট্টিরও সমান কৃতিত্বের অংশ। মহম্মদ সিরাজ, যিনি এক সময় অটোচালকের সন্তান হিসেবে ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন দেখতেন, আজ ভারতের অন্যতম সেরা পেস বোলার। তাঁর এই যাত্রায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর মা শাবানা বেগমের। শাবানা বেগম কঠোর পরিশ্রম করে, বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করে ছেলের ক্রিকেট স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তার মায়ের আত্মত্যাগ এবং দৃঢ় মনোবলের ফলেই আজ সিরাজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের জায়গা তৈরি করতে পেরেছেন। এছাড়া, সিরাজের মা শাবানা বেগমের যুদ্ধে ছিলেন সবসময় তাঁর ছেলের পাশে, যিনি কিনা কঠিন পরিস্থিতিতে সিরাজের মনোবল শক্তিশালী করেছিলেন।

ভারতীয় মহিলা ফুটবলে দুর্দশা, ১১ গোল খেয়ে বিশ্বকাপের স্বপ্ন ভেঙে গেল ব্লু টাইগ্রেসদের

৭ মার্চ ঃ ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল ২০১১ সালে এক ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ জয়ী দল জাপানের বিরুদ্ধে ১১ গোলের লজ্জাজনক হার নিয়ে বিশ্বকাপের স্বপ্ন কার্যত শেষ করে দিয়েছে। জাপানের ‘ যাদের প্রাক্-ফিফা সময়ের একটি চ্যালেঞ্জিং ইতিহাস রয়েছে, বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে মহিলা ফুটবলের অন্যতম শক্তিশালী দল হিসেবে পরিচিত। আর ভারত, যে দেশটি এক সময় ফুটবলে শক্তিশালী ছিল, এখন আর সেই অবস্থানে নেই। ভারতীয় দলের হতাশাজনক পারফরম্যান্স-গতকাল, অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত এএফসি এশিয়ান কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে, ভারতীয় দল ভারতের নারী ফুটবল দল, ব্লু টাইগ্রেসদের জন্য একটি অন্ধকার দিন ছিল। প্রথম থেকেই দেখা যায় জাপান নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করছে। মাত্র ৪ মিনিটেই ইউজুকি গোল করেন, এবং সেই যে শুরু, একে একে ১১টি গোল ভারতের জালে ঢুকে যায়। ১৩ মিনিটে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হাসেগাওয়া এবং এরপর ২০ ও ৩৫ মিনিটে আরও দু’টি গোল ভারতের জালে ভরে দেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হিনাতা মিয়াজাওয়া। প্রথমার্ধে জাপান ৫-০ গোলে এগিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে একটুও ছাড় দেয়নি জাপান, তাদের আক্রমণ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। শেষমেশ ১১-০ গোলে ম্যাচ শেষ হয়, ভারতের জন্য যা ছিল এক অশনি সংকেত।ভারত-জাপান ফুটবলের ইতিহাসের বিপরীতে-ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে এমন ঘটনা নতুন নয়, কিন্তু মহিলা ফুটবলে ভারত এবং জাপান এরকম বিরাট ব্যবধান তৈরি হওয়ার ঘটনা সত্যিই চিন্তার বিষয়। ১৯৮৬ এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে ভারত জাপানকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছিল। সেই ভারতীয় ফুটবল দল, যেখানে অনিতা সরকারের মতো তারকা খেলোয়া। ছিলেন, বর্তমানে বিশ্বের একেবারে পিছনের দিকে পড়ে গেছে। আজ, যেখানে ভারতীয় দল প্রথাগত শক্তি হারিয়েছে, সেখানে জাপান কেবল এক শক্তিশালী ফুটবল দল হিসেবেই আবির্ভূত হয়নি, তাদের জাতীয় মহিলা ফুটবল দল ২০১১ সালে বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে, এশিয়ার প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী দলের তালিকায় নাম লেখায়। যদিও ভারত মহিলা ফুটবল দল ১৯৯১ সালে ফিফার মহিলা বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে অংশগ্রহণ করেছিল, কিন্তু সেই সময়ে ফুটবলে ভারতের অবস্থান এখনকার মতো দুর্বল ছিল না। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে যখন বিশ্বের অন্যান্য দেশ মহিলা ফুটবলকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে, তখন ভারতীয় ফুটবলে বিপুল সংখ্যক সমস্যা এবং উন্নতির অভাব রয়েছে।

ভারতের বিশ্বকাপের স্বপ্ন ভেঙে গেল-এদিনের ম্যাচটি ভারতের জন্য এক বড় ধাক্কা ছিল। ব্লু টাইগ্রেসরা ২০১১ সালে বিশ্বকাপে খেলেছিল, কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে বিশ্বকাপের মূলপর্বে যেতে তাদের কাছে আর কোনো সুযোগ আসেনি। জাপানের বিপক্ষে এমন ভরাডুবি একথা প্রমাণ করে যে, ভারতীয় মহিলা ফুটবলে কাঙ্খিত উন্নতি হয়নি, এবং দেশের ফুটবল পরিকাঠামো এবং প্রশিক্ষণের অভাব এখনও প্রবল। যদিও ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কিছু প্রমাণিত পারফরম্যান্স দিয়েছে, কিন্তু এদিনের ১১-০ গোলের লজ্জাজনক হার তাদের আগের সফলতা এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নগুলিকে চুরমার করে দিয়েছে। জাপান মহিলা ফুটবলের শীর্ষ শক্তি- ভারতের বিপক্ষে এই বিশাল জয় জাপানকে তাদের দাপট আরও প্রমাণ করল। ২০১১ সালে ফিফা মহিলা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর, জাপান দেশের ভিতরে এবং বাইরে নারী ফুটবলকে আরও প্রসারিত করেছে। তাদের ফুটবল টেকনিক্যালি শক্তিশালী এবং শৃঙ্খলা ও সংগঠনে সেরা। ভারতের বিপক্ষে ১১ গোলের লজ্জাজনক পরাজয় তাদের প্রতিপক্ষদের শক্তির শীর্ষস্থানও প্রকাশ করে দেয়। এখানে জাপান কোচ নিলস নিলসেনের

কথাও উল্লেখযোগ্য, যিনি আগে জানিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে তারা আরও কঠোর ফুটবল খেলবে। এবং এই প্রস্তুতি সত্যিই ফলপ্রসূ হয়েছে, কারণ তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আক্রমণের ঝড় তোলে এবং ভারতীয় দলকে একেবারে কোণঠাসা করে। ভারতীয় মহিলা ফুটবলের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্য নিয়ে এখনও সংেদহ রয়েছে। ব্লু টাইগ্রেসদের নিয়ে অনেক আশা ছিল, তবে তারা যদি নিজেদের খেলাকে আরও উন্নত না করতে পারে, তবে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ হয়ে যাবে। ভারতের ফুটবল পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ, উন্নত প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক মানের টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রয়োজন, যাতে নতুন প্রজন্ম ভালো করে নিজেদের প্রমাণ করতে পারে। এছাড়া, এই হার ভারতীয় ফুটবলের জন্য এক বড় সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে, যেটা দেখাচ্ছে যে নারী ফুটবলে উন্নতি আনতে হলে সঠিক পরিকল্পনা ।

মামা-ভাগ্নের একক কীর্তি, বিহারের সোনালি যুগ

পাটনা, ৭ মার্চ ঃ বিহারের সমস্তিপুরে এখন আনন্দের ঢেউ। একদিকে ভাগ্নে বৈভব সূর্যবংশী, যিনি গত বছর ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট দলের সদস্য হিসেবে বিশ্বজয়ের ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, অন্যদিকে তার মামা অভিষেক চৌহান। প্রথম চেষ্টাতেই ভারতের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে একটি, ইউপিএসসি পাস করে সফল হয়েছেন। এই মুহূর্তে বিহারের এই দুই প্রতিভার অর্জনে গোটা অঞ্চলেই উৎসবের মেজাজ। বৈভব সূর্যবংশী এবং অভিষেক চৌহান-এই দুই জনের নাম এখন বিহারের মানুষদের কাছে এক চমকপ্রদ উদাহরণ হয়ে উঠেছে। যেখানে বৈভব বিশ্ব ক্রিকেটের মঞ্চে কৃতিত্ব অর্জন করে সমস্ত দুনিয়াকে চমকে দিয়েছে, সেখানে তার মামা অভিষেক চৌহান তার অধ্যবসায় এবং প্রতিভার মাধ্যমে ইউপিএসসি পরীক্ষার মতো কঠিন পরীক্ষা পাস করে নিজের পরিবারকে গর্বিত করেছেন। প্রথম চেষ্টাতেই ইউপিএসসি পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়া সত্যিই বিরল একটি ঘটনা, এবং তা আরও চমকপ্রদ হয়ে ওঠে যখন এটি ঘটে একটি পরিবারের দুই সদস্যের পক্ষ থেকে। বৈভব, যিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট দলকে বিশ্বকাপ জেতানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, এবং তার মামা অভিষেক, যিনি ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়ে আইপিএস অফিসার হয়েছেন, তাদের এই সাফল্য শুধুমাত্র পরিবারের জন্য নয়, পুরো বিহারের জন্যই গর্বের বিষয়।

বিশ্বকাপ ফাইনালে সঙ্গীতের জাদু, রিকি মার্টিনের পারফরম্যান্সে মাতবে আমেদাবাদ

৭ মার্চ ঃ আমেদাবাদ - টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে জমজমাট লড়াই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নরে ঃদ্র মোদী স্টেডিয়ামে। এই দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বদা উত্তেজনার সৃষ্টি করে, কারণ নিউজিল্যান্ড সাধারণত ভারতের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে পরিচিত। তবে এই ফাইনালের এক বিশেষ দিক রয়েছে, যা খেলার বাইরে আরও অনেক বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করবে। এ বারের ফাইনালে মাঠে যেই লড়াইই চলুক না কেন, সমর্থকরা এক নতুন বিনোদন উপভোগ করতে চলেছেন- বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্রীড়াঙ্গনে বিখ্যাত ল্যাটিন পপ তারকা রিকি মার্টিন। বিশ্বকাপ ফাইনালে রিকি মার্টিনের পারফরম্যান্স- ফুটবল বিশ্বকাপের সময়, অনেকেই মনে করেন যে, খেলার উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে কিছু বিশেষ পারফরম্যান্সও ফাইনাল ম্যাচের সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর তাই এই ফাইনাল ম্যাচের আগে আইসিসি ঘোষণা করেছে যে, পপ তারকা রিকি মার্টিন আসন্ন বিশ্বকাপ ফাইনালে পারফর্ম করবেন। তাঁর উপস্থিতি একদিকে যেমন ম্যাচের উত্তেজনা বাড়াবে, তেমনি সমর্থকদের জন্য একটি ব। সঙ্গীত উসবের আয়োজন করবে।

একটি পুরনো সম্পর্কঃ রিকি মার্টিন এবং বিশ্বকাপ- রেকর্ড করা ইতিহাসের পাতায় রিকি মার্টিনের সম্পর্ক রয়েছে বিশ্বকাপের সঙ্গে। ১৯৯৮ সালের ফ্রান্স বিশ্বকাপের অফিসিয়াল গান লা কোপা দে লা ভিদা বিশ্বের সঙ্গীতপ্রেমী এবং ক্রীড়া সমর্থকদের মাঝে দারুণ জনপ্রিয়

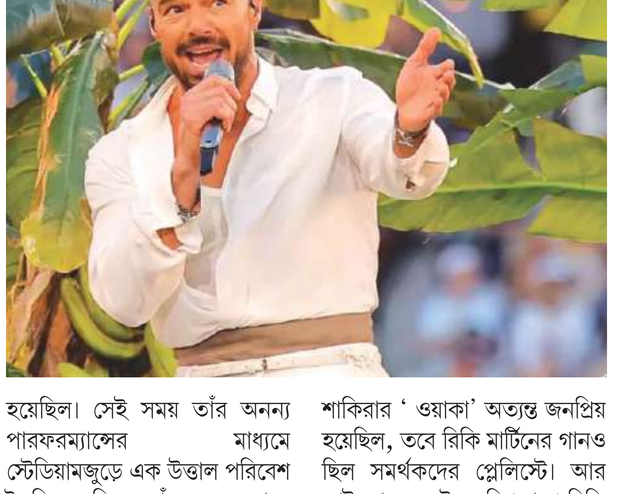

হয়েছিল। সেই সময় তাঁর অনন্য পারফরম্যান্সের মাধ্যমে স্টেডিয়ামজুড়ে এক উত্তাল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। তাঁর সুরের জাদু, মঞ্চে নাচের ছন্দ-সবকিছু মিলে ফুটবল বিশ্বকাপের এক অমর স্মৃতি হয়ে গেছে। গানের কথাগুলো শুধু ফুটবল নয়, সারা বিশ্বের মানুষকে একত্রিত করেছিল। এখনও যখন ফুটবল বিশ্বকাপের কথা উঠে, সেই সময়ে রিকি মার্টিনের পারফরম্যান্সের কথা ভোলা যায় না। তার গান আজও সঙ্গীতপ্রেমীরা প্লেলিস্টে রাখেন, বিশেষ করে ১৯৯৮ বিশ্বকাপের লা কোপা দে লা ভিদা। দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপ এবং শাকিরাঃ ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাতে বিশ্বকাপের থিম সং শাকিরার ‘ ওয়াকা’ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল, তবে রিকি মার্টিনের গানও ছিল সমর্থকদের প্লেলিস্টে। আর তাই আজও ফুটবল বিশ্বকাপে রিকি মার্টিন এবং শাকিরার গান নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, যে কোন তারকার গান সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। তবে, মিলেনিয়াল এবং জেন জি প্রজন্মের কাছে দুই তারকাই অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাদের মিউজিকের আবেদন এবং শ্রোতাদের প্রতি তাদের সংযোগ অসাধারণ। এবার, টি-২০ বিশ্বকাপের মঞ্চে রিকি মার্টিন সেই পুরনো যাদু ফিরিয়ে আনবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর আগে যখন তিনি মঞ্চে আসেন, তখন তার পরিবেশনার ঝলক দেখেই বিশ্বের সঙ্গীতপ্রেমীরা মুগ্ধ হন। এই বিশেষ পারফরম্যান্স কেবল বিশ্বকাপের উত্তেজনা বাড়াবে না, বরং ক্রিকেট এবং সঙ্গীতের এক অনন্য সংমিশ্রণ তৈরি করবে।

রিকি মার্টিনঃ একটি অনন্য সঙ্গীত যাত্রা- রিকি মার্টিনের ক্যারিয়ার যে অসাধারণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লিভিন লা ভিদা লোকা এবং মারিয়া -এর মতো গানের মাধ্যমে তিনি সঙ্গীতের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। তার গানগুলি বিশ্বের প্রতিটি কোণে শোনা গেছে এবং তার স্টাইল বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। ১৯৯৮ সালের ফুটবল বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের পর থেকে, রিকি মার্টিন আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের একটি প্রতীক হয়ে উঠেছেন। তার গান, তার পারফরম্যান্স, সবকিছুতেই এক বিশেষ জাদু রয়েছে। দশক পরেও তিনি সঙ্গীতের মঞ্চে অত্যন্ত প্রভাবশালী, এবং তাঁর প্রতিটি পারফরম্যান্সে এমন এক আলাদা অনন্যতা রয়েছে যা দর্শকদের মনে থেকে যায়। আর তাই, রিকি মার্টিনের পারফরম্যান্সের জন্য সারা পৃথিবী এখন অপেক্ষা করছে।

ফাইনালের উত্তেজনা এবং রিকি মার্টিনের ভূমিকা-৭ মার্চ, রবিবার, বিকেল সা।ে পাঁচটায় আমেদাবাদে রিকি মার্টিনের পারফরম্যান্স শুরু হবে। এক ঘণ্টা ধরে চলবে তার এই মঞ্চ পারফরম্যান্স, এবং বিশ্বব্যাপী ভক্তরা তাঁকে এক চরম সঙ্গীত সন্ধ্যায় উপভোগ করবেন। এই পারফরম্যান্সটি শুধুমাত্র ক্রিকেট সমর্থকদের জন্য নয়, বরং সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্যও একটি এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। এটা বলতে দ্বিধা নেই যে, ফাইনালের মাঠের ল।ইয়ের মাঝেও রিকি মার্টিনের সঙ্গীতের উত্তেজনা, এক অনন্য উদযাপনের অংশ হয়ে উঠবে। ভারত এবং নিউজিল্যান্ডের খেলোয়া।রা মাঠে নিজেদের সেরা খেলার চেষ্টা করবে, তবে রিকি মার্টিনের পারফরম্যান্স তাদের সকলকেই মনে করিয়ে দেবে যে, ক্রীড়াঙ্গনে উত্তেজনা এবং বিনোদন কখনো আলাদা হয় না-এগুলি একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলার উত্তেজনার পাশাপাশি, পপ তারকা রিকি মার্টিনের পারফরম্যান্স আরও এক দারুণ অনুভূতি এনে দেবে। তাঁর সঙ্গীতের মন্ত্রমুগ্ধ পরিবেশন খেলার দুনিয়াতে এক নতুন মাইলফলক সৃষ্টি করবে, যেখানে ক্রিকেট ও সঙ্গীত একত্রিত হবে। ৭ মার্চ, আমেদাবাদে রিকি মার্টিনের উপস্থিতি এই ম্যাচকে আরও স্মরণীয় করে তুলবে, এবং সঙ্গীতের জাদুতে সবার মন জয় করবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com